মৃত্যু-রহস্য

সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ গুহ
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চাল্‌তাবাগান লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

শ্রীঃ—

যং হিত্বা মৃত্যুমভ্যেতি জ্ঞাত্বাতিমৃত্যুমেবচ।
সৎ-চিদ-আনন্দরূপায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মানুষ মৃত্যুর অনুগামী হয় ও যাঁহাকে জানিয়া অমরতা লাভ করে,—সেই সত্য-জ্ঞান ও আনন্দময় আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম।

প্রস্তাবনা

এক নিষ্কাম-কর্ম্মীর নিভৃত সাধনার অন্যতম ফল এই—"মৃত্যু-রহস্য"। তাঁহার অদৃশ্য শিক্ষকের প্রসাদে লব্ধ, অন্যান্য ফল সকল, গ্রন্থকারের পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই সুবিদিত। সে সকলের প্রকাশ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু-গণের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গ-নরকের বর্ণনার প্রাচুর্য্য অল্প নহে। সেই সকল বর্ণনা উন্মত্তের প্রলাপ নহে, তাহা এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ-কারের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অলক্ষিত রাজ্যের ঘটনাবলীর মধ্যে কতকগুলি মাত্র এই গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল ব্যক্তি, অল্পায়াসে কি প্রকারে সেই সকল সূক্ষ্ম রাজ্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহাও সংক্ষিপ্তভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের একটী বিলুপ্ত বিষয়, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য আস্তিক হিন্দুমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। বলাবাহুল্য, গ্রন্থকার—স্বর্গ-নরকের চিত্রাবলী যাহাতে আছে, তাদৃশ কোন গ্রন্থই আজ-পর্য্যন্ত পাঠ করেন নাই। সুতরাং 'মৃত্যুরহস্যে'র কোন ঘটনা তাঁহার সংস্কার-প্রসূত চিন্তার ফল নহে এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রেততত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

লিখিত হয় নাই, ইহা নিঃসংশয়িত চিত্তে বলা যায়। পরলোক-বিশ্বাসী চিন্তাশীল পাঠক, আমাদের কথার যথার্থ্য গ্রন্থ পড়িয়া স্বয়ং উপলব্ধি করিবেন, ইহা আশাকরা যায়।

কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায়, কর্ম্মেরই উপাসনা করা। যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি,—ইহাই বিধির বিধান। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ-নির্দ্দেশ, তাঁহারই সহজ-সাধ্য—যিনি কর্ম্মের পরপারে অবস্থিত হইয়া যাবতীয় করণীয়-কর্ম্ম সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার "মৃত্যুরহস্যের সহিত কথঞ্চিৎ কর্ম্মরহস্যও উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন,—কোন্ কোন্ কর্ম্মের কি কি ফল। এই গ্রন্থপাঠ করিলে স্থির ধীর বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির জীবনের ধারা কল্যাণের পথে প্রবাহিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বিবিধ ভোগে পরিপুষ্ট রসরক্তময় স্থূল-দেহ ব্যতীত জীবমাত্রেব একটী করিয়া সূক্ষ্ম-দেহ আছে। লালসাগ্রস্ত জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির প্রভাবে সেই সূক্ষ্মদেহ—সাধারণতঃ অতীব মলিন ও শোচনীয় আকার ধারণকরে। তাহার ফলে স্বীয় অভীষ্ট সাধনের অক্ষমতা চরমসীমায় উপনীত হয়। তাদৃশ জীবের সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশলাভের চেষ্টায় গ্রন্থপাঠ, ব্যর্থপ্রয়াস-মাত্র এবং সাধু মহাজনের নিকট শ্রুত বাক্যের উদ্ধরণ, অপরিপাচিত ভুক্ত পদার্থের উদ্‌গিরণ মাত্র। বলাবাহুল্য,এতাদৃশ লোক বর্ত্তমানে দুর্ল্লভনহে।

যখন জীবের চিত্ত অতৃপ্তা ভোগাপ্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালিত হয়, তখনই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের মমতা-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিপুষ্টও সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন হয়। এই অবস্থাতেই জীবের সূক্ষ্ম অদৃশ্য ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

গ্রন্থকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া অন্যূন বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ

অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ লোক অনেকই আছেন। তাঁহাদের অভিমত,—"এই গ্রন্থে বর্ণিত কোন ঘটনাই কল্পনা-প্রসূত তো নহেই, অধিকন্তু যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আভাষ-মাত্র এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, গ্রন্থকারের সহিত আমাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য এতই অধিক যে, আজ-পর্য্যন্ত আমরা ইঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারি নাই, অথচ আমরা চিনি, একথা বলিতে বা মনে করিতে আমাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা হয় না। গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী বড়ই বিচিত্র, তাহা লিখিত হইলে, একখানি অতিবড় গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম এমনই অলৌকিকতা-পূর্ণ যে, সে সকল প্রত্যক্ষ না করিলে, লিখিয়া বা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না।

এই স্থূল ভোগ-রাজ্যের ঊর্দ্ধে কত সূক্ষ্ম-রাজ্য বিরাজিত, পাঠক তাহা এই গ্রন্থপাঠে দেখিতে পাইবেন, আর দেখিতে পাইবেন প্রবৃত্তিপরায়ণ জীবের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ ভীষণ যমরাজ নিবৃত্তিপরায়ণ লেখকের দৃষ্টিতে কত করুণাময়, কত সুন্দর ধর্ম্মরাজ। যদি মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে হয়, যদি অন্তরে বাহিরে মনুষ্যত্ব-লাভ করিয়া মরণের পরপারে শান্তির রাজ্যে চিরবিশ্রাম-লাভের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই মৃত্যু-রহস্য অবশ্য পাঠ করা উচিত।

এই প্রস্তাবনা, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে বহু বক্তব্যের কিঞ্চিৎ আভাষ-মাত্র। সবিশেষ জানিতে হইলে এই গ্রন্থ-পাঠ করা এবং গ্রন্থকারের সহিত পরিচয়-করা আবশ্যক, তাঁহার পরিচয় লিখিয়া দিবার মত নহে।

ইতি—

কলিকাতা
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৪৩ সাল

শ্রীরাখালদাস সেন

অবতরণিকা

'বিকাশতত্ত্ব'-অনুসন্ধিৎসু কতিপয় সুধীজনের বিশেষ আগ্রহে এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের একমাত্র ভিত্তি চিন্তাশীলতা ও অনুভূতি। চিন্তাশীলতা আত্মপাঠের এবং অনুভূতি বিরাট্-প্রকৃতিপাঠের সুফল। বুদ্ধিসহ প্রাণ-মন কোন্ কোন্ কারণে ও কি কি ভাবে প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়ায় নিবৃত্তি-পন্থানুসরণে বিশেষ হতাদর, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই আত্মপাঠ এবং নিজের স্বভাব ও কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করাও আত্মপাঠ। এই কার্য্যে সফলকাম হইবার ঐকান্তিক প্রয়াস রাখিলে নিজের জন্য একখানি ছাঁচি বেত্রখণ্ড সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

বিরাট্ প্রকৃতির যাবতীয় প্রকাশ ও বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা হইতে কি কি শিক্ষা পাইলাম ও উহা কতটা সঞ্চয় করিলাম, এই ধারণা করাই, প্রকৃতি-পাঠ নামে আখ্যাত। প্রশান্ততা-সহ নির্জ্জন বাসই চিন্তাশীলতা ও অনুভূতি-শক্তি অর্জ্জনের সহজসাধ্য উপায়। এই উপায়ে হৃদয়ের প্রকৃত বিস্তার ও চিন্তাশীলতার অভিনব বিকাশ সুসাধ্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মনোবৃত্তি সমূহ কু-সু মিশ্রিত সংস্কারে পরিপুর্ণ। 'সু' এর তুলনায় 'কু' এর প্রভাবই বেশী হওয়ায়, জীব প্রায়শঃ

বিকৃত-ভাবাপন্ন। বিকৃত-সংস্কারের ফল—বিকৃত-সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তের ফলে অহমিকা-বশে নব নব ভাব গ্রহণে অনিচ্ছা বা অক্ষমতাও উহার মূল কারণ। তথাচ জীব প্রবৃত্তি-পরায়ণা। 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া সেই বিকৃত সংস্কার পোষণে ও প্রচারে কুণ্ঠাশূন্য। অধিকন্তু অন্যের যুক্তি-পূর্ণ অনুভূতি এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিতেও বিশেষ আগ্রহান্বিত। এইরূপ বৃত্তি আত্মোন্নতি-সাধনের মহান্ অন্তরায়। চিন্তাশীলতা-সহ অনুভূতি-শক্তির উন্মেষের পর, কোন পুস্তক বা শাস্ত্র-পাঠ মহা-সুফলপ্রদ। তখন আর ভাষ্য বা টীকা-টিপ্পনী পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। কি দেখিলাম বা কি শিখিলাম, আর কতটুকুই বা সঞ্চয় করিলাম, এই সমালোচনাই যাঁহাদের চিন্তার ধারা,—তাঁহারাই আত্মবিকাশের সহজ ও সরল পন্থা নিঃসন্দেহে লাভ করেন। এই বিধানে পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার সকল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যায়। তখনই হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে সুসংযত ভাব সকল সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইবার অবসর পায়। তবেই বুদ্ধিসহ প্রাণ-মনের বিকাশে দেহস্থিত আত্মাও বিকশিত হয়েন। তৎসঙ্গে দেহস্থ সূক্ষ্ম-দেহও পরিবর্দ্ধিত এবং সুগঠিত হয়। এইরূপ অবস্থায় জীবের প্রথমে 'দিব্যশ্রবণ' ও পরে 'দিব্যদর্শন' লাভ হওয়াতে, এ-কুলের সহিত ও-কুলের সম্বন্ধ সুসংস্থাপিত হয়। ইহাই প্রকৃত স্বরাজ্য লাভের প্রথম সোপান। ইহাই 'আমি-আমার'

বুদ্ধিকে 'আমি-তোমার' করিবার সুব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার পরিণতি—'আমি-তিনি' হওয়া; ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই 'আমি-তিনি' অবস্থা একমাত্র মানব জন্মের পূর্ণ সার্থকতায় ও দেব-দেবীত্বের অবসানে প্রাপ্তব্য।

জীবমাত্রকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত স্বাধীনতা-সহ স্বরাজ প্রদানের শুভ উদ্দেশ্যই যম বা ধর্ম্মরাজের অবিচলিত বিধান। ধর্ম্মরাজের এই প্রকার সাধন,—জীবের 'আবির্ভাব-তিরোভাব' বা 'জন্ম-মৃত্যু' আখ্যাত। বিরাট্ প্রকৃতির অধিকার-ভুক্ত এই স্থূল রাজ্য হইতে সূক্ষ্মতর ষষ্ঠরাজ্য পর্য্যন্ত, এই বিধানচক্র অবিরাম ও অপ্রতিহত-ভাবে ঘূর্ণায়মাণ। সুতরাং অসংযমকে সংযমে উন্নীত ও সুসংস্থিত করিবার জন্যই যমের এই মহান্ উদ্‌যোগ। জীবের প্রবৃত্তি-পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধি এই অনিবার্য্য বিধানের মহাবিরোধী। এই বুদ্ধির বিকট কুসংস্কার-জাত সঙ্কোচই, সেই বিধানের বিরুদ্ধাচরণে সতত নিযুক্ত। এই প্রকার সঙ্কোচের কুফল উদ্‌ভ্রান্ত ও অপ্রকৃত আত্মোন্নতিতে পরমা পরিতৃপ্তি। ইহাই জীব-সাধারণের অধুনাতনী অবস্থা। ইহারি ফলে অমূল্য মানব-জন্ম 'গোঁজামিল' দিয়াই বৃথা কাটিয়া যায়। বুদ্ধির বিশিষ্ট মলিনতাই, যাবতীয় অভাব অশান্তির মূল কারণ।

উচ্ছ্বাস ও চিন্তাকুলতা-সহ দারুণ বিকৃতাচার একালের একটা মহা-সৌষ্ঠব। এই জন্য উপন্যাস বা গল্প পুস্তক জন-সাধারণ কর্ত্তৃক সবিশেষ আদৃত। সুতরাং যাঁহারা বিকাশতত্ত্ব-

জিজ্ঞাসু কেবলমাত্র তাঁহাদেরই এই প্রবন্ধ উপভোগ্য হইবার সম্ভাবনা। তাদৃশ মহোদয়গণেরই করকমলে এই গ্রন্থ সাদরে অর্পিত হইল।

এই পুস্তকের দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি নির্দ্দেশিত হইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে সেই অংশ যথাসম্ভব সংশোধিত হইবে; যদি লেখক ততদিন পর্য্যন্ত এ-রাজ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়েন।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি স্বনামখ্যাত কবিরাজ শ্রীমান্ রাখালদাস সেন, অধ্যাপক শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, হাওড়া জেলার দিওল্তিস্থ সাম্তা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, এবং কলিকাতাস্থ পুলিশ কমিশনর অফিসের ভূতপূর্ব্ব স্থুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত রাধেশ চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে। লেখকের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা, তাঁহাদের সকলেরই নিঃসন্দেহ প্রাপ্য।

পরিশেষে ইহাও আনন্দের সহিত বক্তব্য যে,—পরম প্রীতিভাজন কবিরাজ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি—এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় এবং শ্রীমান্ তারকনাথ গুহ গ্রন্থ-প্রকাশ কার্য্যে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

ইতি—

গ্রন্থকার

মৃত্যু-রহস্য

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু ও যমরাজ

এই স্থূলদেহকে এই স্থূলরাজ্যে ফেলিয়া রাখিয়া এক অজানা রাজ্যে যাইতে বাধ্য হওয়াই, চলিত ভাষায় **মৃত্যু**। যে অদৃশ্য বিধান আত্মার সহিত প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে এই স্থূল দেহ-পোষাক পরাইয়া খেলাইতে আনে, উহাই সেই পোষাক খুলিয়া লইয়া সে খেলায় 'ইতি' বা সাঙ্গ করায়! খেলিতে টানিয়া আনার নাম **জন্ম,** খেলার নাম **জীবন** এবং খেলা সাঙ্গ করার নাম **মৃত্যু**। • কেনই বা আনা, আর কেনই বা সাঙ্গ করা, এ প্রশ্নে কর্ত্তার উত্তর,—"আমার খুসী।" তা বেশ মজাদার ও প্রাণ জুড়ান জবাব! তুমি আমি জন্মাই বা মরি কিংবা আহ্লাদে আটখানা হই, বা হায় হায় করি, এই 'আমার-খুসী'-বিধানের কি যায় বা আসে। তবে মনে হয়, 'আমার-খুসী'-তত্ত্বটা জানা ও বুঝা

যাইবে সেই শুভদিনে, যখন এই ঢেউ-টার উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়া যাইয়া সেইস্থানে সুখাসন বিছান যাইবে। আর তাহা না হইলে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত,—কথার 'হাফ-আখ্‌ড়াই' লড়াই মাত্র। তাই মহাজনেরা বলেন "মাথা নীচু করিয়া বেবাক্ খেলা সাধিতে পার ত, পরমানন্দের আস্বাদ পাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া মাথা উঁচু করিয়া ও বুক ফুলাইয়া খেলা সাধিলেই শ্রীশ্রীদুর্গা-মূর্ত্তিস্থ অসুরের দুর্গতিগুলা সেই খেলুড়ের কপালে মাপিবেই মাপিবে।"

জানান দিয়ে বা অজানা ভাবে **যিনি** 'গোছা গোছা' 'বডি-ওয়ারেন্ট' অর্থাৎ সশরীরে হাজির হইবার 'পরওয়ানা' লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান,—তা আবার দিন-রাত; যাঁহার অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞানের বা অত্যল্প জ্ঞানের 'পাহারাওয়ালারা' (অর্থাৎ ডাক্তার, কবিরাজ ও হকিমরা) এত করিয়াও কিছু করিতে পারেন না, যাঁকে বিচারাধীন করিবার কোন 'আদালৎ' বা 'জজ সাহেব' নাই এবং যাঁ'কে বাগে আনা কিছুতেই সম্ভবপর নহে,তাঁহারই নাম **যমরাজ**। তবে শুনা যায় তিনি সন্তোষের সহিত পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন,—সাবিত্রী-দেবীর নিষ্ঠা, সত্য-বাদিতা, নিরলসতা, ত্যাগশীলতা বিলাস-শূন্যতা ও নির্ভীকতার কাছে। তাহা হইলে তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহী। তাই তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে, জীবের উঠা-নামা কাজ সাধন করেন।

বিধানের এই অক্লান্ত কর্ম্মচারীকে না দেখিয়া বা তাঁহাকে না চিনিয়া অনেকে তাঁহার বিকট মূর্ত্তিই কল্পনার চক্ষে দেখিতে পায়। তাই তাহারা জানিয়া বুঝিয়া আশ্বস্ত হইয়া আছে যে ধর্ম্মরাজ প্রেমের ব্যবসায়ে অভ্যস্ত নহেন। কারণ, কোন কালে কেহই বুদ্ধি-তুলি ধরিয়া মন-'ক্যান্‌ভাসে' ও প্রাণ-রংটা দিয়া তাঁহার হাসি মুখটা ফলাইতে পারে নাই। তাঁহার নিন্দার বোঝাতে জীবের মনোভাণ্ডার পূর্ণ। তা' কেনই বা তাঁহার নিন্দা না হইবে? তাঁহার বিকটাকার পরিপুষ্ট দেহের নিটোল হাতে হাড়-গুঁড়া-করা এক ভীষণ গদা ও তাঁহার অসময়ে হাত বাড়ান রোগটা, চিরকাল শ্রাবণ ভাদ্র মাসের পদ্মার মত। তাঁহার বিষম সোহাগ, এর তার মুখ চাওয়া ধনটির প্রতি এবং তাঁহার বেজায় উদাসীনতা,—কোন সংসারের বা সমাজের বা জাতির গলগ্রহ বা আবর্জ্জনার প্রতি। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিলে মনে হয়, বিধানের এই ধারা যে, সংযম-অবতার রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতির কোনও ভেদাভেদ না করিয়া ঐ অদৃশ্য রাজ্যে, প্রত্যেক জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা বা সংযমের মাত্রা হিসাবে, তাহার মানসিক দেহে 'জল-বিছুটী' লাগাইবার ব্যবস্থা করেন বা তাহাকে হরদম তাজা রাখিবার আয়োজন করেন। তাহা হইলেই ইহা বুঝা সহজসাধ্য যে, ধর্ম্মরাজের বিচারে যাঁহারা বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় স্ব স্ব প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে সংযত করিবার অভ্যাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রিয়পাত্র হয়েন।

কিন্তু যাহারা এ রাজ্য হইতেই তাহাদের অসংযত অভ্যাসটাকে ধাতে বসাইয়া ও-রাজ্যে যাইতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য মজুদ থাকে এমন সংস্কারের ব্যবস্থা, যে স্থানে সকলকেই সংযম পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

বিধানের বিধি,—স্থূল যাহা কিছু তাহাকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমে গড়িয়া তোলা। এই কর্ম্মভারটা যম-রাজেরই উপরে ন্যস্ত। এত বড় কাজটা চুল চিরিয়া বিচার-কার্য্য সাধন করেন বলিয়াই, তাঁহার নাম ধর্ম্মরাজ। বিচার বলিয়া বিচার! কাহারও 'টঁ্যা-ফোঁ' কবিবার সাধ্য নাই। বিধানে আছে সংযম ও অসংযম। সংযমের কল্যাণকর বিধান স্থূল হইতে সূক্ষ্মের প্রতি ধাবিত করান। তেমনি অসংযমের প্রমত্ত বিধানে সূক্ষ্ম স্থূলে নামিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নামিয়া আসা **প্রবৃত্তিগত** ব্যবস্থা; তেমনি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের প্রতি গতিশীলতা **নিবৃত্তি-গত** ব্যবস্থা বাচ্য। বিধানের প্রবৃত্তিগত ব্যবস্থার নাম ভ্রান্তি বা মোহ এবং নিবৃত্তিগত আয়োজনের নাম **যম**। সুতরাং ভ্রান্তির ও মোহের প্রভাবে যাহারা প্রবৃত্তির ক্রীতদাস সাজিয়া যাহা কিছু খেলা সাধিতেছে, তাহারা সংযমের দণ্ড-মুণ্ডধারীকে বিষ-নয়নে দেখিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? এই সংযম নিয়মটাকে কম বেশী মাত্রায় সু-চক্ষে দেখেন, পঞ্চম-ষষ্ঠ রাজ্যস্থ দেবতারা এবং বিষ-চক্ষে দেখেন, তৃতীয়-চতুর্থ রাজ্যস্থ উপদেবতারা। তাঁহার 'কড়া-কড়ি'

বিধানের প্রভাবে জীব হইতে উপদেবতা এবং দেবতাগণেরও ঊর্দ্ধ ও অধোগমন সাধিত হইতেছে। প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নস্থ রাজ্য অপেক্ষাকৃত **অশুদ্ধ** রাজ্য এবং প্রত্যেক রাজ্যের ঊর্দ্ধতন রাজ্য অপেক্ষাকৃত **বিশুদ্ধ** রাজ্য। কোন এক ঊর্দ্ধতন রাজ্য হইতে নিম্নস্থ রাজ্যে আসার নাম **মৃত্যু** ও ঊর্দ্ধতন রাজ্যে উত্থানের নাম **তিরোধান**। সুতরাং শ্রদ্ধার বা স্নেহের পাত্র-পাত্রীকে 'তিরোধান বাচ্য' না করিয়া 'মৃত্যু' শ্রেণীভুক্ত করা, জীবের পক্ষে নিতান্ত হীন ও অবিধেয় কর্ম্ম। বিশেষ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত হীনতাই সাধারণতঃ জীবকে এই কুৎসিত সংস্কারাবদ্ধ করিয়াছে ; এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে। জাগতিক ও পারলৌকিক শিক্ষক ও গুরুকুল! তোমাদের—তোমাদেরই বিহিত কর্ম্ম নহে কি, ছাত্র-ছাত্রী বা শিষ্য-শিষ্যাদের এ কুসংস্কার যথাসম্ভব দূরীভূত করা ?

মৃত্যু হউক বা তিরোধান হউক, যমরাজের 'কাড়িয়া' লওয়া অভ্যাসটা, মানুষের কাছে কিন্তু বিষম ভয়াবহ ও মর্ম্ম-পীড়ক। এ রাজ্যে যাহার যত বৈভব বা আত্মীয় স্বজন, তাহার আতঙ্কের পরিমাণও ততটা। 'জানা-চিনা' রাজ্য হইতে 'জানা-চিনা' সঙ্গীদের ফেলিয়া যাইতেই হইবে, এটা যেমন আপত্তিজনক, তেমনি হৃৎপিণ্ড উৎপাটনের বিধান। খেলা সাঙ্গ হইতে না হইতে ও বিষম কান্না-কাটি সত্ত্বেও "টানা-হিচ্‌ড়া" করিয়া অজানা রাজ্যে লইয়া যাওয়ার আয়োজন, ঘোর **"জবরদস্তি"** ব্যবস্থা! এই দেহ হইতে প্রাণপাখীকে

উড়াইয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, নিজের সঙ্গে দু'দশ জনের কষ্টদায়ক ভোগগুলার স্মৃতি, কম আতঙ্কের কথা নয়! এক জনের অভাবে তাহার পরিত্যক্ত আত্মীয়গণের কি অবস্থা হইবে,—এ আতঙ্ক কম মর্ম্মভেদী নহে! মৃত্যুর করাল বদনটা কিন্তু, তখন যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি দুঃসহ যন্ত্রণাপ্রদ হয়, যখন কোন সংসারের আশা-প্রদীপটিকে বা মায়ার পুত্তলীকে **সংযম অবতার** নিবাইয়া দিতে বা হরণ করিতে সচেষ্ট হয়েন ও পরে একার্য্য বাস্তবিক সাধন করেন। যে বিধান হইতে নিস্তার পাইবার ঐকান্তিক সাধ পোষণ করিলেও তাহা হইবার বিন্দুমাত্র আশা নাই, যে বিধান জীবের নির্ম্মম যাতনার হেতু ও যে বিধানের মর্ম্ম বুঝা জীব-সাধারণের পক্ষে অসাধ্য, সেই বিধানকে শ্রদ্ধার বা প্রীতির চক্ষে দেখিবার আশা নিতান্ত অলীক। তবুও উহাকে বরণ করিতে কোন কোন জীব পশ্চাৎপদ হয় না; সাধারণতঃ আত্মঘাতীরা এই শ্রেণীভুক্ত।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি-তত্ত্ব

বিধানের বিচিত্র লীলায় প্রত্যেক মানবের দেহের সহিত সেই জীবের প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে শাসনের চাবুকটা, বর্শাটা ও খাঁড়াখানা বার কয়েক পতিত হইয়াছে ও এখনও পতনোম্মুখ হইয়া আছে। মোটামুটি-ভাবে শাসনের তালিকা এই ঃ—(১) উদরের—'দেহি দেহি' শাসন; (২) দেহের —'ত্রাহি-ত্রাহি' শাসন; (৩) প্রবৃত্তির—(তাহা আবার দলবল-সহ) ধনে-প্রাণে মারিবার শাসন; (৪) মান অপমানের বুক-দমান শাসন; (৫) ভয়ের—ধাত্‌ছাড়া শাসন; (৬) ভাবনার—যাঁতাপেষা শাসন; (৭) বাসনার—হাঁই-হাঁই-ভরা শাসন; (৮) মৃত্যুর—হাঁ-হাঁ করা শাসন; (৯) টাকার—তুষ্‌মনী শাসন; (১০) আত্মীয়দের—রক্তশোষণ শাসন; (১১) সমাজের হতশ্রী শাসন; (১২) রাজার—বিষম বিকট শাসন; (১৩) 'আমি-আমার' বুদ্ধির—নাক-চোখ শিঁট্‌কুনো শাসন; (১৪) মনের—"যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী" ধরণের শাসন; (১৫) প্রাণের—যাচ্চি যাব ও হচ্চে হবে—ধরণের শাসন। এত রকম হাড়গোড়-পেষা শাসনের মধ্যেও যে, মানুষ কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া যাহার যা-কাজ সাধিয়াছে ও সাধিতেছে, এইটাই মহা আশ্চর্য্যের কথা!

তাহা হইলে বুঝা সহজসাধ্য যে, বিধানে আছে এমন কল-চালান ব্যবস্থা, যাহাতে অত শত শাসনগুলা পরাজিত করিতে আসিয়া উহারাই কম-বেশী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

প্রকৃত হিন্দুর উপাস্য **ব্রহ্ম**—যাঁহাতে সংযম ও অসংযম বা সূক্ষ্মতম ও স্থূলতমের বীজ দুইই নিহিত। কিন্তু তিনি 'বিরাট্ আত্মা' ও 'বিশাল প্রকৃতি' এই দুই ভাবে বা ভাগে আপনাকে আপনি **সম্ভোগ** করিতে মাতোয়াবা। এই সম্ভোগের আনন্দ, সূক্ষ্মতম রাজ্যের সৌষ্ঠব। সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মরাজ্যে অবতরণ করিয়া সম্ভোগের নাম হইল—**বিহার**। তাহার পর যেই এই রাজ্যে আসা, উহা হইয়া গেল—**রমণ**। জীব যাহা কিছু বাহ্যিক ভাবে উপভোগ করিতেছে বা উপভোগের আশায় বিচরণ করিতেছে, উহারই নাম **রমণ**। এত প্রকার শাসন সত্ত্বেও উপভোগ করিবার তৃষার সহিত সেই ক্ষমতা, জীবের চালক হইয়া যাবতীয় শাসনগুলাকে উপেক্ষা করাইতেছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উপভোগ প্রক্রিয়ায় আছে সেই শক্তি, যাহার একমাত্র লক্ষ্য. জীবকে আকর্ষণ করা এবং আত্মহারা করা। মানুষ এই রমণে বা স্থূল উপভোগে এতটা পরিতৃপ্ত ও এতটা ভ্রান্তিতে মজিয়া ডুবিয়া রহিয়াছে যে, আধুনিক নগণ্য ও জঘন্য উপভোগ ব্যতীত **সম্ভোগ** ত দূরের কথা, বিহার· সুখটাও সাধারণ জীব আপনার করিতে চাহে না। জীবের ভ্রান্তিযুক্ত নিম্নতর-বৃত্তি (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) জীবকে

এ কাজ সাধাইতেছে। স্থূল উপভোগই অসংযমের অবস্থা। বিরাটের অভিপ্রেত নহে যে, জীব এই ধরণের অকিঞ্চিৎকর উপভোগে মাতিয়া থাকে। এইজন্য 'হামেহাল' হাজির তাঁহার প্রতিনিধি, প্রভূত ক্ষমতাশালী ও সূক্ষ্ম বিচারসম্পন্ন সংযম-রাজ অর্থাৎ **যম**। সংযম-রাজই বিকাশ-তীর্থের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক বা প্রকৃত আলোক-দাতা। প্রাণ, মন ও বুদ্ধির প্রভাবে জীবের বিশিষ্ট সম্বল শ্বাস-প্রশ্বাস, চিন্তা, স্মৃতি ও ধারণাশক্তি। দেহ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া জীব স্বীয় সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে ধারণা-হীন। বরং নিজের স্থূলত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সংস্কার-বিশিষ্ট। এই স্থূলত্বের সংস্কারের জন্য জীবমাত্রই এক একজন অসংযমের অবতার। স্বীয় স্থূলত্বের সংস্কার পোষণ করিয়া ভব-সুখে নিমগ্ন থাকাই, উচ্চতর ও উচ্চতম সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত থাকিবার নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। ধর্ম্মরাজের একমাত্র কর্ম্ম, জীবকে বিহার সুখের আস্বাদ প্রদান করিবার জন্য বিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। এমন কি সংযতভার হিসাবে উপযুক্ত হইলে, তিনিই জীবকে সম্ভোগ রাজ্যেও অধিষ্ঠিত করান। যে জীবের প্রাণ-মন-সহ বুদ্ধি, বিশেষ বিশেষ ঘা খাইয়া নগণ্য উপভোগ শক্তিটুকুও হারাইয়া ফেলে, সেই লোকই ভীমরতি-গ্রস্ত হয়।

ইচ্ছা-শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি ; এই শক্তির স্পন্দনকেই ভাব বলে। ভাব দ্বিবিধ,—যথা বিকাশ ও প্রকাশ। এই দ্বিবিধ ভাবই বিরাট্ প্রকৃতির। বিরাট্ প্রকৃতির ধারণাগম্য

সসীম-মূৰ্ত্তি—শ্রীশ্রীকালী। ইঁহার একটি পদ শিবের বুকে অর্থাৎ তিনি পরমাত্ম-রূপ ভূমিতে দণ্ডায়মানা হইয়া সুসংযত-ভাবে স্বীয় করণীয় কর্ম্ম-সাধনে সচেষ্টা। তাঁহার অপর পদ অপেক্ষাকৃত অসংযত ভাবাপন্ন—অর্থাৎ তিনি অসংযত ভাবেও কর্ম্ম সাধিতেছেন। নিবৃত্তি—তৃপ্তা বৃত্তিকে মুখপাত্ করিয়া নিম্নতম ভূমি হইতে উচ্চতম স্থান প্রাপ্তির নাম **পূর্ণ-বিকাশ**। প্রবৃত্তি—অতৃপ্তা বৃত্তিকে মুখপাত্ করিয়া উচ্চ-তম স্থান হইতে নিম্নতম রাজ্যে অবতরণ করার নাম **পূর্ণ-প্রকাশ**। বিরাট্ প্রকৃতির আত্মপ্রকাশই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁহার পূর্ণ বিকাশই লয় (সৃষ্টিলোপ)। এই প্রকাশই বিরাট্ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি। বিরাট্ আত্মার অব্যক্ত ভাব—'আমি'ই সব। বিরাট্ প্রকৃতির ব্যক্তভাব—আমারই সব। জীব—এই বিরাট্ 'আমি ও আমার' হইতে উদ্ভূত। সুতরাং জীব, বিরাট্—'আমি-আমার' এ'র অধীন। 'আমি-আমার' বুদ্ধি বড়ই হউক বা ছোটই হউক, নিজে 'ছোট' একথা স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি নহে। এইজন্য শ্রীশ্রীকালী শিবের পদ-সেবায় নিযুক্তা না থাকিয়া তাঁহারই বুকের উপর দণ্ডায়মানা। এ সম্বন্ধে অন্য ব্যাখ্যা এস্থলে অবান্তর, তজ্জন্য উল্লিখিত হইল না। জীবও সেই বিধানে বুক ফুলাইয়া ও মাথা উঁচু করিয়া যাহার যাহা কাজ—সাধিতে যত্নশীল। এই জন্যই বিরাট্ প্রকৃতির একটি নাম মহাসুরী। জীব-সাধারণও এইজন্য ছোটখাট 'অসুর' পদ-বাচ্য। জীবের 'আমি-আমার'

বুদ্ধির সাধ, আকণ্ঠ পুরিয়া ভবের খেলা সাধন করা। বিরাট্ প্রকৃতির 'আমি-আমার', জীবের স্বেচ্ছাচারিতার আদৌ পক্ষপাতিনী নহে। এইজন্য তিনিই তাঁহার সংযম কর্ম্মচারীর মধ্য দিয়া জীবকে এই **ভ্রমণ-রাজ্যের** পরিবর্ত্তে **বিহার** সুখ প্রদান করেন ও পরে জীবকে সম্ভোগের (উচ্চতম ভোগের) অধিকারী করান।

দেহ খোসা, প্রাণ-মন দুই দানা ও বুদ্ধিরূপ লুকান-ছাপান অঙ্কুর দিয়া মানুষ বীজটা গড়া। সংযম-মালী সাধ পুষেন যে, এই বীজ হইতে এমন গাছ বা লতা গজাইয়া উঠে, যা খাসা খাসা ফল দেয়। এই বীজ রোপণ করিবার জন্য মজুদ— **নিবৃত্তি** ক্ষেত্র, চিন্তাশীলতা বারি, দেহস্থিত আত্মরূপী মায়ের বা বাবার বা গুরুর স্নিগ্ধ—বায়ু ও বিবেক মধ্য দিয়া তাঁর শিক্ষা—উত্তাপ। এইটাই মুখ্য পন্থা। এই পন্থা ধরিয়া কর্ম্মসাধন করিলে এমন গাছ বা লতা গজাইয়া উঠে যা' দেয় উপাদেয় ফুল ও ফল। সেই ফুল প্রকৃত স্বাধীনতা ও তার ফল—আসল স্বরাজ। তাহা হইলেই লাভ হয়, একুলে ও ও-কুলে স্বচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দতা। তাহা হইলেই মানব জীবন সর্ব্বনাশের কারবারে পরিণত না হইয়া, স্বচ্ছতম বিকাশের আয়োজন হইয়া পড়ে; তাহা হইলেই জীবের প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে 'হা-হা' রবের 'সাঁড়া-সাঁড়ীর' বান ডাকিবার আদৌ সুযোগ পায় না। তবে-তবেই জীব—শান্তং, শিবং, সুন্দরং এর সচল মন্দির হইয়া হাসিতে খেলিতে ভবের খেলা

সাধিয়া ও সেই আনন্দ পুঁজি করিয়া যাইবে—ধ্রুব যাইবে নিজের বাড়ীতে—সেই আনন্দ-নিকেতনে। সেখানে যাইয়া পাইবে—খুব পাইবে হরদম তাজা হইয়া থাকিবার মহান্ সুযোগ। কিন্তু হায়! কালের কুটিল গতিতে এই পন্থার স্মৃতিটাও মুছিয়া গিয়াছে শিক্ষক ও গুরুকুলেরও ধৃতি 'নোট' বই হইতে। তাই একালে মানুষ বীজটা রোপিত হইতেছে **প্রবৃত্তি** ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রের উপযোগী হইয়াছে—চিন্তাকুলতা-বারি, সংশয়-বায়ু ও বীভৎস শিক্ষা উত্তাপ। গৌণ লক্ষ্যকে সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য করাই একালের মানব-জীবনেব সার্থকতা! ইহাই একালের উন্নত জীবদের সুসংযত সিদ্ধান্তের ফল! সুতরাং উন্নত জীবদের অনুকরণে সাধারণ জীবও কেন-না এ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে? ফলে, ধরা-ভরা 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে জীব প্রবৃত্তির প্রসাদভোজী হইয়াই ভবের খেলা সাধিতে প্রবৃত্ত! জীবের প্রবৃত্তির পরাধীনত্ব ঘুচানই সংযম-বাজের একমাত্র লক্ষ্য।

বিধানেব খেলা চলিতেছে দুইখানি চাকায়। সংযম-অসংযম, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, আলোক-আঁধার, হাঁ (positive) না (negative) প্রভৃতি এই দুইখানি সেই চাকা। এই দুই চাকার নেমি (pivot) 'আমি-আমার' দুর্ব্বুদ্ধি। এই নেমি আকারে বা ভাবে আগাছার মত অতি শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। এমনি খেলা, সংযম দ্বারবান সতর্ক থাকাসত্ত্বেও প্রবৃত্তি, 'অলবড়েড' ছেলে-মানুষ করা দাসীর মত, গোপনে রসদ

যোগায়। সুতরাং প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া নিবৃত্তিকে বাড়াইবার উপায় যমরাজকেই করিতে হয়। ফলতঃ, এ রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাওয়ার বিধানটা প্রবৃত্তির সংস্কার-দাগগুলা উচ্ছেদের ও নিবৃত্তির কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধিকরণের জন্য এই কর্ম্ম সাধনে সংযমরাজের পরিশ্রমের অবধি নাই। ইঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে জঘন্য ও নিকৃষ্টতম উপভোগ হইতে ক্রমশঃ উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম বিহার ও সম্ভোগ সুখে উপযোগী করা।

তাই বলি, হে জীবতারণ পরম সুহৃদ ধর্ম্মরাজ! তোমার অভ্রান্ত একনিষ্ঠতা, তোমার অক্লান্ত উদ্যম, তোমার অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা ও তোমার উদ্বেগশূন্য আচরণ জীবের প্রবৃত্তি-অনুগামিনী অজ্ঞতাই কঠোর ও অতীব নির্ম্মম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু নিবৃত্তি অনুগামিনী চিন্তাশীলতা নিঃসন্দেহ প্রাণে প্রাণে ও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দেয় যে, তোমার বিধান আপাততঃ বিশেষ কষ্টপ্রদ বা অমঙ্গলজনক হইলেও উহা চির মঙ্গলের ও চির-আনন্দ প্রদানের সুনিশ্চিত আয়োজন।

হে অমর, হে অমোঘ কল্যাণকামী! তোমার নিঃস্বার্থ সাধনের জন্য তুমি—তুমিই একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মী। কিন্তু হায়! তোমার বিধান জীবের পক্ষে নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয় বলিয়া তোমার যথাযোগ্য অর্ঘ্য প্রদানে জীব নিঃসন্দেহ পশ্চাৎপদ। হে মুক্ত, হে সংযম অবতার! প্রবৃত্তি-চূর্ণ-বিচূর্ণকারী তোমার বিশাল মুষল সংযমহীন জীবের পক্ষে বিভীষিকাময় হইলেও

প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বরাজ-কামী জীব তোমার আশ্রয়লাভে আপনাকে কৃতার্থ ও বিশেষ ভাগ্যবান্ ধারণা করেন। সেই স্বাধীনতা ও প্রাণ, মন, বুদ্ধিসহ মনো-বৃত্তি সমূহে আত্ম-ভাবাপন্নতাই সেই স্বরাজ লাভ। হে সৌম্য, হে মন্মথ! কদাচারিণী প্রবৃত্তি-দাসীর সেবক-সেবিকা স্ব স্ব সংস্কারবশতঃ তোমার মূর্ত্তিকে ভীতিপ্রদ ভীষণ ভাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিলেও তুমি দেখাও—নিঃসঙ্কোচে দেখাও, তোমার কমনীয়, লোভনীয় ও অনুরঞ্জনীয় প্রশান্তমূর্ত্তি, সেই শুভ মুহূর্ত্তে সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে, ও সেই অমৃতযোগে, যখন তাহাদের 'আমি-আমার' 'তোমার-তোমারই' প্রসাদে—ওহে! তোমার—তোমারই ঐকান্তিক অনুকম্পায়—'আমি-তোমার' আকার ধারণ করে। হে বরেণ্য, হে অদ্বিতীয়! তোমার অনুপম করুণা 'আমি-আমার' দোষবর্জ্জিত বলিয়া জীবের একমাত্র আশা ভরসা তুমি—ওগো তুমিই। হে দেব, হে শ্রেষ্ঠ সংযমী! ধর ধর জীবের অসংযমের ডালি ও প্রবৃত্তিপূর্ণ-নৈবেদ্য। হে সখে, হে জীবনবল্লভ! নাই—নাই আর কিছু নাই, তোমার শ্রীচরণে প্রাণ খুলিয়া অসঙ্কোচে অর্পণ করিবার। হে সত্যাবতার, হে অধম প্রতিপালক! এই উপহার ও এই নৈবেদ্য আবর্জ্জনার সামিল হইলেও সত্যের হিসাবে ইহা মূল্যহীন নহে। তাই হে দেব, তোমার শ্রীপাদপদ্মে বদ্ধকরে ও নতশিরে অর্পিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

সম্ভোগ-রাজ্য

এই ব্রহ্মাণ্ড প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত; যথা—
(১) সম্ভোগ-রাজ্য ; (২) বিহার-রাজ্য ; (৩) সংশোধক
বা নরক-রাজ্য ; ও (৪) রমণ বা স্থূল-রাজ্য ।

সম্ভোগ-রাজ্য

এই উচ্চতম রাজ্যের নাম সপ্তমরাজ্য। **কৈবল্যধাম**
—এই রাজ্যের উচ্চস্থ ধাপ ও **গোলোকধাম** ইহার
নিম্নস্থ ধাপ। **অনন্ত** জ্ঞানের সহিত **অফুরন্ত** প্রেমের
মিলন-ফল **অপরিসীম** শক্তি। ইহাই ব্রহ্ম-অবস্থা।
ব্রহ্মের নিথর ও নিঝুম অবস্থা **ওঁ তৎসৎ**। এই
অবস্থায় ব্রহ্ম কৈবল্যধামে স্থিত। ইহাই উচ্চতম অবস্থা।
উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম উপভোগ 'সম্ভোগ' আখ্যাত। এই সম্ভোগের
উপাদান উচ্চতম জ্ঞান ও অফুরন্ত প্রেম। এই সম্ভোগে
মাতোয়ারা হইয়া থাকাই **সচ্চিদানন্দময়** অবস্থা।
এই অবস্থা শিবলিঙ্গ-পদবাচ্য যোনী সংলগ্ন লিঙ্গে স্থূলভাবে
নির্দ্দেশিত। এই সম্ভোগের পরিণাম—হরদম তাজা থাকা।
আত্মভাবাপন্ন বুদ্ধিসহ প্রাণ-মনের আত্মার সহিত মিলনের
পর পরমাত্মায় মিলিত হইলে কৈবল্যধামে গতি হয়। কিন্তু

যেস্থানে আত্মা ও আত্মভাবাপন্ন বুদ্ধিসহ প্রাণ-মন্ দ্বিভাবাপন্ন হইয়া সম্ভোগানন্দে রত থাকেন উহাই গোলোকধাম। জীবদেহস্থিত বুদ্ধিসহ প্রাণ-মন আত্মভাবাপন্ন হইলে বিবেকের "মধ্য দিয়া" পরিচিত হইলে মানস চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়, আত্মার তখনই অনুভূতির সহায়তায় দর্শনলাভ করেন। আত্মভাবাপন্ন বুদ্ধিসহ প্রাণমনের চৈতন্যময় আত্মার সহিত সম্মিলন ও তৎপরে প্রাণ, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপই "নির্ব্বাণ" বা "মুক্তি" আখ্যাত। (Development of consciousness by the unity of life-force and mind with Buddhi (intelligence) is Super Consciousness). Further development when secured by the conjoint unity of the life-force, mind, and intellignce with the Atma results in Superfine Consciousness. Full development of Superfine Consciousness effects the attainment of Supreme Consciousness. This last attainment is known as "Mukti" or "Nirvana" *i.e.* Salvation.

শ্রীমতীর "কি দেখে এলাম সই যমুনার কুলে"—এই উক্তি আত্মভাবাপন্ন বুদ্ধিসহ প্রাণ-মনের আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন নির্দ্দেশক। 'আমি-তোমার' ভাবাপন্ন বুদ্ধিসহ প্রাণ-মন যে স্থলে বা যে অবস্থায় 'আমি-তিনি'র অর্থাৎ আত্মার প্রথম দর্শনলাভ করে উহাই **সাগর-সঙ্গম** বাচ্য। এই

অবস্থায় শ্রীমতী বুদ্ধিদেবী "বিদ্যা" বাচ্যা ও আত্মা—"সুন্দর" বাচ্য হয়েন। "তুমি যেমন গুণের সাগর, মিলেছে মন্মথ নাগর, লয়ে যাবে গঙ্গাসাগর, সুখসাগর দেখাবে"—এই কথা-গুলি স্থূলভাবে ব্যবহৃত হইলেও উপরি-উক্ত সূক্ষ্মতম সঙ্গমের কথা নির্দ্দেশ করে।

সাধারণ জীবের বুদ্ধিসহ প্রাণ-মন, প্রবৃত্তির প্রভাবে অমাবস্যা-ভাবাপন্না। এই অবস্থায় জীব 'আমি-আমার' ভাবা-পন্নতা বশতঃ প্রমত্ততা-বিশিষ্ট। প্রবৃত্তিই তখন বুদ্ধির প্রধান চালিকা হয়। উপদেবতাগণের এই বুদ্ধি **শুক্লপক্ষের সপ্তমী** ও দেবতাগণের এই বুদ্ধি **শুক্লপক্ষের একাদশী** ভাবাপন্না। এই অবস্থায় উপদেবতা ও দেবতাগণের আংশিক মাত্রায় চালিকা নিবৃত্তি-সংযুক্তা 'আমি-তোমার' বুদ্ধি। নিবৃত্তি-পরায়ণা 'আমি-তোমার' বুদ্ধিই সংযমী জীবকে শুক্লপক্ষের **প্রতিপদ** হইতে, উপদেবতাগণকে **অষ্টমী** হইতে ও দেবতাগণকে দ্বাদশী হইতে ক্রমশঃ পূর্ণিমায় অবস্থিত করায়। নগণ্য ও জঘন্য 'রমণ-রস' হইতে 'বিহার' রসে ও পরিশেষে বিহার-রস হইতে 'সম্ভোগ' রসে প্রতিষ্ঠিত করাই বিধানের একমাত্র লক্ষ্য। এই সুমহৎ কার্য্য সাধনের জন্য ধর্ম্মরাজ নিযুক্ত।

নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রসূত অনুভূতির সহায়তায় বুদ্ধিসহ মনের ও প্রাণের **সম্ভোগানন্দ** উপভোগ্য। তবে বুদ্ধি, মন ও প্রাণের **নিবৃত্তি** অনুগতা হওয়া অত্যাবশ্যক।

সবিকল্প সমাধিজাত উপলব্ধির সহায়তায় অন্ততঃ বার আনা মাত্রায় নিবৃত্তি-পরায়ণা বুদ্ধিসহ মনের ও প্রাণের **বিহারানন্দ** উপভোগ্য। প্রবৃত্তি-গামিনী বুদ্ধিসহ মনের ও প্রাণের কেবলমাত্র **রমণানন্দ**ই উপভোগ্য। বুদ্ধি সহ মন ও প্রাণ কর্ত্তৃক দেহস্থিত আত্মাকে মা, বা বাবা, বা সখা, বা স্বামী, বা শ্রীগুরুপদে গোপন সোহাগে বরণ ও পরে তাহার সহিত সঙ্গোপনে 'আমি-তোমার' সম্বন্ধে বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় আবদ্ধতা **বিহার** হইতে **সম্ভোগানন্দ** উপভোগের সহজসাধ্য বিধান। বুদ্ধিসহ মনঃপ্রাণের **একমাত্র সুক্ষ্মত্বের** ধারণায় এই **সম্ভোগানন্দ** উপভোগ্য। জাগতিক যাহা কিছুতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া একমাত্র আত্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইলে, তবে সম্ভোগানন্দ উপভোগ্য হয়। জপ, ধ্যান, কীর্ত্তনাদি কালীন "শান্তং, শিবং, সুন্দরং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" বা মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী, মহাশান্তি, মহাআনন্দ প্রভৃতি এই দেহ ও বুদ্ধিসহ মনও প্রাণকে অধিকার করিতেছে, এই ধারণা যে মাত্রায় বদ্ধমূল হয়, সেই মাত্রায় **বিহারানন্দ** হইতে **সম্ভোগানন্দ** নিজস্ব হইয়া পড়ে। এই উপায়ে সূক্ষ্মতম শক্তি সঞ্চিত হইলে, সেই মহাজন ইচ্ছামাত্র জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ কর্ম্ম বিশেষতঃ চিকিৎসা সম্বন্ধে-অল্পায়াসে সাধনে সক্ষম হয়েন। মনে হয় ঋষিকল্প শ্রীমৎ স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু এই ধরণের এক মহাজন।

এই মিলন ও সম্ভোগ স্থূলভাবে জীবকে বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শরৎকালীন পূর্ণিমা রজনীতে রাসলীলা কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। ভাগবতমতে শ্রীকৃষ্ণ এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। গোপীগণ সংখ্যায় প্রায় ষোল শত। সম্ভোগ কাল অনুমান দশ ঘণ্টা অর্থাৎ ছয়শত মিনিট মাত্র। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে, কেবলমাত্র একজন বলিষ্ঠ যুবকেরও দ্বারা স্থূল উপভোগ সাধিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই রসোপভোগক্ষম জীব "আমি-তোমার" হইয়া পরিশেষে "আমি তিনি" হইয়া পড়েন। "আমি-আমারে"র গন্তব্য "আমি-তোমার" পর্য্যন্ত। এই কথাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে, শ্রীশ্রীগীতায় ও শ্রীশ্রীভাগবতে আলোচিত হইয়াছে। "আমি-আমার"কে—"আমি-তোমারে" পরিণত করিয়া "আমি-তিনি" হওয়ার ব্যবস্থাই বেদান্তে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীকবীরের ও শ্রীমৎ ত্রৈলিঙ্গ্য স্বামীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অবস্থা। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের "লোমকূপে লোমকূপে রমণের" অবস্থা। ইহাই শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অবস্থা। ইহাই ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি এবং কোনও কোনও রাজর্ষিকুলের স্থিতি-স্থান। এই রাজ্যের কোনও কোনও মহাজন এই স্থূলরাজ্যস্থ অতীব ভাগ্যবান্‌কে দয়া পরবশ হইয়া সূক্ষ্মদেহে দেখা দিয়া থাকেন,—তাহা কিন্তু কদাচিৎ। জীবদেহ স্থিত আত্মারই প্রীতির জন্য যে জীব সাধন-ভজন কর্ম্ম সাধিয়া থাকেন (অর্থাৎ লোক

দেখান বা নাম-কেনা ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া) কেবল তিনিই সূক্ষ্মদেহধারী শ্রীগুরুর দর্শন লাভ করেন ও তাঁহারই দ্বারা অলক্ষিতভাবে চালিত হয়েন। ইহাঁরাই প্রত্যেকে নিম্নস্থ ষষ্ঠ রাজ্যের দেব-দেবীগণের চালক। এই কার্য্য কেবলমাত্র সংযত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। এই রাজ্যের সৌষ্ঠব বর্ণনাতীত শূন্যতা, অপরিসীম নিস্তব্ধতা, বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের, প্রেমের ও শক্তির একতা। হরদম তাজা থাকাই এ রাজ্যের ব্যবস্থা। মনে হয়, জীবের একশত বিরানব্বই পাইএর মধ্যে কেবলমাত্র এক পাইএরও অগণ্য অংশ অনেক যুগের সাধন ফলে এই রাজ্যে গমন ও স্থিতি লাভ করেন। ষষ্ঠ রাজ্যস্থ দেব-দেবীগণ কালক্রমে এই রাজ্যে ক্রমোন্নতি-বিধানে উন্নীত হয়েন। জীবের পক্ষে এ রাজ্যে যাহা কিছু ধারণাতীত। তবে দেহস্থিত আত্মরূপী মা বা বাবা বা স্বামী বা শ্রীগুরুর কৃপায় ইহাও সম্ভব। উজ্জ্বলতম শুভ্র বা উজ্জ্বলতম হরিদ্রাবর্ণ বা এই দুইয়ের সম্মিলিত বর্ণ এই রাজ্যের সৌষ্ঠব।

এই স্থূলরাজ্যস্থ যিনি প্রকৃত মহাজন অর্থাৎ যিনি প্রকৃতপক্ষে আসক্তিশূন্য চিন্তায় ও কার্য্যে নিরত থাকিয়া দশের হিতসাধনে উহা বিনামূল্যে ও অকাতরে দান করেন কেবলমাত্র তাঁহারই সূক্ষ্মতম দেহ উপরি-উক্ত বর্ণে সুরঞ্জিত হয়। তাঁহার তিরোধান কালে শ্রীগুরুই পথ-প্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার জন্মোৎসব সূক্ষ্ম-

রাজ্যে সুসংসাধিত হয়। ইহাঁরা ইচ্ছামাত্র সূক্ষ্মতম দেহকে জ্ঞানের, প্রেমের ও শক্তির উপাদানে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন। অর্থাৎ সে অবস্থায় তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহও থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়

বিহার-রাজ্য

প্রথম শ্রেণী

সূক্ষ্মতম সম্ভোগের অপেক্ষাকৃত ঘন বা ঘনতর উপভোগই বিহার নামে আখ্যাত। এই রাজ্যগুলি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। সেই সেই রাজ্যগুলি এই ঃ—উচ্চতম বা ষষ্ঠরাজ্য, উচ্চতর বা পঞ্চমরাজ্য, উচ্চ বা চতুর্থরাজ্য ও উচ্চনিম্ন-মিশ্রিত বা তৃতীয়রাজ্য। প্রত্যেক রাজ্যই ধাপবিশিষ্ট। এই ধাপগুলি প্রত্যেকটি প্রশস্ততায় এক একটি বিশাল বিভাগ-সদৃশ। ষষ্ঠরাজ্য তিনটি, পঞ্চমরাজ্য পাঁচটি, চতুর্থরাজ্য ছয়টি ও তৃতীয়রাজ্য সাতটি ধাপযুক্ত। সূক্ষ্মতম-দেহধারী দেব-দেবীগণ ও যে জীব এই স্থূলরাজ্যে অবস্থিতি করিতে করিতে চৌদ্দর উর্দ্ধ হইতে পোণের আনা বা তদূর্দ্ধ-মাত্রায় স্ব স্ব 'আমি আমার' বুদ্ধিকে 'আমি তোমারে' পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি বিকাশের মাত্রানুসারে

এই প্রথম বিহাররাজ্যের প্রথম হইতে তৃতীয় ধাপে স্থিতি-লাভ করেন। প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতম শোভায় এই রাজ্য অনুপম। 'আহামরি'-ধরণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত নিস্তব্ধতা এ রাজ্যের বিশিষ্ট সৌষ্ঠব। এ স্থূলদেহের ও 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে স্থূল রাজ্যে জীব যে যে শাসনাধীন, উহা ও-রাজ্যে নাই বলিলেই হয়। ষষ্ঠরাজ্যস্থ প্রত্যেক সূক্ষ্মতম শরীরীর কিন্তু নিতান্ত বিধেয় কর্ম্ম সুসংযত চিন্তা ও ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা পঞ্চমরাজ্যস্থ কতকগুলি সূক্ষ্মতর দেহধারী ও দেহধারিণীকে সুচালিত করা। এই স্থূলরাজ্যস্থ যে জীব অন্ততঃ দশ আনা মাত্রায় 'আমি আমার' বুদ্ধির দ্বারা চালিত নহেন, বরং সত্যবাদিতায়, কৃতজ্ঞতায়, পরহিত-সাধনে, স্ব স্ব করণীয় কর্ম্মসাধনে নির্লোভতায় ও বাক্য, কার্য্য, চিন্তা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার-করণে যত্নশীল, তাঁহারা জপ-ধ্যানে নিরত না থাকিলেও তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম ও চিন্তা তাঁহাদিগকে অবাধে ঐ রাজ্যে স্থিতি করায়। এই প্রকার জীব স্ব স্ব দেহস্থিত আত্মার সহিত মা বা বাবা বা স্বামী বা গুরু ভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে, ইহাঁদের মধ্যে সপ্তমস্বর্গস্থ বা ষষ্ঠরাজ্যস্থ একজন স্বেচ্ছায় সেই জীবের চালক (guardian angel) হয়েন। তবে ইহা বিশিষ্টভাবে জানা বিধেয়, যে কোন প্রকার বাহ্যিকভাব বা সাজ-সজ্জা বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া করণীয় কর্ম্ম-সাধনে সচেষ্ট হইলে এই রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এ-রাজ্যেও

সু-ইচ্ছাশক্তিই প্রধান কার্য্যকারিণী শক্তি। এ রাজ্যস্থ দেব-দেবীগণ উজ্জ্বলতর শুভ্র বা হরিদ্রাবর্ণ বা লালবর্ণ যুক্ত। এই স্থূলরাজ্যের দুইপাই-মাত্রায় উচ্চতম জীবের পক্ষেও এই রাজ্যে স্থান লাভ করা সুকঠিন। নিবৃত্তিপূর্ণ সংযমই, এই স্থূলরাজ্যে অবস্থান-কালীন সেই মহাজনের সূক্ষ্মতম দেহকে সুগঠিত করায় তখন আত্মা সহ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এক জুটি হইয়া তিরোধানের পর সূক্ষ্মতর রাজ্যে শ্রীগুরুর কৃপায় আস্তানা পাতেন। তখনই সেই রাজ্যে তাঁহার জন্মোৎসব কার্য্য সাধিত হয়।

বিহার-রাজ্য

দ্বিতীয় শ্রেণী

এই রাজ্যের সরঞ্জাম বার হইতে তের আনা নয় পাই "আমি-তোমার"-বুদ্ধি। কোন দেবদেবী বা জীব এই আত্মসংযমের প্রভাবে এই রাজ্যে আস্তানা পাতিতে অবকাশ লাভ করেন। এই অবস্থায় প্রায়শঃ প্রথমবিহার-শ্রেণীর একজন দেবতা বা দেবী তাঁহার চালক বা চালিকা হয়েন। তবে এই স্থূল রাজ্যস্থ যে জীব সম্ভোগরাজ্যস্থ কোন মহাজনের সহিত বাবা বা মা বা সখা (বা শ্রীগুরু) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সত্যবাদিতা, নির্লোভতা ও করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনে একনিষ্ঠতা সম্বল করেন, সেই সম্ভোগ-রাজ্যস্থ মহাজনই তাঁহার চালক হয়েন। সেই অবস্থায় সেই জীবের

বাসনা ও ভাবনা ক্ষীণ হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। প্রথম বিহার-রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য সচ্ছলতায়, স্বচ্ছন্দতায় ও নির্ম্মলতায় অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও স্থূল রাজ্যের হিসাবে উহা নিঃসন্দেহ বিশেষ উপভোগ্য।

ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট দেবালয়ে বা উপাসনালয়ে যিনিই 'ভগবান্' বাচ্য বা 'ভগবতী' বাচ্যা হইয়া সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে উপাসিত বা উপাসিতা হউন না কেন, বিহাররাজ্যের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ এক একজন দেবতা বা দেবী অলক্ষিত রক্ষক বা রক্ষয়িত্রী (guardian angel) ভাবে সেই সেই স্থলে প্রয়াশঃ থাকেন। কিন্তু হায়! পূজারী-কুলের বিকট ভেদবুদ্ধিসহ লোভ, মিথ্যাচার ও গোপন ও দুষ্কৃতি, উপাসকমণ্ডলীর বিকৃত বাসনাযুক্ত আব্দার তাঁহাদিগকে হয় নিম্নগামী করে, আর নাহয় তাঁহাদের সেই স্থলে আসা যাওয়ার পথ রোধ করে। তবে যদি উপরি-উক্ত দোষশূন্য কোন জীবকর্ত্তৃক 'আমি-তোমার' হইবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা পূজিত-পূজিতা হয়েন, সেই জীবের 'আমি-আমার' বুদ্ধির ক্ষীণতার মাত্রানুসারে প্রথম শ্রেণীস্থ বিহাররাজ্যের একজন দেবতা বা দেবী ও এমন কি সম্ভোগ রাজ্যস্থ এক মহাজন সেই জীবের চালক হয়েন। এমন কি কখন কখন সেই জীবের সোহাগযুক্ত ব্যাকুল ক্রন্দনে জননী বা জনকসম তিনি দেখা দেন ও বাৎসল্যে সান্ত্বনা বা আধারোপযোগী

শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু যে পূজারীর বা উপাসকের 'আমি-আমার'-বুদ্ধি আট আনা হইতে পোনর আনা মাত্রায় সম্বল সেই জীবের পূজার বা উপাসনার বাহ্যাড়ম্বর সত্ত্বেও প্রায়শঃ এক নিম্ন শ্রেণীর উপদেবতা বা উপদেবীকে তাহার রক্ষক বা রক্ষয়িত্রী হইতে হয়। ফলে সেই জীব জপ ধ্যানাদি করিয়া বা এ' তা' দেবদেবীর পূজা করাইয়াও শান্তি বা আনন্দের পরিবর্ত্তে দারুণ নিরাশাই সম্বল করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজ্যস্থ দেবদেবীর পক্ষে স্ব স্ব করণীয় কর্ম্ম বিহিত-বিধানে সাধন করাই আত্মোন্নতি সাধনের বিধান। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ও দেশব্যাপী আপদ্ বিপদ্ হইতে স্থূলরাজ্যবাসিগণকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হওয়া বা না হওয়ার পরিমাণানুসারে ইঁহারা ঊর্দ্ধতন রাজ্যে উন্নীত হয়েন, কিংবা চতুর্থ বা তৃতীয় রাজ্যে পতিত হয়েন। সুতরাং এ রাজ্যে স্থিতিলাভ করিয়াও ষষ্ঠরাজ্যে উন্নীত হওয়া সহজ-সাধ্য বিধান নহে ; বরং নিম্নস্থ রাজ্যে অচিরে আসিতে বাধ্য হয়েন। এইজন্য আধুনিক আলোকদাতৃকুল—এ রাজ্যেরও সংবাদ প্রদানে সম্পূর্ণ অশক্ত। শুধু তাহা নহে, অসংযমের জন্য সংশোধক রাজ্য হইয়া এ রাজ্যে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য তাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহাদের লোভ, গোঁড়ামি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মাত্রা শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে। কিন্তু যাঁহারা ও-রাজ্যের উপভোগের কথঞ্চিৎ মাত্রায় আস্বাদ লাভ করিয়া এই স্থূল

রাজ্যে আসিতে বাধ্য হয়েন, তাঁহারাই নাম-কেনা বা লোক-দেখান যাবতীয় ভাব সযত্নে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র দশের ও দেশের হিতসাধনে নিরত থাকেন। এই কর্ম্মফলে দেহপাতের পর, তাঁহারাই পঞ্চম স্বর্গরাজ্যে সহজে গমন করিবার সুযোগ পান।

প্রবৃত্তিপরায়ণ 'আমি' আমার'কে 'আমি-তোমার' বুলি সাধায়ে ষষ্ঠ বা সপ্তম রাজ্যস্থ দেব-দেবীর বা দেহস্থিত আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন-করাই আত্মোন্নতি সাধনের বিশিষ্ট বিধান তাহা হইলেই জাগ্রত হয় বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য দশের ও দেশের সেবা-বৃত্তি। তাহা হইলেই সুগম্য হয়,পঞ্চম স্বর্গরাজ্য ; তাহা হইলেই ষষ্ঠ স্বর্গরাজ্যে যাওয়া ততটা কষ্টসাধ্য হয় না। কারণ, সেই মহাজনের কার্য্যতৎপরতাসহ কর্ম্মকুশলতা সংস্কার-গত স্থূল-বীজ হইতে ধারণা-রূপ এক সূক্ষ্ম বিশাল মহীরুহ আকার ধারণ করে।

এই স্থূলরাজ্যস্থ,—অনুমান নয় পাই মাত্র জীব, দেহান্তে পঞ্চম স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে সক্ষম হয়েন। এই প্রদেশস্থ যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে আসন পাতেন, তাঁহারাই উপদেব-উপদেবীগণের চালক বা চালিকা হয়েন। আর এই স্থূলরাজ্যস্থ যে জীব আট আনা মাত্রায় 'আমি আমার'-বুদ্ধিকে ক্ষীণ করিতে সক্ষম হয়েন, সেই উন্নত-উন্নতা দেব-দেবী. সেই জীবের অদৃশ্য রক্ষক-রক্ষয়িত্রী বা চালক-চালিকা হয়েন।

এই রাজ্যস্থ দেবদেবীগণ লাল, হরিদ্রা ও শ্বেত এই তিন মিশ্রিত বর্ণের সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেন। তবে এই তিন বর্ণেরও পরিমাণে প্রত্যেক দেহে পার্থক্য থাকে।

এই রাজ্যের আবাস-স্থান বা পথ-ঘাট বা বিহারস্থল ষষ্ঠরাজ্যের তুলনায় ঘনীভূত হইলেও স্বচ্ছতায় ও নির্ম্মলতায় এত মনোরম যে, এই স্থূল রাজ্যবাসীর সেই চিত্র ধারণা করা নিতান্ত অসম্ভব।

বিহার রাজ্য

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী

এই স্থূল রাজ্যের ষোল আনা মাত্রার জীবের মধ্যে, কেবল মাত্র তিন আনা জীব,দেহান্তে বিহার-রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রদেশে স্থান পান। সংযম-রাজের বিধানে আর আর রাজ্যের মত, এই রাজ্যেও অবিরাম জন্ম ও মৃত্যু-কর্ম্ম সংসাধিত হয়। পরিচ্ছন্নতা-সহ প্রাকৃতিক শোভায় এই দুই প্রদেশ স্থূল-রাজ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উপভোগ্য। এই প্রদেশবাসিগণই উপদেবতা ও উপদেবী বাচ্য-বাচ্যা। কারণ, ইঁহারা মানুষ ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিত। লোভ ও পরশ্রীকাতরতাসহ 'আমি-আমার' বুদ্ধি ইঁহাদের চারি আনা হইতে আট আনা মাত্রায় পুঁজি থাকায় ও স্থূল দেহভার না থাকায় ইঁহারা রেষা-রেষি ও যাবতীয় গণ্ডগোল বাধাইতে অতীব পটু। ইঁহাদের বিহিত কর্ম্ম অদৃশ্য রক্ষক-রক্ষয়িত্রী

ভাবে সাধারণ জীবকে চালিত করা। এই কর্ম্ম সাধনের জন্য ইহারা পারিবারিক পূজাগৃহে বা সাধারণ নগণ্য ভজনালয়ে বা কোন বিশিষ্ট বৃক্ষে আস্তানা পাতেন ও পূজাদির সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যে যে উপদেবতার 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম তাঁহারাই গৃহস্থের বা সাধক-সাধিকার নিষ্ঠাসহ সত্ত্বগুণে, কর্ম্মকুশলতায় ও সত্যাচরণে শুদ্ধ হইলে এ-তা কর্ম্মের সুফল প্রদানে সচেষ্ট হয়েন। একালে কিন্তু গৃহস্থের বিগ্রহ গৃহস্থের গলগ্রহের সামিল, গৃহস্থসহ পূজারী ঠাকুর সংযমহীন ও গৃহস্থ কেবলমাত্র লৌকিক আচরণে বা নাম-কেনা ব্যবস্থায় বিশেষ যত্নশীল। সুতরাং ভাড়া করা পূজারী ও ভক্তিশূন্য গৃহস্থের প্রভাবে সেই রক্ষক বা রক্ষয়িত্রী সুচিন্তা ও সুকর্ম্মরূপ প্রাপ্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত-বঞ্চিতা হয়েন। ইহা ব্যতীত উপাসক মণ্ডলীর বাসনাসহ নানা ধরণের 'মানসিক' করার দৌলতে জীবের তমোগুণ সেই উপদেবতা-উপদেবীকে আবৃতা করে। ফলে সেইপ্রকার কর্ম্মদোষে দেব-দেবী ও উপদেবতা-উপদেবী হীনবল হইয়া অধোগামী-অধোগামিনী হয়েন। তপনদেব প্রভৃত ক্ষমতাশালী হইয়াও দুই দশখানি মেঘ একত্রীভূত হইলে তাঁহার শ্রীমুখ আবৃত করে। সুতরাং তিনি যেমন সাময়িক কার্য্যকারিণী শক্তি হারাইয়া ফেলেন, অপেক্ষাকৃত নগণ্য দেব-দেবী বা উপদেবতা-উপদেবী জীবের প্রবৃত্তিপূর্ণ কর্ম্মের প্রভাবে নিষ্কর্ম্মা হইবেন উহাতে বিচিত্রতা

কি! সেই রক্ষক-রক্ষয়িত্রীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উত্তপ্ত নিশ্বাস অপরাধী-অপরাধিণীর প্রতি ধাবিত হওয়ায় গৃহে-গৃহে, পল্লীতে-পল্লীতে, নগরে-নগরে ও দেশে-দেশে অসচ্ছলতা-সহ অস্বচ্ছন্দতা বিছাইয়া পড়ে। এমন কি অকাল মৃত্যুও সংঘটিত হয়।

চাই আলোক-দাতৃকুলের যাবতীয় বাহ্যাচার বর্জ্জন; চাই 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিবার জন্য সত্যাচার ও সরলতাকে আশ্রয় করা; এবং চাই আত্মপাঠের জন্য সময়ের, চিন্তার, বাক্যের ও কার্য্যের সদ্ব্যবহার করা। আত্মপ্রবঞ্চকই একে-তাকে প্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হায়-হায়! তাই হীনতাবিদূরকারী 'হিন্দু' আখ্যাটা দিন দিন এত অনাদৃত!

এই রাজ্যবাসিগণের সুক্ষ্ম দেহ নানা মিশ্রিত বর্ণে রঞ্জিত। পরিচ্ছন্নতায়—এরাজ্য ফ্রান্সের 'প্যারীনগরী' সদৃশ।

পঞ্চম অধ্যায়

নরক বা দারুণ সংশোধক রাজ্য ঃ

ইহা ‘বিহার’ ও স্থূল রাজ্যের মধ্যস্থ ‘ভাগাড়’ বা ‘হেগো’ ডাঙ্গা। শুনা যায় ইহা সাতটী ভাগে বিভক্ত। বিষম ‘আমি-আমার’-বুদ্ধিসম্পন্ন-সংসারী বা কথায় কথায় সংসারত্যাগী প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, মিথ্যাচারী, অত্যাচারী, পরশ্রীকাতর, অকৃতজ্ঞ ও প্রবৃত্তির বিশেষ অনুগত প্রসাদ-ভোজীদের ইহা বিশিষ্ট লীলাভূমি। আট আনা হইতে ষোল আনা মাত্রায় যে কয়েকটি অগুণ যে জীবের সম্বল হয়, সেই সঞ্চয়ের সংখ্যা ও মাত্রা হিসাবে এক বৎসর হইতে একশত বৎসর পর্য্যন্ত বিধানের অন্ধকূপে সেই জীবকে থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই অবস্থায় সেই জীবের সূক্ষ্মদেহ এই দেহের মত স্থূল না হইলেও প্রত্যেক কুচিন্তা ও কুকর্ম্মের জন্য সহস্র সহস্র ছিদ্র ও .বিষম ভারযুক্ত হয়। সেই ফলে সেই সেই জীব দেহান্তে উপরি-উক্ত ভাগাড়ে আস্তানা পাতিতে বাধ্য হয়। এই ভীষণ তিমিরাবৃত স্থানের সৌষ্ঠব—বীভৎস-চীৎকার, আকুল আর্ত্তনাদ, মর্ম্মস্পর্শী অনুতাপ ও দুঃসহ আতঙ্কের প্রলাপধ্বনি। বস্তুতঃ ইহাই **‘মৃত্যু’** রাজ্য। কারণ জীবের একমাত্র সম্বল—‘আমি-আমার’ বুদ্ধি এই স্থানে

নিষ্পিষ্ট হয়। "আমি-আমার" বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন সংসারের বা সমাজের বা দেশের অমঙ্গল সাধনে তৎপর ও কর্ম্ম বা ধর্ম্মভাণে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে সচেষ্ট, বা জাতিগত উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নে যত্নশীল জীবই এ রাজ্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। আত্মঘাতী ও লোভ বা প্রতিহিংসা-পরবশ নরঘাতীও এই দলভুক্ত। এই ধরণের জীব এ রাজ্যে মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করিয়া অকাল মৃত্যুর বা নিতান্ত অসচ্ছলতা আনয়নের হেতু হয় বা বার বার মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করিয়াও মৃতবৎসরূপে জন্মগ্রহণ করে বা জন্মের অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিচার-বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া এই স্থূলরাজ্যস্থ অর্থাৎ মর্ত্ত্যবাসী অনেক জীব নরকরাজ্যের যাবতীয় কাহিনীকে কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত মনে করে। অদৃশ্য রাজ্যের তত্ত্বোদ্ঘাটন কেবলমাত্র **দিব্যদর্শন ও দিব্য-শ্রবণ** প্রভাবে সম্ভবপর, কিন্তু নহে, কিছুতেই নহে, বিচার বুদ্ধির দ্বারা।

ওহো-হো, একি হ'ল! কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিতে হইল! কোথায় গেল সেই দিব্যালোক, সেই প্রাণ-মন-স্নিগ্ধকারী যাহা কিছুর অফুরন্ত আয়োজন ও সেই সু-ইচ্ছা শক্তি, যাহা অভাব অশান্তির ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে দেয় না! কি কুক্ষণে সাধ হইল দেখিবার বিধানের এই বিষম ঘানি-ক্ষেত্র! ছি! ছি!—বাসনা, জঘন্য বাসনাই যাহা কিছু

অনিষ্টের মূল ! ওঃ কি—ভীষণ অন্ধকার, কি তীব্র পূতিগন্ধি, কি দারুণ উত্তাপ, কি শ্বাসরোধক বায়ু, কি মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ ও কি বিকট চিৎকার ! ওহো ! এ রাজ্যের সমস্ত আয়োজনই অভাবনীয়, বর্ণনাতীত ও ধারণাতীত। দূর হইতে মনে হয় এ রাজ্যের বিরাট আয়োজন কেবলমাত্র—আকুলি-বিকুলি, কামড়া-কামড়ি, মারামারি ও অশ্রাব্য গালাগালি। মিটিয়াছে, খুব মিটিয়াছে, দূর হইতেই মিটিয়াছে এ রাজ্যের সৌষ্ঠব দেখিবার সাধ। ও-হো-হো। ঠিকই হইয়াছে, সুশ্রীর পার্শ্বে বিশ্রী, শুভ্রের পার্শ্বে কালিমা ও আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ বসিলেই তবে সুশ্রীর, শুভ্রের ও আনন্দের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। ও-হো-হো ! কি ভয়ঙ্কর ও কি বিভীষিকাময় স্থান ! তবুও ত নর-নারীর কণ্ঠশব্দ শুনা যাইতেছে। এমন উত্তাপের মধ্যে এমন বায়ুশূন্য স্থানে ও এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত প্রদেশে কাহারও কি থাকা সম্ভব ! তবে—তবে কি ঐ সমস্ত নর-নারীর দেহসহ প্রাণ, মন, বুদ্ধি এখানকার উপযোগী যাহা কিছু দ্বারা প্রস্তুত ? তাহা না হইলে মনে হয় এতদিনে উহারা তরল পদার্থে পরিণত হইয়া উপিয়া যাইত ! আহা-হা ! কি কষ্ট, কি জ্বালা ও কি ভীষণতর শাস্তি ! এত কঠোর শাস্তির বিপুল আয়োজন কেন ? তবে-তবে কি এই অনাথ-অনাথারা চিরকাল থাকিবে এই অব্যক্ত-শাসনের রাজ্যে ? তবে, তবে কি ধর্ম্মরাজ এ রাজ্যে পাদস্পর্শ করেন না ? হাঁ-হাঁ ধর্ম্মরাজের সংযম বিধান এখানে মজুদ—খুবই

মজুদ। তাহা না হইলে এ রাজ্যের চিহ্নমাত্রও থাকিত না! ঠিক—ঠিক—বিধানের এই "ভাগাড়"টাকে ঐ সব নর-নারী স্ব স্ব চিন্তা, কার্য্য ও বাক্যদ্বারা বেমালুম নরক রাজ্য করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে। কল্পনা বা ভাব—এ বিশ্বের রচনা কৌশল। সুতরাং কত সহস্র সহস্র যুগ-যুগান্তর হইতে কত কোটী-কোটী নর-নারীর বিকট চিন্তা, বিষম বিকৃত কার্য্য ও "আমি-আমার" গরলপূর্ণ বাক্য কেননা এ রাজ্যটাকে এইভাবে গড়িয়া তুলিবে?

মানুষ ত ভুল করিবেই করিবে। তবে, তবে কি জীবের ভুল সংশোধনের উপায় নাই? তবে, তবে কি—নাই—এক-জনও মহাজন, যিনি এই অভাগা-অভাগিনীদের জন্য চোখের জলে ভাসেন বা সকলের জ্বালা নিজের করিয়া লইয়া শান্তি-বারি সেচন করিতে প্রস্তুত? তবে, তবে কি নাই—এমন একজন যিনি ইহাদের সব নির্য্যাতন নিজেই বহন করিতে প্রস্তুত—খুব প্রস্তুত! ও-হো-হো! বুঝিয়াছি—বিলক্ষণ বুঝিয়াছি বিরাট্ বিধান যখন ক্ষুদ্রতম জীব সাজেন তখন-তখনই দশ-বিশ লক্ষের মধ্যে এক-আধজন জীবের জ্বালা বুঝেন। শুধু বুঝা নয়, মুখে "আহা-উহু" করা নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রপিষ্ট হইতে থাকেন। তবে তখন তাঁহার সু-ইচ্ছাশক্তির ও সুকর্ম্মশক্তির পুঁজি নিতান্ত সসীম। তবে—তবে কি তাঁহারও "আহা-উহু" করাই সার? না-না কখনই না! তাঁহার সে চোখের জল মিথ্যা হইবার নহে। অলক্ষিতে কিন্তু ধ্রুব

কার্য্যকারিণী শক্তি হইয়া সেই মহাজনের স্ব-ইচ্ছা সহ আঁখি-বারি জীবকে স্ব স্ব অনুতাপের মাত্রানুয়ায়ী ধুইয়া-মুছাইয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক দিয়া দেয়। তবে এই কর্ম্ম সাধিত হয় প্রত্যেক জীবের 'আমি-আমার' বুদ্ধির খর্ব্বতার মাত্রা হিসাবে। তবে, তবে কি এই নির্ব্বাসিত-নির্ব্বাসিতারা কেবলমাত্র দুই-চারি দণ্ডের জন্যও পাইবেন না শান্তিপূর্ণ মলয় পবন ও পূর্ণিমা শশীর সুবিমল-আলোক উপভোগ করিবার সুযোগ? তবে, তবে কি ইহারা শ্রীশ্রীগুরুর অপরিসীম করুণার কণামাত্রও পাইবেন না? না-না তা' কখনই হইতে পারেনা। ওহে করুণাময়—অধমতারণ, পিতা, জন্মদাতা, ওগো দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, জননী গর্ভধারিণী, হে মঙ্গলময় প্রাণ-সখা! তোমার-তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ওহো কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না-না স্বপ্ন ত নয়, সত্য—ধ্রুব সত্য! তবে, তবে ত শান্ত প্রাণের উদ্বেগশূন্য আকাঙ্ক্ষা ভেদবুদ্ধিশূন্য প্রাণের ও মনের ঐকান্তিক সাধ ও মন্ এবং বুদ্ধির যাবতীয় তারগুলার ঐক্যতান-যুক্ত কামনা **তিনি**-সেই **পতিত পাবনই** মিটান—নিঃসন্দেহ মিটান।

মরি মরি! এ—যে সেই সুশীতল পবন—ওহো সেই সুবিমল আলোক যাহা শ্রীগুরুর অপার কৃপায় কেবলমাত্র গোলোক রাজ্যে উপভোগ করিয়া আসিয়াছি। তবে, তবে ত

ধর্ম্মরাজ এ অভাগা-অভাগিনীদের প্রতি তাঁহার করুণা বর্ষণে কুণ্ঠিত নহেন। আহা! তবুও জীব স্ব স্ব "আমি-আমার" বুদ্ধির প্রভাবে সেই দয়াময় দীননাথকে তাহাদের আপন—বড় আপন বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না। ওহো-হো! ঐ ছার "আমি-আমার" মূষিক সবংশে নিধন না হইলে জীবের রক্ষা নাই—নাই—কিছুতেই নাই। না-না ওটা উচ্ছেদ হইবার নয়—নয় কিছুতেই নয়! তবে পারে, ধ্রুব পারে "আমি-তোমারে" দাঁড়াইতে—তা' কিন্তু একটু একটু করিয়া? এ-তা ভাবিলে কি হইবে—এখন যাই—নিঃশব্দে ও অলক্ষিতে যাই এরাজ্যের ভিতরে, যাই শ্রীগুরুর আদিষ্ট কর্ম্ম সাধনে। দেখি—স্বচক্ষে দেখি—অনাথ-অনাথারা কে কি করে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কিছু বলিবার থাকে ত শুনিগে। ওহো একি! সকলেই দেখিতেছি সুখ নিদ্রায় অভিভূত। আহা মনে হয়, ইহারা এ-ঘুম অনেকদিন ঘুমায় নাই! একি, এত কোটী কোটী নর-নারীর মধ্যে জাগ্রত কেবলমাত্র আট দশ জন! যে দিকে দৃষ্টি পড়ে মনে হইতেছে ইহারা জনে জনে কাহার প্রতীক্ষায় অতি করুণভাবে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে। তবে কি ধর্ম্মরাজের শুভাগমন এখনই হইবে? সে সৌভাগ্য এ অধমের কি হইবে? তাই ত এই যে আসিয়া গেলাম! ও-হো-হো একি দেখি! এ ব্যক্তিই না ঐ স্থূল-রাজ্যের একজন বিশিষ্ট আলোকদাতা? তাও কি সম্ভব? তবে কি ভ্রান্তি আমায় পেত্নী পাওয়ার মত অধিকার করিল?

হাঁ-হাঁ, সেই লোক ত বটে! এই—এই না প্রচার করিয়াছিল যে, সে নিজেই গোলোকবিহারী এইবার স্বশরীরে আসিয়াছেন? ইহার-ইহারই আত্মপ্রচারে এ স্থূল রাজ্যটা টল-টলায়মান হয় নাই কি? হায়-হায়! "আমি-আমার" মুখপাতযুক্ত প্রবৃত্তির উচ্ছিষ্টভোজীরা কত না খেলা—তাহা আবার মজাদার মজাদার—খেলে! ইহাদের প্রবৃত্তির গোপন ও অটুট প্রীতিই—ইহাদিগকে বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় সাধু সাজায়। কিন্তু, তাঁহাদের প্রবৃত্তির সহিত অসহযোগিতাই তাঁহাদের যাবতীয় অবিধেয় কর্ম্মকে আবশ্যক হইলে জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতে 'কুণ্ঠা' আনয়ন করায় না। তবে—তবেই প্রকৃত সাধুতার সূত্রপাত হয়। তবে, তবেই সুদ না জমিয়া আসলও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। আর তাহা না হইলে সেই সাধু আখ্যাভিমানী বেজায় লেজুড়ওয়ালা ঘুড়ি সাজিয়া দেহান্তে সংযম রাজ্যের দারুণ সংশোধক রাজ্যে স্থান পায়।

সে ব্যক্তির সমক্ষে উপনীত হইলে সে অভাগা অতীব বিনীত ভাবে বলিল—"আপনি এ অধমকে চিন্‌তে পারুন বা নাই পারুন আপনাকে আমি চিনি, কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য ও রাজ্যে কখনই আপনাকে প্রীতিচক্ষে দেখিনি। কয়েক বৎসর হ'ল আমাকে এ-রাজ্যে টেনে হিঁচড়ে এনেছে, তা আবার যখন ও-রাজ্য ছাড়্‌তে মোটেই রাজী ছিলুম না। প্রথম জীবনে বিরাট্ প্রকৃতির অতুল শোভা উপভোগ

কর্‌তে-কর্‌তে আমি হরিগুণগানে নিরত থাকিতাম। তখন নিবৃত্তিই এই প্রাণ-মন-বুদ্ধির চালিকা হয়েছিল। অচিরে প্রবৃত্তি শয্যাভাগিনী আকারে আমার প্রতিষ্ঠা-তৃষা জাগ্রত করালে। ফলে, ফোঁস ক'রে উঠল আমার কৃত্রিম অমায়িকতা, অন্তঃসার-হীন সাধুতা ও জঘন্য স্বকর্ম্ম-সাধনোপযোগী যাবতীয় হীন কৌশল। আমার প্রবৃত্তি-অনলে ইন্ধন দিল তা' আবার অবিরাম যারা আমার 'বড় আপন' ব'লে হলফ্ করেছিল। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিব যে এদের মধ্যে কেহ কেহ আমার অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা বা যত্নে অর্জ্জিত সম্পদাদির প্রভাবে—কাজে না হ'ক মুখের কথায়—আমার সহিত এখনও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে নি'। আমি নর-নারীর দুর্ব্বলতা পাঠ করতে খুবই সজাগ ছিলাম। তাই প্রতিষ্ঠাসহ দু' পয়সা সংস্থান করেছিলাম। কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতার প্রতি নিজের মানসচক্ষু নিমীলিত ছিল। তাই প্রচার করেছিলাম—তা' আবার অবাধে —যে "আমি-আমিই মূর্ত্তিমান্ সেই তিনি।" আমার শয্যা-ভাগিনী যে স্বয়ং "শ্রীমতী" সে কথাও প্রচার করতে ছাড়িনি। আমি-আমিই ভীষণ প্রবঞ্চক! আমি-আমিই বিশিষ্ট মিথ্যাবাদী। আমি-আমিই শঠ! দারুণ শঠ! না-না আর আত্মগোপন করতে সাধ নাই-নাই কিছুতেই নাই। না-না—প্রতিষ্ঠারূপ শূকরের বিষ্ঠা অর্জ্জন করতে চাই না! না-না—আপনার-বড় আপনার-বলতে চাই না—যাদের প্রেরণায় আমি ধন-বলে, বুদ্ধি-বলে ও জন-বলে স্ফীত হ'য়ে

আত্মীয়দেরসহ নগণ্য ব্যক্তির প্রতি অযথা আচরণ করেছি। না-না আমি চাই না—কাউকে চাই না—যাদের প্রভাবে আমার ঘুচে গেছে হরিগুণগানে প্রীতি, কিন্তু উৎকট বাসনা জেগেছিল শুনতে—এই কর্ণে শুনতে—আমার-আমারই যশোগীতি! হায়-হায়! প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী ও শঠেরা আমার আচরণে অল্পায়াসে মুগ্ধ হয়েছিল,—কিন্তু মুগ্ধ হ'লেন না—ধর্ম্মরাজ। এখন আমার সংস্কারজনিত প্রত্যেক ভোগেচ্ছার সাধ কখন বিষ্ঠা, কখন কণ্টক-শয্যা ও কখন দারুণ মর্ম্মজ্বালায় পরিণত হচ্চে। একি ভীষণতর জ্বালা, অকথ্য, নিতান্ত অব্যক্ত। হায়-হায়! আমা হেন গোলোক-বিহারীর ভাগ্যে এই মেপেছে! ধর্ম্মরাজই জানেন—কবে রেহাই পাব। ওগো! চাই-চাই এরাজ্য হ'তে নিষ্কৃতি পেতে—তা' যে কোন প্রাণীর আকার ধ'রে, তা' হ'লেই আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ ব'লে মনে ক'রব। ওগো! আমার যাবতীয় সুকর্ম্মের পুঁজি আমি—আমিই নিঃশেষ করে এসেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি সংজ্ঞাচ্যুত হইয়া ধরাশায়ী হইল।

অচিরে বাধ্য হইলাম আসিতে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে। কি এক অদৃশ্য শক্তিই আমাদেরকে এই কাজ সাধাইতেছে। দেখিলাম এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে লোকটা দণ্ডায়মান। এমন উপায় নাই যে কুণ্ড হইতে বাহিরে আসে। ও-হো-হো! কি পূতিগন্ধি বিষ্ঠা চতুষ্পার্শ্বে! মানুষকে মানুষ এমন

করিয়া শাস্তি দিতে পারে না, কিন্তু এ অভাগার প্রতি কোন্ বিধান এরূপ আচরণ করিতে বদ্ধপরিকর! না-না এ রাজ্যে ত' 'বে-আইনি' কাজ সাধিবার উপায় নাই। ঠিক্-ঠিক্ এ লোকটার কর্ম্মরূপ "ব্যারো-মিটারই" তাহার এ স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছে। হরি-হরি—এ-যে আমাদের পরিচিত সেই লোক! মনে হইতেছে, ইহার সাধ কোন কথা বলে। "বল ভাই! তুমি কি বলিতে চাও"—বলাতে সে ব্যক্তির বাক্যস্ফূর্ত্তির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল। তখন সে আরম্ভ করিল ঃ—

"আমার সম্বল—একমাত্র 'আমি-আমার' বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই আমার যা-কিছু পূজা-পাঠ ও শাস্ত্রজ্ঞান। এই বুদ্ধির প্রভাবে আমি হ'য়ে পড়লাম নরাকার বিশিষ্ট এক 'স্বয়ম্ভূ'। চক্ষুলজ্জার পাঠ উঠালাম চোখে রংদার ঠুলি এঁটে। তাই পেরেছিলাম আঁটতে "সিল্কের" গৈরিক পরিচ্ছদ—বাঘছালের বদলে। তাই এক লাফে আমি কর্ম্মবণিক্ হ'তে বেমালুম ধর্ম্ম-বণিক্ ভাবে গজিয়ে উঠলাম। কি মজাদার! নিঃসম্বল হ'লেও রোজগারের বারদুয়ারী আমার খুলে গেল। মানুষের দুর্ব্বলতা আমার মিষ্টি কথায় ও মিষ্টি ব্যবহারে এমন বুজালে-ডুবালে যে, দেশ বিদেশের নাট্যশালা বা আলোকচিত্রঘর তেমন পারে নি'। প্রতিষ্ঠা-তৃষা আমার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনের বিরাট্ আয়োজন কর্‌তে লাগল। লেগে গেলুম শোষণ-কাজ সাধতে। এত করেও কিন্তু খাট হ'য়ে রইলাম জন-কতকের কাছে যারা

নিঃসন্দেহ শীঘ্রই আসবে এ রাজ্য গুলজার ক'রতে। আমি তাদের তুলনায় এ-তা কাজ সাধনে নগণ্য। নিজের এই অবস্থার কথা ভেবে এক একবার সাধ হয় ছুটে গিয়ে বলি—ওগো! তোমরা থাম, নিরস্ত হও। তা'ত গণ্ডির বাহির হ'বার যো নেই। আমি নিজের ইচ্ছায় এ-রাজ্যে আসিনি', —ওগো, কারা আমার মুখে-চোখে কাপড় বেঁধে এনেছে? ওগো—আমার-আমারই শোষণ কারখানার স্মৃতিই অগ্নি-কুণ্ডাকার ধ'রে আমায় ঘিরে রেখেছে। ওগো আমার-আমারই যত্নে সঞ্চিত বৈভবের সংস্কার—তা' ছোট ও বড়—এই কুণ্ডের ইন্ধন যোগাচ্চে। ওগো! আমার-আমারই গোপন বাসনা আমার পরিচ্ছদকে সহস্রছিদ্রযুক্ত এই হীনতর বসনে পরিণত করেছে। বলে কাজ নেই, জঘন্য হেয় যা-কিছু আমার ভোজ্য-সেব্য হয়েছে। হায়-হায়! কি করতে কি করেছি। ওগো! পার যদি এ রাজ্য হতে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা কর—এখনই কর। আর এ নির্য্যাতন সহ্য হয় না।" সমস্ত কথা বলা শেষ হইতে না হইতে সে ব্যক্তি, চৈতন্যলুপ্ত হওয়াতে, ভূমিতলে আশ্রয় লইল।

এবার ঘুরিতে ফিরিতে আসিয়া গেলাম আর এক ব্যক্তির কাছে আমাদের দেখিতে না দেখিতে সে লোকটা বলিল—"একি, আপনি এখানে বুঝি চিন্‌তে পাচ্চেন না? তা' আপনি কেন, এ অভাগার গর্ভধারিণী বা জন্মদাতাও এ পোষাকে বা এ চেহারায় কিছুতেই চিন্‌তে পারবেন না। স্বপ্নেও ধারণা

করতে পারিনি যে মানুষের এ হাল হওয়া সম্ভব! আমার-আমারই কর্ম্ম, শতছিদ্রযুক্ত দুর্গন্ধপূর্ণ ও লৌহবর্ম্ম সদৃশ, তা' আবার বিশেষ ভারযুক্ত এই পাজামা ও কোট আমায় উপহার দিয়েছে। 'ধুচুনী' সম এই টুপিটাও কম গুণ ধরে না! ওজনে—পাঁচ-সাত মণি পাথর। এই পোষাক সহ টুপির বিশেষত্ব, যে মাত্রায় পূর্ব্বস্মৃতিসহ যা-কিছু সাধ দেখা দেয় এদের গুরুত্ব সেই মাত্রায় বাড়তে থাকে। এ-রাজ্যে যেদিন প্রথম আস্‌তে হয়েছিল তখন ভাগ্যিস্ পোষাক ও টুপিটা অপেক্ষাকৃত হালকা ছিল—তাই এতটা আসতে পেরেছিলাম। এখানে আসার পর থেকে এরা গায়ে ও মাথায় আটকে গিয়ে বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। প্রত্যক্ষ করচি, পূর্ব্ব-সাধের স্মৃতিই নির্য্যাতন বৃদ্ধিকার্য্যের হেতু। কিন্তু শুনেছি কেবল মাত্র সুচিন্তাই, যা-কিছু জ্বালা-ক্রমশঃ হটায়ে প্রকৃত সুখ-শান্তির আয়োজন করায়। "খাই দাই, মজা উড়াই" বিধানে চলা-ফিরার অভ্যাস ক'রে সুচিন্তা করবার আবশ্যক বিবেচনা করিনি'। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি—ভালই বুঝছি উচ্চ শিক্ষার মূল্য কতটা! বিধ্‌চে—মর্ম্মে মর্ম্মে বিধ্‌ছে—'আমি-আমার' ভীমরুলগুলার বিষম দংশন! এখন আরও প্রত্যক্ষ করছি রসনাকে—শুধু তাই নয়—ইন্দ্রিয়লালসাকে তৃপ্তি করবার চেষ্টা কি সুফল প্রসব করে! তাই ভোজ্য সেব্যের সাধ দেখা দিলেই বিনা আয়োজনে মেলে, ভারে-ভারে মেলে, কাক চিল বা কুকুরের পচা মাংস ও গামলা গামলা প্রস্রাব তা'

আবার নানা ধরণের। উপভোগের স্মৃতি জেগে উঠা মাত্র অব্যক্ত যন্ত্রণাই লাভ হয়। যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেহের যা' যা' সৌষ্ঠব দ্বারা যে যে কুকর্ম্ম সাধন করেছি উহারা প্রত্যেকই সুখের মাত্রা হিসাবে অনুমান অন্ততঃ দশগুণ যাতনার কারণ হয়েছে। শুনেছি নির্য্যাতনের চাকা নিষ্পেষণ করবার অবকাশ পেতই না যদি 'আমি-আমার' বুদ্ধির দৌলতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতার জ্বালার কারণ বা তাঁহাদিগকে চোখের জলে ভাসাবার বা পরমুখাপেক্ষী হ'বার ব্যবস্থা না করতাম। শুধু কি তাই—পোষ্যবর্গের বা যাদের নিকট বাস্তবিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাদের কাহারও প্রাপ্যগণ্ডা দিই নাই। মূর্ত্তিমান্ মূর্ত্তিমতী অহঙ্কারবিশিষ্ট প্রবৃত্তির দারুণ সেবক-সেবিকাদের পাল্লায় প'ড়ে ও 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে যাবতীয় কর্ম্মসাধন করেছি। এখন অষ্টপ্রহর দেখছি আমার-আমারই অসংযমের বিকট বদন। মৃত্যুকামানা করলে কে যেন গুরু গম্ভীর স্বরে বলে—"তোর হয়েছে কি—আরও শতগুণ নির্য্যাতন তোর ভাগ্যে মাপ্‌বে।" প্রাণের জ্বালা ব্যক্ত করি সে লোকেরও এখানে বিশেষ অভাব। তাই বলি—ওগো রক্ষা কর—রক্ষা কর। এই জ্বালার তুলনায় আমায় বিষ্ঠার ক্রিমি হ'তে অবসর দাও।" এই বলতে বল্‌তে সে ব্যক্তি মূর্চ্ছাগত হয়ে ধরাশায়ী হ'ল।

এবার আমরা এসে গেলাম এক ব্যক্তির নিকটে, যার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু উভয়ের জানা-চিনা হয় নি। সে

লোকটা আমাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া ফেলিল—"মনে হয় আপনি এ রাজ্যের একজন ন'ন। সাধ—ছু-চারটে কথা কই। এটা এমন ছার রাজ্য যে এই সামান্য কাজটা সেধে প্রাণ ঠাণ্ডা করি তা'রও যো নেই! নিজের নিজের জ্বালা নিয়ে 'ছট্-ফট্' করাই এ ছার দেশের ব্যবস্থা। তবে দয়া করে শুন্থন। ও-রাজ্যে আমার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। তবুও অনেক টাকার ও সম্পত্তির মালিক হই,—উহাই আমার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। ঘোর-প্যাঁচ খেলে সেই সাধ মেটাই। লোককে ভিটা-মাটি উচ্ছেদ করা আমার 'আমি-আমার' বুদ্ধির একমাত্র পিপাসা ছিল। এর উপরে মজুদ ছিল যেমন দম্ভ, তেমনি পরশ্রীকাতরতা। কৃতজ্ঞতার পাটটা আমার কোষ্ঠীতে স্থান পায় নি। কিন্তু বাহ্যিক শিষ্টাচারে ফেল করাত দূরের কথা, আমি ফুল নম্বরই পেয়েছিলাম। তা' বলে মনে ক'রবেন না যে আমি বাগে পেলে কাউকে নাস্তা-নাবুদ করতে বা চোখের জলে ভাসতে গররাজি থাকতুম। লেখা পড়া বিদ্যায় ততটা টন্ টনে না হলেও আমার গজ কাঠিতে আমার মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দ্বিতীয়টী খুঁজে পাইনি। সহধর্ম্মিণী ও ছেলেরা আমার কাছে অবিশ্বাসী হ'য়েছিল, আমি যাদের লুট পাট করতুম তাদেরকে গোপনে সাহায্য ক'রতো বলে। তা কি আমার শকুনি-চক্ষুদিগকে এড়াতে পারত? তাই সাধ ছিল, টাকা কড়ির এমন ব্যবস্থা করে-যাব যে, তাদের নবাবী-পনার দফা-রফা করে যাব। কাউকে এক

পয়সা দিয়ে সাহায্য করা, সে অভ্যাস আমার আদৌ ছিল না, কিন্তু নাম কেনবার সাধটা মিটিয়েছিলুম রাজসরকারে মোটা টাকা জমা দিয়ে ও দোল দুর্গোৎসব কাজ সেধে। এমন কি বছর-বছর অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তনও দিতুম। সেই কীর্ত্তনে হাজির থাকতেন স্বয়ং গোলোক-বিহারী, তা' আবার সস্ত্রীক ও সপুত্র। এত খেলা যে কেন খেললুম—সে কথা ভাববার অবসর ছিল না—কারণ কর্ম্মের জুয়ারে আমার মরবারও অবকাশ ছিল না। এই ভাবে প্রায় বিশ বৎসর কাটার পর —এক কাল-রাত্রিতে টের পেলুম আমার ডান অঙ্গ বিলকুল অবশ হ'য়ে গেছে। বিজ্ঞানের ওস্তাদ্‌রা দলে দলে দেখা দিলেন। ফলে বাঁ-অঙ্গও অসাড় হয়-হয় হ'ল। আমি বাক্‌শূন্যবস্থায় দেখতে লাগলুম যে আমার কন্‌-কনে, ঠন্‌-ঠনে, ঝিক-ঝিকে ও ফুর-ফুরে সঞ্চয়গুলো লোহার সিন্ধুক হ'তে সেই দেশী-বিলাতী ওস্তাদের পকেট্‌জাত হ'তে লাগল। দাঁড়িয়ে উঠিবার সুযোগ পেলেই তাদের গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করবার সাধটা প্রাণে ও মনে বিলক্ষণ তাংড়ালুম। এ রাজ্যে এসেও সেই কাজ সাধবার মতলব আঁটলুম। সেই সেই প্রতিহিংসা সাধ-গুলোই কই মাছ বানিয়ে ঐ কড়ায় রাখা ফুটন্ত তেলে আমায় বার কতক ফেলেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাগেত, খেতে পাই লক্‌-লকে অঙ্গার বা গোল গোল খোলাম কুচি ও টগ্‌বগে রেড়ির তেল। দশ বছর এই ভাবে কেটে গেছে! আরও কতদিন কি ভাবে কাটাতে হ'বে তা' আপনাদের বিকট মুষলধারীই

জানেন! তা' কিন্তু বলে ফেলি যে ভাবে এখানে আসতে হয়েছে সেই ভাবে এখান-ওখান করতে আদপেই রাজি নই। বরং এখানেই থাকতে চাই। আপনার পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়ে এখান হ'তে রেহাই পাবার উপায় করি, সে কাজ সাধবারও উপায় নেই। দেখতেই পাচ্চেন আমি একখানা পাথর হ'য়ে আছি। এখন ভিক্ষা—সকরুণ ভিক্ষা—দয়া—কেবলমাত্র দয়া। ওগো! নাই-নাই চোখের জলের সম্বল নাই। ওগো-রক্ষা কর—কৃপা পরবশ হয়ে নিস্তার কর। ওগো—নাই-নাই এ রাজ্যে মরণও নাই।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইল। কেবলমাত্র "দর্শক ও শ্রোতা" হয়ে আমরা সে স্থানের সহিত সম্বন্ধ উঠাইলাম।

ইহার পর পঞ্চম ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হওয়াতে, সে ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিয়াই বলিল—"ওঃ কি জ্বালা—এখান পর্য্যন্ত তাড়া করেছিস! দেখছি—তুই আমায় তিন কালই জ্বালাবি! কি কুক্ষণেই তোর সঙ্গে জানা-চিনা হ'য়েছিল! আমি শ্রেষ্ঠবংশজাত ও উচ্চশিক্ষিত হ'য়েও নানা ফন্দি খাটিয়ে, যে প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত ছিলাম, তুই নীচ ঘরে জন্মিয়াও সামান্য লেখাপড়া শিখে তাই পেলি। তা' আবার কতগুণ বেশী—এটা কোন্ প্রাণে স'ই বল? তাই ও-রাজ্যে যতদিন ছিলাম, এ-তা কথা প্রসঙ্গে তোর কথা তুলে গায়ের জ্বালা নিবৃত্তি করিতাম। তা'তেও শান্তি পেতাম না ব'লে

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তোর সম্বন্ধে নানাভাবে ও নানাছন্দে বার বার লিখেছি। কিন্তু তোর গ্রহ সুপ্রসন্ন কিনা তুই অপদস্থ না হ'য়ে আমাকেই সেই কাজের জন্য দু'দশ কথা শুনতে হয়েছে! আর সইতে না পেরে আমি তোর কাছ থেকে স'রে এসে অন্য স্থানে ঘর-বাড়ী করি। এমনি আমার কপাল—সেখানেও তোর লোকেরা মজুদ। তাই শুনতে হ'ত তুই 'অমুক-তমুক' করেছিস বা 'অমুক-তমুক' ব'লেছিস বা অমুক-তমুক' লিখেছিস। সে সব কথার উত্তরে আমি প্রাণে প্রাণে জ্বলে বলতাম—হাঁ, তোমরা তাই ঐ সব বুজরুকিতে ভুল—আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লে বা স্বকর্ণে শুনলেও বিশ্বাস করতাম না, বরং তাকে হাতে হাতে বিশেষ শিক্ষা দিতাম। সেই কথায় তারা প্রতিবাদ করলে আমর রাগটা—যা চির কালই বেশী—অন্ততঃ দশগুণ হ'য়ে ঘাড়ে খুন চাপত! তুই আমায় আবার সে অবস্থায় দাঁড় করবার জন্য এ-রাজ্যেও তাড়া করেছিস নাকি? জেনে রাখ—তোকে এখনও সেই হীন চক্ষে দেখি। তুই শুধু কেন—কাউকেই আমি বংশে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে ও কর্ম্মপটুতায় আমার সমকক্ষ ক'রতে পারিনি ও পারব না। এক কথায় বলে ফেলি—আমি কারুরই ভাল দেখতে পারিনি ও এখনও পারব না। এর জন্য জনে জনে আমায় হিংসুক, নিন্দুক বা আর যা-কিছু বলবার বলুক। আমি যা তখন সহ্য করিতে পারিনি—এখনও তা' পারব না! একি জ্বালা—আমি জানতাম, ভালই জানতাম যে আমার বংশ, বিদ্যা ও

অল্পবিস্তর সাধন-ভজন, আমার দেহান্তে, আমায় সাত তলার উচ্চস্থানে নিয়ে গিয়ে বসাবে। তা' কিন্তু হ'তে পেলে না —এই ছার দেহ পোষাকটার দৌলতে! তোর মত আর আব দশজনের কপালটা দেখে যেই আমি আমার সাবেক ধরণে নিজের পাওনা আদায় করবার চেষ্টায় থাকি এখানে এসে পর্য্যন্ত রোজই প্রত্যক্ষ করছি এই পোষাকটা যেমন ভারি তেমনি ছেঁড়া ন্যাকড়ার সামিল হয়। তাই উড়ে গিয়ে ছ-সাত তলায় ব'সবার সাধ করলেই এই হাবাতে দেহটা আমায় মলমূত্রের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে যা খাবার নয়—তাই খাওয়ায়। এ রাজ্যটা এমনি ছার যে, কোন জোর-জবরদস্তি খাটে না—কারণ তা' করবার আগে যে কোন সাধ দেখা দিলেই বিষম আগুন, আর না হয় দারুণ কাঁটা বন আমায় ঘিরে ফেলে। তাতেও যদি না শান্ত হয় তবে অতিমাত্রায় বিষ্ঠা ও প্রস্রাব পাওনা গণ্ডা ভাগ্যে মাপে তা' আবার ভোজ্য-সেব্য হিসাবে। আচ্ছা, তোকেই জিজ্ঞাসা করি—আমি কি এমন কাজ একটাও করিনি যাতে এ-রাজ্য হ'তে ছাড়ান পেতে পারি? হাঁ-হাঁ, আমি গীতা ও চণ্ডী পাঠ করেছি, এমন কি কোশা-কুশী নিয়ে জপ-ধ্যান করেছি—এগুলো কি সব 'বাজে-মার্কা' কাজের সামিল হ'য়েছে? তবে-তবে কি—বিচার বা সুবিচার ব'লে কিছুই নাই? তবে-তবেত—আমার জুড়িদার মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি আর সব বাণী-কণ্ঠ—মুক্তকণ্ঠেরা এ-রাজ্যেই এসে যাবে! মজা-মজা এইটাই মজাদার! তুই

যদি আসিস্—তোকে চাকর ক'রে তামাক সাজাব ও পা টেপাব। তা'তে রাজি আছিস? না-না তোকে আমি চাই নি। যা—যা তুই চ'লে যা। তোরই ধ্যানটা যখন আমার প্রবল হয়েছে—যাচ্ছি শীগগির যাচ্চি—ও-রাজ্যে, প্রথমতঃ তোর শত্রু হ'য়ে। আর তা' যদি সম্ভব না হয় তোর বংশের মহাশত্রু হ'য়ে। জেনে রাখ—তোর দেমাক বল্ আর প্রতিষ্ঠা বল্—আমি-আমিই চুরমার করব। হাঁ-হাঁ করব—নিশ্চয়ই করব—আমার বুদ্ধি বলে।" এই বলিতে বলিতে সে অভাগা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হ'ল—আমরা সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলাম।

অতঃপর আমাদের নারীপাড়া দেখিবার সাধটা জাগিল। অমনি আসিয়া গেলাম সে পাড়ার দ্বারে। সে পাড়ায় ঢুকিতে না ঢুকিতে তাঁহারই দেখা পাইলাম, যিনি ভূ-রাজ্যে আমাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। "ও হরি! ইনি—ইনিও এখানে? তা' হ'লে আহ্নিক-জপ বা শুদ্ধাচারেরও পরিণাম এই।" এই কথাগুলি মনে উদয় হ'তে না হ'তে, তিনি সবিস্ময়ে বল্লেন —"তুমি—তুমিও এখানে? কবে এলে? তুমি কি এখানে থাকতে এসেছ? না—না যাকে আমি ঠাওরাচ্চি, তুমি বুঝি সে নও? তা' সে এখানে আসতে যাবে কেন? সে ত আমার মত হতভাগিনী নয়? তাই যদি হ'বে, পুরুষ পাড়ায় না গিয়ে মেয়ে-পাড়ায় আসবে কেন? আমার কি ছাই মাথার ঠিক আছে! পোড়া চোখেও মাঝে মাঝে সব ধোঁয়াই দেখি।

চেঁচিয়ে কাঁদব মনে করি, কিন্তু এমনি ছার-কপাল সাধ কল্লেই গলা বন্ধ হ'য়ে আসে ও চোখের জল প্রাণেই শুকিয়ে যায়। তাই হাউ-মাউ-চাঁউ ক'রে কাঁদি ব'লে লোকে আমায় পেত্নী শাঁকচুন্নী বলে! আক্কেল-খেগো মাগীরা নিজেরা তাই কিনা, সে জন্যে আমাকেও সেই দলে পূরতে চায়। এখানে একদণ্ড থাকাও যে কি যন্ত্রণা যার এ দশা হয় সেই শুধু বুঝতে পারে! শুঃ বুঝিছি—এতক্ষণ পরে বুঝেছি তুমি এ দেশটা দেখতে এসেছ। তাই—তাই না—তোমার কাপড়-চোপড় এ দেশের ধরণে নয়। তা তোমার পোষাক দেখে সাধ হয় ঐ রকম এঁটে হাত-পা ঝাড়া দিই এবং এ-পোড়া দেশ হ'তে এখনি পিট্টান দিই। চারিদিকে মলমূত্র আঁস্তাকুড়! তার উপর কি দুর্গন্ধ, কি বিশ্রী চীৎকার ও কি বিতিকিচ্ছি ধরণের কান্না! ছিঃ! ছিঃ! এ-রাজ্যে থাকতে আছে? কেউ কারুর ব্যথা বুঝেনা বা তা বুঝতে চায় না। এখানে যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত! এমন দেশ দুনিয়ায় আছে তা' এতটা স্বপ্নেও ঠাউরে উঠতে পারি নি। পোড়া পাঁজি-পুঁথি ত এসব কথার নামগন্ধ করে নি। কথক-ঠাকুররা একটু-আধটু ব'লেই তাঁদের পুঁজি শেষ করতেন। গুরু পুরোহিত ঠাকুররা আবল তাবল ব'কে যেতেন, কিন্তু কিসে কি হয় সে কথাত শিক্ষা দিতেন না। তাঁদের শুদ্ধাচার তাঁরাই নিয়ে থাকুন। হয়েছে—ঢের হয়েছে! তাঁদের শুদ্ধাচারের শিক্ষা হাতে হাতে পাচ্চি। এত কথা বকে মল্লুম তুমি ত হাঁ-হুঁ একটি সাড়াও দিলে না? তা'

হ'লে তোমাদের মত মানুষরা এ হতচ্ছাড়া দেশে এসে মাটির দেবতা হ'য়ে পড়ে না-কি? তা কেই বা সাধ ক'রে এই সৃষ্টি-ছাড়া হেগো-ডাঙ্গায় আসতে যাবে! তুমি বলতে পার আমি কি এমন কুকর্ম্ম সেধেছিলুম যার জন্য আমায় এদেশে পুরলে? আমি কি করেছি বা না করেছি তাত আমি ভালই জানি। দেহটাকে শুদ্ধ রাখবার জন্য গোবর-জল ছড়া দিয়েছি—পাছে গোবরহীন স্থানে পা বাড়িয়ে বা সে স্থানটা অঙ্গ ঠেকে অশুদ্ধ হ'য়ে পড়ি। এই কাজ সাধতে নেমে নিজের ছাড়া অন্যের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকিয়ে দেখিনি'। সকলেই—অস্পৃশ্য এ ধারণা পাকা করে কারুর এমন কি ছোট ছেলেদের নিশ্বাসটা গায়ে লাগতে দিইনি, কারু দেওয়া জিনিষ তিনবার গঙ্গাজলে না ধুয়ে ঘরে তুলি নি, জগৎময় অনাচারের খুঁটি-নাটিগুলি জপমালা করেছি, এই সম্বন্ধে এর-তার খুঁটিনাটিগুলি সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে একে তাকে সুবিধা পেলেই বলে বেড়িয়েছি। এখানে এসে ভালই দেখছি যে কাপড় কাচা বা বিছানা পরিষ্কার রাখা বা থালা-ঘটি ও বাটি দশবার ধোয়া বা সব অস্পৃশ্য ব'লে 'ছুই—ছুই' করে বেড়ানো—নয়—কিছুতেই নয় শুদ্ধাচার। আরও শিখেছি যে মন ও বুদ্ধি পরিষ্কার ক'রলেই তবে এখানকার দেহটা পরিষ্কার ও ফুর-ফুরে, ঝুর-ঝুরে হয়। তা বুঝেছি বটে, কিন্তু গু-মুতের জায়গায় বসে কি ক'রে মন বুদ্ধি পরিষ্কার করি? ওখানে হিন্দুদের মধ্যেই থাকতুম, উড়ে ভারী এনে দিত গঙ্গাজল, ও নিজের

ঘরটির মধ্যে নিজেই থাকতুম। দুঃখের কথা, আক্ষেপের কথা কি বলি বল! এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ডোম, কাওরা সব একাকার! ওগো এমন আচারবর্জ্জিত, ধর্ম্মবর্জ্জিত ও যা-কিছু ভাল তাও বর্জ্জিত স্থান দুনিয়ায় দ্বিতীয় পাবে না! না—না—বাড়িয়ে বলচি না। যা দেখছি বা যা নিয়ে আছি তাই ঠিক-ঠাক বলচি! দেহটাকে শুদ্ধাচারের জন্য একসময়ে হরদম নাইয়েচি, ধুইয়েচি বলে এ দেহটার সে শক্তি এখন মোটেই নেই। বরং এটাই বিষম ভার হয়ে শিকলির মত জ্বালার কারণ হয়েছে! না—না—আর কাউকে ঘৃণা ক'রব না; না—না—আর পরচর্চ্চা ক'রে বেড়াবো না; না—না —ধর্ম্মের নামে ভেদ-বুদ্ধির গুয়ের-মুতের ছড়া দিব না। ওহো কি করেছি—এর-তার শুদ্ধাশুদ্ধ ভেবেভেবে চার কাল কাটিয়েছি! নিজের মন বুদ্ধি যে কতটা অশুদ্ধ তা' একবারও দেখি নি। যা হ'বার হয়ে গেছে—এখন তুমি—তুমিই আমার একটা উপায় কর। বলতে কি তুমি যে শক্তিধর সে-কথা তখন মানতুম,এখনও মানি,খুব মানি। তবে তাও বল্‌তে হ'বে তোমার আচরণে কখন কখন মনে হ'ত তুমি ভূত-প্রেতের সামিল; এখন কিন্তু মনে হ'চ্চে তোমার বেশ ভূষা দেখে তুমি যে-সে নও। তা'—তুমি যা হও না কেন আমায় এ-দেশ হ'তে আর কোন ঠাঁই করে দাও যেখানে শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ প্রাণে ও শুদ্ধ মনে ইষ্টদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে পারি। হরি! দীননাথ! মধুসূদন! 'আমি—তোমার' হ'বার জন্য এতটা কাল এক

ফোঁটা জল ত ফেলিনি। যা এতকাল ধরে করেছি সবই ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হয়েছে। ওগো হৃদয়বল্লভ! তুমি—তুমিই আমার এ দীনার আশা ভরসা। ভক্তবৎসল! হে পতিতপাবন—আমার বল্‌তে আর কিছু রেখো না—ওগো আর যা-তা দিয়ে ভুলিও না।” বলিতে বলিতে সে রমণী মূর্চ্ছিতা হইলেন ও সেই অবস্থায় নব পরিচ্ছন্ন কলেবরে উচ্চতর উপদেবতা রাজ্যের দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হইলেন।

এবার আমরা আর এক রমণীর সমক্ষে উপনীত হইলাম। ও-হো-হো কি ভীষণ—কি বিকট বদন! ইহার সম্বন্ধে আমরা যাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম! না-না-এদৃশ্য দেখিতে চাহি না—এই কথাই প্রাণ-মন ও বুদ্ধি একবাক্যে বলিয়া উঠিল। শ্রীগুরুর ইচ্ছায় এ-রাজ্যে আসিতে হইয়াছে এই স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে স্থির-ধীরভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অতঃপর সেই রমণী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“একে যে চিনি চিনি মনে হয়। তুমি কি আমার সেই লোক গা? হাঁ-হাঁ-সেই ত বটে। তা আসবে না আমিই শুধু এখানে আসব! একে একে সকলকেই আমার মত এক ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবেই হ'বে। আমার গরম নিশ্বাস যার উদ্দেশ্যে বইবে—সে এ-রাজ্যে না এসে আর কোথা যাবে? ওগো—আমার ত সুকর্ম্মের পুঁজির অভাব নেই। যারা আমার মন যোগাতে পারত, আমি মিথ্যা কথা বলিয়া বা চুরিচামারি করিয়া যা

পারতুম তাদের দিতুম, তাদের কত না দুঃখের দুঃখী হতুম ; আর সকাল-সন্ধ্যা ঠিক-ঠাক পারি বা না—পারি জপ-আহ্নিক করতুম। হাঁ-হাঁ-মনে পড়চে ছেলে পুলেদের আকণ্ঠ খাওয়াতুম ও সাধ হ'লেই দেব-দেবী স্থানে ছুটে গিয়ে এই ঘাড়টা হেলায় বা শ্রদ্ধায় হেঁট করতুম। সেই সেই স্থানের মেয়ে পুরুষরা টাকাটা সিকিটা পেত বলে আমায় কত না সুখ্যাত করত। স্বকর্ণে এর-তার মুখে নিজের সুখ্যাতিটা শুনলে কত না প্রাণ মন খুসী হইত। হায়-হায়-আজ তারা কোথায় ও আমি বা কোথায়! না-না-তোমায় আমি দেখতে চাই নি। তুমি-তুমিই আমায় দাবিয়ে রাখবার চেষ্টায় ছিলে! তাই তখন যেমন তোমায় দেখতে পারতুম না, এখনও তোমার কথা মনে হ'লে--সেই ভাবটা জেগে উঠে! ওঃ—বুঝেছি ঠিক বুঝেছি তুমি আমার হালচাল দেখতে এসেছ। ওগো আমার ব্যথার ব্যথী! ওগো—আমার দুঃখের দুঃখী! আমার শক্তি থাকলে দেখে নিতুম তোমার আইত্তিটা তোমায় মনের সাধে সাজায়ে। না-না তোমার আইত্তি চাই না! ওগো বলি শুন অমি চাই না, চাই না, কিছুতেই চাই না—তা! তোমার কাছে হাত পাতব—না-না-তা' কখনই হ'বে না। তুমি একে তাকে উপদেশ দাও গো—আমি-আমি তোমার কথা তখন কাণে তুলি নি, এখনও তুলব না। জানি—ভাল জানি তুমি আমার চিরকালই শত্রু! সাধ হয় তোমার ক্ষুর ক্ষুরে, ঝুর্-ঝুরে পোষাকটা টুকরা টুকরা করি বা গু-মুতে

ভরিয়ে দিই ! যাও-যাও এখনি এখান হ'তে চলে যাও। তা' না হ'লে তোমার হাড়ির হাল হ'বে। ওগো গেলুম-গেলুম, ওগো মলুম-মলুম ! না-না আর পারি না, এজ্বালা আর সহ্য হয় না। ওগো আমার দুঃখের দুঃখীরা এস একবার এস। তা' এখন যদি না আস আর কখন তোমরা আসিবে ! অহোরাত্র জ্বালার উপর জ্বালা। একি ব্যবস্থা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ! দু-ফোঁটা জল ফেলি বা ডাক্ ছেড়ে কাঁদি সে শক্তিটাও যে নাই। গালা-গালি দিই তাও বিলক্ষণ পারি ; কিন্তু স্তবস্তুতির বেলা পোড়া স্মরণশক্তি একদম ধোয়া-মুছা ! কাউকেত দেখতে পাইনা—তাঁর স্তবস্তুতি করি। না-না এ অভ্যাসত আমার ছিল না। তবে-তবে কি আমার এইখানেই পচে-গেলে মরতে হ'বে ? তা' মরণ হয় কৈ ! মরণটা কি এ-রাজ্যে নেই ! তা' থাকতো যদি, আমার কোন্ কালে একবার কেন দশ বিশবার মরণ হ'ত। ওগো আমায় ধর ওগো আমায় বাঁচাও ; না-না আর জ্বালিও না— পুড়িও না ! ওগো মাইরি বলছি সহ্য করবার শক্তি নেই-নেই—আর নেই। হাঁ-হাঁ পড়চে মনে আমি একে তাকে কত না জ্বালায়েছি, এর-তার নামে কত না মিথ্যা রটনা করেছি, ছেলে মেয়েদেরকে কত না কুশিক্ষা দিয়েছি ও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কত না ঘর ভাঙ্গাবার খেলা খেলেছি। আঃ—এ যে বেশ তৃপ্তি পাচ্চি, এই ছার দেহটা যে একটু হাল্কা-হাল্কা ঠেক্‌চে ! মিথ্যা, হিংসা, বেইমানি কত না আগুনে আমি

ভর্ত্তি ছিলুম! ছি-ছি সে সব কথা মনে হ'লে নিজে নিজেকেই হাজার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। ঠিক ঠিক আমি—সেই আমি কি-না করেছি! জ্বলবো না—পুড়বো না! আমি যদি বে-কসুর খালাস পাই তা' হ'লে ধর্ম্ম লোপ পাবে। আমি শাস্তি ভোগ করবার শক্তি ধরি বা না ধরি, হ'ক—এখনি হ'ক আমার হদ্দ-মুদ্দ শ্রাদ্ধ! ওগো তোমরা আমার শ্রাদ্ধ ঘটা ক'রে কল্লে কি হ'বে, ছেলেদের মেয়েদেরকে কু-শিক্ষা দিয়ে শ্রাদ্ধের যে আয়োজন করে এসেছি—তাত পেতে হ'বে। তাই গু-মুত ছাড়া আর কিছুই আমার প্রাপ্য নয়। ওগো-তোমরা কে কোথায় আছ, সকলের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে ভিক্ষা ক'রচি—ক্ষমা-ক্ষমা একমাত্র ক্ষমা! গুরুদেব—মা-বাবা—রক্ষা কর—রক্ষা কর তোমাদের এই অনাথা সন্তানকে। দয়াময়ী-করুণাময়ী মা-মা আমি যা হই তা'হই না কেন তুমি-তুমিত আমার মা! হাঁ-হাঁ-তুমি তুমিই আমার একমাত্র সহায় সম্বল। দাও দাও মা—প্রাণভরে কাঁদবার সম্বল। আমি-মা আজ হতে তোমার তোমারই হ'য়ে থাকবার চেষ্টায় থাকবো। অ্যাঁ একি হ'ল প্রাণমন জুড়িয়ে গেল! একি দেখি—সে পোষাক, সে দেহ, সে জ্বালা—যন্ত্রণা ত নেই। বুঝেছি তুমি কিছু মন্ত্র টন্ত্র ক'রে আমার এই উপকার করেছ। তা' হলে তুমি আমার শত্রুতা সাধতে আসনি। মাপ কর ভাই—আমায় মাপ কর। তাঁর কথা শেষ হ'তে না-হ'তে শ্রীগুরুর ইচ্ছায় আমরা সে স্থান হ'তে অন্যত্র যেতে বাধ্য

হ'লাম। তিনিও সে স্থানের বিদায় লয়ে তৃতীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিতা হ'লেন। অদৃশ্য চালকের ইচ্ছায় আমরা আর এক রমণীর সমক্ষে উপনীত হইলাম। দূর হইতে মনে হইল রমণীর লক্ষ্য উর্দ্ধদিকে কি যেন কাহার প্রত্যাশায়। তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে তিনি আঁখি-বারি সম্বল করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোরা। আমাদের দর্শনমাত্র রমণী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইলেন ও পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। "অতঃপর অতি দীনভাবে আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন।" জানি না কোন্ কর্ম্মগুণে আমি এক নিঃস্ব মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে এক বৎসরের মধ্যে পিতা-মাতা উভয়কেই এই উদরসাৎ করি। আমার রূপই আমার কাল স্বরূপ মিলাইল এক রমণীকে যে আমার লালন পালন শিক্ষা আচরণ প্রভৃতি সর্ব্বভার নিজকরে গ্রহণ করেছিল। তাহারই তত্ত্বাবধানে আমি মাতৃ ও বিদেশীয় ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখি ও গীতাদির চর্চ্চা করি। যৌবনোন্মেষের সহিত দেখা দিতে লাগিল ভদ্রবেশধারী নিতান্ত অভদ্র যুবক, প্রৌঢ় ও শুভ্রকেশধারী জীব পর্য্যন্ত। আমি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ছিলাম। তাই বিশেষভাবে লাঞ্ছিতা ও নির্য্যাতিতা হ'লেও আমার 'লালনকর্ত্রী' মা আমার দেহ ও রূপকে আট দশ জনের নিকট বিক্রয় করে। কি কি উপায়ে অর্থ ও অলঙ্কার আদায় করতে হয়, অথচ মন প্রাণ আদানের ও প্রদানের ব্যবস্থা না করে এবং সেই সেই অর্থ ও অলঙ্কার

একমাত্র তারই, ইহা তার তাৎকালিক শিক্ষা ছিল। নিজের অবস্থা ভেবে দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত মনে চোখের জলে ভাসিব সে সুযোগও সে রমণী কোন দিন বা কোন সময় দেয় নাই। এই ভাবে জীবনের আটটা বৎসর কাটিলে, এক প্রৌঢ়ের নিকট দেহ বিক্রীত হইল। আমি অচিরে তাঁকে দেহ সহ প্রাণমন অর্পণ করিলাম। তিনি অর্থশালী হইলেও আমার লালনকর্ত্রীর অর্থক্ষুধা মিটান নাই ও আমিও সে বিষয়ে উদাসীনা ছিলাম বলে আমার নির্য্যাতনের অবধি ছিল না। ভাগ্যক্রমে আপনার কথা আমার ভরণকর্ত্তার মুখে শুনি পাঁচ বৎসর পরে। পরে আপনার দর্শন লাভ করি তাঁরই উত্থান বাটীর বাঁধানো ঘাটে। আপনার বার বার 'মা-মা' বুলিতে এত পরিতৃপ্ত হই যে আপনার চিন্তা সেই দিন হইতে প্রধান হইয়াছিল। ফলে এক বৎসরের মধ্যে ও-রাজ্য হতে এ-রাজ্যে আসিতে ও থাকিতে বাধ্য হয়েছি। ছয়মাস কাল অতিবাহিত হয়েছে। জানি না আরও কতকাল থাকতে হবে। এখন আপনিই আমার ভরসা। আপনার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় দিন গণিতেছিলাম। আজ আমার সত্যই শুভ-দিন। আপনার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি এই আমার-আপনার অধমা কন্যার—ঐকান্তিক সাধ।" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে বলা হইল-"মা-তুমি কুসঙ্গ প্রভাবে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে, এই অপরাধে তোমার সমক্ষে উপনীত হবার আদেশ এতদিন পাই নাই। তবে জেনে রাখ মা, তুমি

স্থূলের পরিবর্ত্তে একমাত্র সূক্ষ্মতম যিনি তাঁকে স্বামী, গুরু, সখা পদে বরণ ক'রেছ ব'লে তোমার শুভদিন সুসমাগত। শ্রীগুরুর প্রসঙ্গে যাবে—তুমি অচিরে যাবে—দেবলোকের নিম্নরাজ্যে ও জননীভাবে জীবের হিতকর কর্ম্মে নিযুক্তা থাকবে। আরও জেনে রাখ মা-একমাত্র পুরুষোত্তমই তোমার স্বামী। তবে আজ আসি।

আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের সংক্ষিপ্ততা-প্রযুক্ত আমরা এই রাজ্যের **নির্জ্জন কারাবাস** পাড়ায় উপনীত হইলাম। নৃশংস, প্রাণিহত্যাকারী, নির্ম্মম জীবহত্যাকারী ও অবোধ আত্মহত্যাকারী জীবেরই ইহা লীলাভূমি। প্রত্যেকের স্ব স্ব চিন্তা ও কর্ম্মজনিত ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ সংস্কারই, ইহাদের দারুণ ও অব্যক্ত যন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ রোদনের বা বিকট চিৎকারের বা মর্ম্মস্পর্শী আকুলি-বিকুলির প্রধান কারণ। এই ধরণের এক ব্যক্তির নিকট আমরা উপস্থিত হইতে না হইতে সে ব্যক্তি আতঙ্কপূর্ণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওগো তুমি যা করিতে বলিবে আমি তা' নিশ্চয় পালন করব, ওগো তোমার বিষ্ঠা প্রস্রাব পরিষ্কার করব—আমায় মেরো না—আর শাস্তি নেবার মত আমার দেহে শক্তি নাই, ওগো দেখ-দেখ আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে টুকরা-টুকরা হয়ে গেছে। ওগো দেখ-দেখ আমার বুক চিরে দেখ—আমার প্রাণ, মন ও বুদ্ধির কি অবস্থা হয়েছে!' উঃ—আগুন-আগুন চারিদিকে কেবলমাত্র আগুন।

নাই-নাই একটু স্থান নাই মাথা পাতি বা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। ওহো-নিদ্রা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছে। তা' হবে না—হবে না—আমি নিজের হাতে শাসনের ভার নিয়ে একজনকে পুড়িয়ে মেরেছি ও অন্যজনকে অকালে যমের ঘরে পাঠিয়েছি। ঐ দেখ—দেখ গো—তারা—তারাই আমার শক্তি হরণ ক'রে ও যখন তখন ভীষণ আকৃতি ধরে আমার চার ধারে আগুন জ্বালে আর না হয় আমায় পিটে পিটে বেহুস ক'রে ফেলে রেখে যায়। ঐ শোন শোন যে লোকটা আত্মহত্যা ক'রে এখানে এসেছে সে কি বলচে লোকটার যেমন বিকৃত চেহারা তেমনি নিতান্ত জঘন্য প্রস্তাব। ওর একমাত্র মতলব সকলেই ওর মত কাজ সেধে ওর সমজুটী হয়। দেখ না—দেখ না—ও কি ভীষণ অন্ধকূপে ব'সে কি কচ্চে। ওকি কম অভাগা। চোখ থাকতে দেখতে পায় না, কান থাকতে শোনবার যো নেই, আর বোবাও নয়—কিন্তু মুখের ভিতরে কি যে আছে যা'তে কথা কইবার উপায় নেই। ওগো যে রাজ্য হ'তে এসেছি এছার দেশের তুলনায় সেত স্বর্গ—হাঁ-হাঁ নিঃসন্দেহ তাই। এখানকার ভাবনা বা ভয় বা যন্ত্রণা—ওগো তুলনা হয় না—কিছুতেই হয় না। একটা ভাল কথা শোনবার বা ভাল চিন্তা করবার বা সামান্য ভাল উপভোগ করবার কোনও আয়োজন নাই। একমাত্র সম্বল অন্ধকূপে পড়ে যন্ত্রণায় বুক চাপড়ান বা ছটফট করা। এই হাজার টুকরা দেহ ছেড়ে অন্যত্র যায়—তা' সে চেষ্টা এছার

প্রাণের আদৌ নেই। ওগো তুমি যদি কোন শক্তিধর হও আমার তাই করে দাও যাতে মাতৃজঠররূপ অন্ধকূপে বার বার যাই। তা হ'লেও কিছুদিনের জন্যে নির্ভাবনায় থাকতে পাব।

ওগো—আমার সুকর্ম্মের যৎ সামান্য পুঁজি—তারা—তারাই পেয়ে গেছে যাদের আমি খুন ক'রেছি। আর তা'রা—তা'রাই আমার চোখের সামনে মজা লুটচে। নেই—নেই—এ-রাজ্যে সুবিচার নেই! নেই—নেই—এ-রাজ্যে ধর্ম্মের ছিটে ফোঁটাও নেই। আছে—খুব আছে—জ্বালাবার ও পোড়াবার ভরপুর আয়োজন। ওগো—তুমি এখানকার ঘরে ঘরে দেখে এস তা'হলে স্বচক্ষে দেখে ও স্বকর্ণে শুনে বুঝবে আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা নয়। ও-হো-হো! ও-রাজ্যে আমার স্বাস্থ্য ছিল পয়সা ছিল আর-ছিল পাশ করা বিদ্যা। কিন্তু ছিল না, আদৌ ছিল না সত্বগুণ। যা' ও-রাজ্যে ছিল না এ-রাজ্যে এসে ভালই অভ্যস্ত হয়েছে। এ-রাজ্যে এসে কত কেঁদেছি, কত-না মাটিতে লুটোপাটি খেয়েছি ও কত-না নাকে খৎ দিয়েছি, কিন্তু কিছুতে কিছুই হয় নি। ওগো তুমি কে তা আমি জানি না বা জানিতেও চাই না। তবে যদি তোমার দেহের মধ্যে দয়ার সঞ্চয় থাকে—ওগো আমায় এখান হ'তে রেহাই দেবার ব্যবস্থা কর।" এই বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি মৃতবৎ ভূমিতলে শায়িত হইল। আমরা শ্রীগুরুর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া স্বস্থানে আসিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রমণ-রাজ্য

স্থূল-সূক্ষ্ম মিশ্রিত উপাদানে গঠিত প্রাণিকুলের এই কর্ম্ম-ভূমিই রমণ-রাজ্য বাচ্য। এই রাজ্যের বিশেষত্ব, ইহার জীব আখ্যাত উচ্চতম প্রাণী, প্রবৃত্তিপরায়ণ 'আমি-আমার' বুদ্ধি-দ্বারা উপভোগ করিতে বিশেষ সচেষ্ট। এই উপভোগ করার ফলে জীব বেশীমাত্রায় নরক বা সংশোধক-রাজ্যগামী হয়। বৈভব ও প্রতিষ্ঠার্জ্জন উপভোগের অঙ্গীভূত। এই উপভোগের বিশিষ্ট কুফল, জীবের প্রাপ্য—ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা বা গোলোকের সম্ভোগ-আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি। এইজন্য কখন কখন এরূপ এক একজন মহাজনের আবির্ভাব হয় যিনি জীবকে সরল প্রাণে বলেন—"জীব, তোমার অবশ্য প্রাপ্য উপরি-উক্ত 'প্রতিষ্ঠা' বা 'সম্ভোগ-আনন্দ'। তবে প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি সমূহের দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ কর্ম্ম সাধনে ইহা প্রাপ্তব্য।"

বিরাট্ আমি, (পরমাত্মা) বিরাট্ 'আমার' (বিরাট্ প্রকৃতি)কে সূক্ষ্মতম ভাবে উপভোগ করণের ব্যবস্থাই সম্ভোগ-বাচ্য। ব্রহ্মের নানাপ্রকারে ও নানাভাবে উপভোগ করণের ইচ্ছাই তাঁর আত্মপ্রকাশের হেতু; এই আত্মপ্রকাশই—

সৃষ্টিবাচ্য। এই 'আমি-আমারে'র সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাবে উপভোগের ব্যবস্থা 'বিহার' আখ্যাত। স্থূল-সূক্ষ্মমিশ্রিত নিতান্ত নগণ্য উপভোগের আয়োজন 'রমণ'-বাচ্য। জীবের প্রবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধির স্থূল উপভোগ বা সেই উপভোগেচ্ছা 'রমণ' আখ্যাত। বেশীমাত্রায় নিবৃত্তি কিন্তু অল্প-মাত্রায় প্রবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধির সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর উপভোগ 'বিহার'-বাচ্য। পূর্ণমাত্রায় নিবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধির সূক্ষ্মতম উপভোগ—'সম্ভোগ' আখ্যাত। প্রবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধির দ্বারা উপভোগের ব্যবস্থাই সঞ্চিত শক্তির অপচয়ের কারণ। নিবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধিদ্বারা দেহস্থিত আত্মাকে উপভোগ করাইবার আয়োজনে শক্তি সঞ্চিত হয়।

জীব অতীব স্থূল উপভোগ প্রয়াসী। প্রবৃত্তিপরায়ণা বুদ্ধি জীবের এ প্রয়াসের চালিকা। প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি উভয় উপাদানই নারী-শ্রেণী ভুক্তা। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত জীব পুরুষ বা নারী বা ক্লীব আকার ধারণ করিলেও কেবল-মাত্র রমণী-শ্রেণীভুক্তা। রমণীর মৌলিক কর্ম্ম **উপভোগ করান**। জীবদেহস্থিত যাবতীয় সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর উপাদান আত্মা হইতে লব্ধ কর্ম্মশক্তির প্রভাবেই যাহা কিছু কর্ম্ম সাধনক্ষম। এই কারণে দেহস্থিত প্রত্যেক উপাদান আত্মার নিকট ঋণী। কুশিক্ষার ও কুসংস্কারের প্রভাবে এই রমণ-রাজ্যে **উপভোগ করিবার** ব্যবস্থাই অতিমাত্রায় প্রচলিত। ফলতঃ 'পুরুষ' না হইয়াও পুরুষের ধরণে উপভোগ

করিবার আয়োজন এ ধরায় অপ্রতুল নাই। ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করিয়া আত্মার প্রতি অকৃতজ্ঞতাচরণে জনসাধারণ অশেষ কলুষিত।

এই ভাবে এই দেহ মধ্যে দুইটী দল গঠিত; যথা—(১) নিবৃত্তি, বিবেক ও আত্মা; (২) প্রবৃত্তি, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। প্রথম দল নিষ্ক্রিয় ও দ্বিতীয় দল ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় দল উপভোগ করানর পরিবর্ত্তে উপভোগ করণে নিরত; এইজন্য প্রথম দল দ্বিতীয় দলের অযথাচরণে বিক্ষুব্ধ। ইহাই জীব-দেহস্থিত দুই পক্ষের বিরোধের কারণ। এই গৃহ-বিবাদ অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রকৃত স্বরাজ (আত্মজয়)-লাভ দুরাশা মাত্র। এই হেতু জীব সাধারণ ঊর্দ্ধগামী না হইয়া অধোগতিশীল হইতেছে। ইহাই জীবের মলিনতা সহ যাবতীয় অভাব—অশান্তির মুখ্য কারণ। ইহাই জীবের কর্ম্মফলে বিশিষ্ট ভাবে আবদ্ধ হইবার একমাত্র কারণ।

স্থূল-দেহ-পরিচ্ছদের জন্য জীব 'মানুষ' বাচ্য হইলেও প্রত্যেকের প্রধান সৌষ্ঠব—শ্বাস, প্রশ্বাস, চিন্তা, স্মৃতি ও ধারণা বা সংস্কার ব্যতীত প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ইহারা প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের স্বাভাবিক গতি সূক্ষ্মের দিকে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাবে জীবের অতিমাত্রায় স্থূল-সেবা অস্বাভাবিক কর্ম্ম। কিন্তু আপনাকে উপরি-উক্ত—উপাদানের জন্য সূক্ষ্মই পরিগণিত করা 'বৈধ'-কর্ম্ম। সেই সাধন ফলে প্রবৃত্তি ম্লানমুখী হওয়ায়—নিবৃত্তি,

বিবেক ও আত্মা প্রবুদ্ধ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তবে পূর্ব্ব-কথিত বিধানে—'আত্মাকে' উপভোগ করানর ব্যবস্থা করা হইলে, আত্মা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়েন। সেই সুকর্ম্ম সাধন ফলে জীব পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকৃত শান্তির ও আনন্দের আস্বাদলাভে সক্ষম হয়। ইহাই 'রমণ' কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

উপভোগ করা বা করানর বিধানে পুরুষ বা স্ত্রী বিপরীত পন্থা-অবলম্বনে উভয় পক্ষই মানসিক বলে ক্লীবত্ব অর্জ্জন করে। সুতরাং প্রবৃত্তিপরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের উপভোগ করানই সুব্যবস্থা। স্থূল-সূক্ষ্ম যাহা কিছু উপভোগ দ্বারা, কেবলমাত্র দেহস্থিত 'আত্মার' তৃপ্তি সাধনই নিবৃত্তিপন্থানুসরণ। প্রত্যেক উপভোগ্য উপভোগের পূর্ব্বে গোপনে ও ব্যাকুল প্রাণে আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই আত্মার তৃপ্তিসাধনের বিধান। ইহাই **বিহার** বাচ্য। ইহাই 'নিষ্কাম' কর্ম্ম সাধনের বিধান। এবংবিধ কর্ম্মের দ্বারা আত্মা উপভোগ করেন ও বুদ্ধি সহ মনঃ প্রাণ উপভোগ করায়। এই সহজসাধ্য উপায়ে প্রবৃত্তি-পরায়ণা বুদ্ধি বিকাশপন্থিনী হয়। এই কর্ম্ম সাধনের সুফল, উপভোগ করানর জন্য উপভোগানন্দ লাভ। এই আনন্দলাভের সুফল—(drawing capacityর) আকর্ষণী শক্তির উন্মেষ। এই আকর্ষণী শক্তির উন্মেষের সুফল—কার্য্যকারিণী শক্তির মূলধন (working capital) সঞ্চয়। এই মূলধন সঞ্চয়ের সুফল—জাগতিক কর্ম্মে সাফল্য ও পারলৌকিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ।

তবে জাগতিক কর্ম্ম পারলৌকিক কর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইলে সাফল্য ও সিদ্ধি একাধারে পাওয়া সম্ভবপর।

বিরাট্-প্রদত্ত 'রমণ' বিধিকে ঊর্দ্ধগামী বা বিকাশতীর্থ-যাত্রার উপায় করাই প্রকৃত শিক্ষার, প্রকৃত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধনের ও প্রকৃত সভ্যতার সুলক্ষণ। কিন্তু কদর্য্য শিক্ষার, বিকৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনের ও প্রমত্ত সভ্যতার প্রভাবে যাবতীয় স্থূল উপভোগ, জীবের নিম্নগামী হওয়ার অমোঘ ব্যবস্থা। ফলে, জীব নানাধরণের অভাব ও অশান্তিতে নিমজ্জিত। সূক্ষ্মকে স্থূলে হারাইয়া ফেলা, দেহান্তে নরকগামী হইবার অব্যর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মের দিকে প্রধাবিত করাই স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সতত সতেজ থাকিবার সমুন্নত আয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা

যে অশুভক্ষণে নাভিশ্বাস হইতে সূত্রপাত হইয়া প্রাণবায়ু কণ্ঠদেশে ধাবিত হইতে থাকে, সেদিন বা সে দণ্ড বা সে মুহূর্ত্ত-গুলি দারুণ আসক্তিপূর্ণ বা কুক্রিয়ান্বিত জীবের কি ভীষণ! সেই সময়ের যাহা কিছু, সে সবই ভোগপ্রবৃত্তি-অনুগতা বুদ্ধিরই। প্রাণশক্তি ক্ষীণ, ক্ষীণতরও ক্ষীণতম হওয়ায় তখন প্রবৃত্তিও সেই অবস্থাপন্ন হয়। সুতরাং তৎকালে বুদ্ধির এক-মাত্র সহায় সম্বল—মন। অগত্যা 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে তাহাকে ছুটিয়া আসিতে হয় মনের নিকট। মন অসঙ্কোচে খুলিয়া দেয় স্বীয় ভাণ্ডার দ্বার। সাধারণতঃ এই ভাণ্ডার ভরপুর প্রবৃত্তি-পরায়ণা বুদ্ধি কর্ত্তৃক অর্জ্জিত যাহা কিছুর দ্বারা। মরি-মরি ইহা ত ভাণ্ডার নয়,—রকম-বেরকমের 'গ্রামোফোন-রেকর্ড'! এই 'রেকর্ড'গুলিরই নাম—সংস্কার। এই সময় মরনোন্মুখ ব্যক্তি বলিয়া ফেলে "ও হরি! এসব কি? এযে সেই সেই কর্ম্ম, যাহা আমারই দ্বারা সাধিত হইয়াছে বা যে যে কর্ম্ম সাধনে আমিই ইহাকে-তাহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছি। ও-হো-হো! কি ভয়ঙ্কর—কি ভীষণতম! এই জীবনের কয়টা

দিনে, এত—এতটা কর্ম্ম সাধা কি কখনও সম্ভব! একি! ইহাদের কি বীভৎস আকার! না-না, ইহাদের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে এবং বিকট উল্লাসযুক্ত চীৎকার ও মুখবিকৃত ব্যঙ্গধ্বনি শুনিতে চাহি না। না-না, আমার দেখা-শুনার উভয় সাধ মিটিয়াছে। ওগো—তোমরা-আমার আত্মীয়-আত্মীয়ারা কে কোথায় আছ—এস—ছুটে এস—দাও ধুয়ে-মুছে দাও—এ দৃশ্য,—এযে বেজায় কুৎসিত বীভৎস দৃশ্য! ওগো পারি না —আর যে পারি না—সহিতে, এ যন্ত্রণা ও নির্য্যাতন ভার! নাই—নাই কি এ অভাগার একজন—এমন একজন যে ইহাকে এই ভীষণ—অতি ভীষণ পরীক্ষা হইতে রক্ষা করে? ও-হো-হো! এ জ্বালার তুলনায় এ রাজ্যের যাহা-কিছু জ্বালা নগণ্য—খুবই নগণ্য! ওগো ও প্রবঞ্চক,—ওগো দারুণ স্বার্থ-পর, ওগো 'আমি-আমার' বুদ্ধিসম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী—ওগো অকৃতজ্ঞ—তুমি এ রাজ্যে যে হও সে হও না কেন, ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিয়া রাখ যে প্রত্যেকজনের জন্য এপরীক্ষা মজুত! ওগো দিন থাকিতে মন-'রেকর্ড'কে সামলাও, কশে সামলাও।"

দিনমণি যেমন এক ক্ষেত্র হইতে অস্তমিত হইয়া অন্য-ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উদীয়মান হয়েন, জীবের প্রাণ ও মনঃসহ বুদ্ধিও তেমনি এদেহ-পোষাক পূর্ণমাত্রায় বর্জ্জন করিবার পূর্ব্ব হইতে, ক্রমশঃ সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত হইয়া মাতৃজঠরে স্থিত শিশুর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখনই এই স্থূলদৃষ্টির দর্শনের বিনিময়ে মানসিক দর্শন ও শ্রবণ ক্রমশঃ উন্মেষিত

হয়। তখনই উপরি-উক্ত চিত্রগুলি সেই নয়নে উদ্ভাসিত ও সেই কর্ণে ঝঙ্কারিত হইতে থাকে। তবে এই অবস্থায় বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হওয়ায়,মরণোন্মুখ জীব মনোভাব বা দৃষ্ট ও শ্রুত যাহা কিছু, তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হয়। প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই তিন উপাদানের মধ্যে প্রাণই সর্ব্বপ্রথমে সেই দেহে আসন বিছায়। পরে মন ও বুদ্ধি এক সাথে সেই নব অবস্থায় উপনীত হয়। আত্মাও প্রচ্ছন্নভাবে ইহাদের অনুগামী হয়েন। তখনই এই রাজ্যে মৃত্যু বা তিরোধান, আর ওরাজ্যে জন্মকর্ম্ম সংঘটিত হয়।

সন্তরণে অনভ্যস্ত জীব, অতল জলে পতিত হইয়া যে দশা প্রাপ্ত হয়, শুচিন্তা-করণে অনভিজ্ঞ জীবও স্থূলদেহান্তে সহসা ছায়াসম সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তিতে তদ্ভাবাপন্ন হয়। একে ত ধারণাতীত নিজের এই দশা, তাহার উপর আত্মীয় স্বজনাদির তৎকালীন বিকটক্রন্দন রোল !—"ওগো—আমার একি হ'ল? —বার বার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অভাগার কি ব্যস্ততা, কি কাকুতি মিনতি, ও কি সকরুণ বিলাপ! ও-হো-হো, সে দৃশ্যে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। ক্ষণেকের জন্য ভীমরতি-গ্রস্ত অবস্থায় কালযাপন করিয়া সে বিশেষ সচেষ্ট হয়, পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে। কোনক্রমে একার্য্যে সফল-কাম না হইয়া "প্রবেশ নিষেধ" আজ্ঞার সার্থকতা, তখনই সে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। "কি করি, কোথা যাই?"—এই চিন্তাকে সম্বল করিয়া সেই নব পরিস্থিত পরিচ্ছদে প্রত্যেক

আত্মীয়-আত্মীয়ার নিকট গমন করে ও এমন কি গাত্রে গাত্র-স্পর্শ করিয়া বা মুখে মুখ দিয়া সে বলে—ওগো এই যে আমি আছি! হাঁ-হাঁ আছি, কাছেই আছি! তোমাদের ছেড়ে, আমার এই সব ছেড়ে ও আমার অমুক-তমুকের ব্যবস্থা না করিয়া, আমি বলছি যাব না—কিছুতেই যাব না! ওগো তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌ছ না—তাই তবুও কাঁদ্‌ছ!" এত কথা বলাতে ও কত কি কাজ সাধিতেও যখন সবই ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হয়,তখন সে অভাগা এঘর-ওঘর করিয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পর পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলে—"ওগো তোমরা কান্না থামাও। এই দেখ—ভাল করে দেখ,—তোমাদের বীভৎস চীৎকারের চোটে আমার এই ছার পোষাকও টুক্‌রা টুক্‌রা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তোমাদের—হাঁ-হাঁ—তোমাদেরই—নিঃশ্বাসে কি সামগ্রী আছে, যাতে এই জঘন্য পোষাক দুর্গন্ধময় ও সীসের মত ভারী হয়ে পড়্‌ছে! ওগো তোম্‌রা থাম—এখনই থাম, তাহা না হ'লে তোমাদের—তোমাদেরই জ্বালায়, এস্থান ছেড়ে আর কোন স্থানে আমায় আশ্রয় নিতে হবে!" ও-হো-হো, অন্য-স্থানে আড্ডা পাত্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে না কর্‌তে, তোমরা—তোমরাই আমার কত আদরের—কত সোহাগের—হাঁ-হাঁ কত গরবের দেহটাকে কোন চুলায় নিয়ে যাবার আয়োজন কর্‌ছ! ওগো তোমরা কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! শুধু তাই?—এ যে ভীষণ অত্যাচার! আমি—সেই আমি—হাঁ-হাঁ সেই

সেই লোক—এই বাড়ীর, এই সম্পদাদির একমাত্র মালিক,—আমার দুদণ্ড থাক্‌বারও অধিকার নেই! তাই ত, আমার দেহটা তোমাদের—হাঁ-হাঁ আমার পরমাত্মীয়দের হিসাবে এতই অস্পৃশ্য যে, গোবর-জল ছড়া দিচ্চ! ছি-ছি—এই কি, এই কি আত্মীয়তা! ওগো বলি শুন—তোমাদের কোন আচরণটাই আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে ঘোর স্বার্থপরতা মিশান নৃশংসতা।

"একি দেখি! এরা যে নিয়ে চ'ল্‌ল—আমার বড় কদরের সামগ্রী এই দেহটাকে। যাই, আমিও যাই, এদেরই সঙ্গে। না-না, এটাকে সহজে হাতছাড়া হ'তে দিব না! এ-কি! এ যে শ্মশান! তবে ত মুস্কিল—মহা মুস্কিল হ'ল। তা' হ'লে এই ষণ্ডমার্কেরা এটাকে জ্বালাবেই জ্বালাবে! ওগো—তোমাদের হাতে ধ'রে বলি, আমি তোমাদের পূজনীয় হ'লেও পায়ে পড়ে বলি—আমার বড় সাধের—আমার বড় আশার জিনিষ-টাকে আমায় একবেলার জন্যে দাও—দাও, আমায় ভিক্ষা দাও, ওগো এখনও যে-আমার দু'দশটা সুব্যবস্থা কর্‌তে বাকি আছে। ওগো আমি বল্‌চি—সত্যি করে বল্‌চি—এখন থেকে ওটাকে তোয়াজে, মহা তোয়াজে রাখ্‌ব। না গো—না, ওটাকে কাঠের মাচায় চড়িও না। না-না—ওটাকে ঘি মাখাতে হবে না। বরং খানিকটা মকরধ্বজ খাওয়াও, দু'চারটা ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা কর। আমি যখন ওটাকে ছেড়ে থাক্‌তে পাচ্ছিনা, ও-কি আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে? হাঁ-

হাঁ ওটাতে আমার পূর্ণ সত্ত্ব দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের যা—তা' আচরণে সে সত্ত্ব যাবার কি ? যদি বাস্তবিকই আমার দাবি-দাওয়া মান্‌তে না চাও, তা' হ'লে এখনকার হাল-চাল জেনে নিয়ে এমন মামলা চালাব যে, তোমাদের 'ভিটস্থ-ঘুঘুস্থ' হ'তে হ'বেই হ'বে। তোমরা জেনো, ভালই জেনো, আমি সহজে ছাড়্‌বার পাত্র নহি। ও-কি কর, দাঁড়াও—অল্পক্ষণ দাঁড়াও, আমি আর একবার চেষ্টা-চরিত্রি ক'রে দেখি, যদি একবার ঢুক্‌তে পারি! তাও কর্‌বে না ?—তবে দেখে নিই,—ওহো! শেষ দেখা দেখে নিই,—আমার সাতরাজার ধন মাণিকটীকে! ওগো! শেষ অনুরোধটা রক্ষা কর—ওটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রো না। না-না-তা' হ'বে না। ওগো—দাও দাবিয়ে দাও—ওগো মাটির মধ্যে পুঁতে ফেল ওটাকে, তা'হ'লেও ওটার মধ্যে ঢুক্‌তে না পেলেও সাধ মিটিয়ে কতকাল ধ'রে দেখ্‌তে পাব! যা—সব চুকে গেল,—আমার অরণ্যে রোদন করাই সার হ'ল। কৃতঘ্নরা—দারুণ বেইমান্‌-রা—মান্‌লে না—কোন কথা মান্‌লে না—আমার চোখের সাম্‌নে জ্বালালে, ওঃ! ছাই কর্‌লে আমার স্বর্ব্ব-স্বটীকে! এ আবার কি! আমি এদের এত আপদ বালাই যে, ছাইগুলির চিহ্নও রাখলে না! ও-হো-হো! আমার-আমারই বংশ-প্রদীপ বাকি—সামান্য ছাইয়ের উপর জলভরা কলসী রেখে ও সেইটীকে চুরমার ক'রে—তা' আবার অবজ্ঞা ভ'রে—আমার সেরা সামগ্রীটীকে 'হরির লুট' দিয়ে গেল!

হায়-হায়,এদের জন্যে যা-যা কর্ম্ম সেধেছি, তার পরিণাম এই ! তা' এ'রা অনাস্থা কর্‌তে পারে, আমি কোন্ প্রাণে এদের ছেড়ে থাকি ? যাই দেখি গে—আর সকলে কি কর্‌ছে। তাও কি কখন হ'তে পারে ?—আমার যথাসর্ব্বস্ব এখানে, এই অজানা মুল্লুকে রেখে, আমি বিনা সম্বলে এখান—সেখান কর্‌ব ? এরা স্থান না দিক্, আমার বাড়ী-গাড়ী, বিষয়-আশয় ত আমাকে তাড়াবে না !

আঃ বাঁচ্‌লুম—বাড়ী ফিরে এলুম ! ও-হো-হো, আবার সেই কান্নার আখড়াই ! আরে বাপু, কিছু খেতে দে, ধব-ধবে কাপড় প'রতে দে, ঐ আমার সাধের খাট-বিছানায় শুতে দে, আর আমার একটু-আধটু তোয়াজ কর—তা' না ক'রে যে যা'র নিজের-নিজের জন্যই ব্যতিব্যস্ত। হরি-হরি ! এই কি সেই টান ?—যার টানা-টানিতে কখন কখন পালাই-পালাই ডাক ছাড়্‌তে হ'ত ! তবে-তবে কি —আমায় আমারই বাড়ীতে, আমাকেই অনাথের মত এক-পাশে প'ড়ে থাকতে হ'বে ? অ্যাঁ-এ'রা ত খেতে দেবে না —এই একপাশে থাক্‌তেও দেবে না ? এই ন'টা দিন গেল আমায় এ-তা খেতে দেওয়া ত দূরের কথা—একগণ্ডূষ জলও খেতে দিলে না ! আজ দশ দিন হ'ল আমার এই হাল হয়েছে। ওঃ কি আইত্তি, কি দরদ ! এই পোড়া পেট ভরাবার কি আহামরি ধরণের আয়োজন ! ন' নটা দিন আমাকে উপোষী ছারপোকা ক'রে রেখে আজ দেখ্‌ছি সমুদ্রে

অর্ঘ্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছে! আরে বাপু—আমার সে মুখ বা সে পেট কি আর আছে যে এ ছাই বালাই খিদের চোটে খাই! তা' তোমরা তোমাদের ধারায় কাজ সাধ্‌বেই সাধবে। ভাল, দেখি—ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি রকম মিটে! ও বাবা, এ আবার মন্ত্র পড়িয়ে পেট ভরাবার ব্যবস্থা—তা' কিন্তু শুদ্ধ-অশুদ্ধ তুইয়ের মিশাল দিয়ে! ও-হো-হো এ'ত মন্ত্রপাঠ নয়—এ'যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বা আসল-নকলের গোঁজামিল? হায়-হায়! গোঁজামিলন-জীবনের সমাপ্তিটা, এইভাবের গোঁজা-মিলন ছাড়া আর কি হ'তে পারে? একি দেখি, ছেলেটার চোখ ব'য়ে জল পড়্ছে না? হাঁ-হাঁ—তাই ত? তবে ত ও'র আমার উপর টান আছে! তা'—হ'বে না?—আমিও ত ও'কে কোলে পিঠে করেছি, ওর জন্যে যথাসর্ব্বস্ব রেখে এসেছি! এ-কি! আমি ত একবিন্দু খেলাম না,—তবু তবুও দেখ্ছি সে চিম্‌সে-পোড়া দেহ বা সে ছ্যার-ছেরে,ধ্যাড়্-ধেড়ে পোষাকও নেই। তবে-তবে ত—হিড়িং-বিড়িংএর বা ঐ চোখের জলের উপকারিতা আছে? তা' ব'লতে কি—এই ধরণে দিন দিন খেতে পেলে আমিও এ-রাজ্যে হেসে-ভেসে বেড়াতে পার্‌ব। কিন্তু এ কথাও মান্‌তে হ'বে যে, আমি এই আমি, পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে দশ-পিণ্ড দানের সময় এই ধরণে কাজ সাধিনি। এ পোড়া চোখে জল ত সেকালে দেখা দেয়নি! আর একালে সব ধূ-ধূ-কার! তবে-তবে ত তাঁদেরকে আমি-আমিই হতশ্রী করেছি! যাক্ সে ভাবনা এখন ভাবলে

কোনও ফল ফলবে না! এ আবার কি! আমার আমারই শ্রাদ্ধের এই বিরাট্ আয়োজন! ও-হো-হো! একথাটা বারণ ক'রে আস্‌তে মহাভুল হ'য়ে গেছে! এত খাট-বিছানা, এত বাসন, উঠন-ছাদ-যোড়া এত বড় ম্যাড়াপ ও এত খাবার দাবার জিনিষের আয়োজন কেন? এ আবার কি? একটা ষাঁড়ও যে হাজির! তা' বেশ- বেশ আমার-আমারই শ্রাদ্ধের সমুচিত ব্যবস্থা বটে। ঠিক্-ঠিক্, এরা-ওরা খাট বিছানায় শুয়ে বা পেটপুরে খেয়ে আরাম উপভোগ ক'রলে—আমার ৺গঙ্গালাভত্ব ঘুচে গিয়ে স্বর্গারোহণের ব্যবস্থা হবে। আর আমি সে রাজ্যে চট্ পট্ উপস্থিত হ'য়ে হীরা-মাণিকখচিত সোণার থালা, গ্লাস ও বাটী-ভর্ত্তি পোলাও, ক্ষীর, সর, ছানা ও অবশেষে একগ্লাস সেই সুধা খেতে পাব। ও-হো-হো এই ষাঁড়ে চ'ড়ে আমি কৈলাসপুরী বরাবর গিয়ে পড়ব? এই ক'দিনে আমি শিখেছি ঠিক্-ঠাক্ শিখেছি—এখানে-সেখানে দৌড় দিয়ে,—যে, দেবার, থোবার, খাওয়াবার-পরাবার ব্যবস্থা করা চাইই চাই—অনাথ-অনাথাদের। চাই নিঃসন্দেহেই চাই—নাম জাহির করা যাবতীয় ব্যবস্থা বর্জ্জন ক'রে প্রাণ, মন ও বুদ্ধির একতাপূর্ণ যজ্ঞ সমাধান করা। ওগো প্রাণহীন কীর্ত্তনে হবে না—কিছুতেই হবে না আমার মঙ্গল-সাধন। তা'র পর, চোখের জল সম্বল ক'রে বালির পিণ্ডদানেও আমার-আমারই মত ঘোর পাপীরও হ'বে—খুব হ'বে—কল্যাণ সাধন। ওগো, কর—কর যদি পুঁজি থাকে, আমার সদ্‌গুণের ও সুকর্ম্মের

কীর্ত্তন। হায়! হায় আমি-আমিই মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধকর্ম্ম ঝুটো নামকেণা ধরণে সেধেছি। ও-হো-হো ছিলনা-ছিলনা একবিন্দু অশ্রু, সেই-সেই কর্ম্মসাধন কালে। পাপিষ্ঠ—পাপিষ্ঠ—ঘোর নারকী আমি।" এই বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় সেই স্থানে পতিত হইল।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া সে ব্যক্তি দেখে যে, সে অতীব হীন ও মলিন দেহে নরক-রাজ্যের একজন হয়েছে। সম্মুখে দণ্ডায়-মান-দণ্ডায়মানা তাহার—তাহারই জনক-জননী, কথঞ্চিৎ দিব্য-জ্যোতিঃ সম্পন্ন-সম্পন্না। তখন সে ব্যক্তির পিতা, তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন—"তোমারই কর্ম্মগুণে আমায় কিছুকাল এ-রাজ্যে অবস্থিতি ক'রতে হয়েছে। তোমার গর্ভধারিণী কিন্তু স্বেচ্ছায় আমার এ রাজ্যের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। তোমায় আমি অর্থকরী বিদ্যা দান করেছিলাম ও তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও করে-ছিলাম। তুমি স্বীয় প্রতিভাবলে সম্পদের অধিকারী হ'য়ে যে যে কুকর্ম্ম সাধন করেছ, আমায়ও উহার কথঞ্চিৎ ভাগী হ'তে হয়েছে, কারণ আমি তোমায় যথাবিধি. সুচিন্তা ও সুকর্ম্ম সাধনের উপযোগী শিক্ষা দিই নাই। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার পুত্র হ'য়ে তুমি কোন গর্হিত কর্ম্ম সাধ্‌বে না। তোমার অনুতাপ ও সুচিন্তা, যা তুমি এ-রাজ্যে এসে কিছুদিন পূর্ব্বে করেছিলে—তোমার কৃত কুকর্ম্মের ভার হ'তে আমাকে মুক্ত করেছে। তুমিও এইভাবে কোন না কোনদিন মুক্তি

লাভ করবে। নিজ অপরাধ স্বীকার ক'রে আঁখিবারি সম্বল করাই মুক্তিলাভের সহজ-সাধ্য উপায়। আমরা চলিলাম।" এই বলিয়াই তাঁহারা উভয়ে অদৃশ্য হইলেন।

এবার আমরা এক প্রচ্ছন্ন মহাজনের অন্তিম শয্যায় উপনীত। তাঁহার দৈহিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়; এমন কি সুস্পষ্টভাবে কথা কহেন,সে শক্তিও প্রায় অস্তমিত। তবুও তিনি আমাদের প্রতীক্ষায়, চারিপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত বড় 'তাকিয়া' দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। তাঁহাকে অগ্রে মস্তক অবনত করিবার অবসর প্রদান না করিয়া আমাদের 'আমি-আমার' বুদ্ধি তাঁহার চরণোদ্দেশে নত হইল। দীনতা, শ্রীগুরুর শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইবার জন্য ব্যাকুলতা ও যাবতীয় জাগতিক সুখে-দুঃখে বৈরাগ্য, তাঁহার শ্রীবদনে পরিস্ফুট। আরাধ্য দেবতার চরণতলে উপনীত হইবার অযোগ্যতার ধারণা, তাঁহার মর্ম্মপীড়ার সমূহ কারণ। বুঝা গেল, তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই আত্মীয়-আত্মীয়ার নীতিবিরুদ্ধ আচরণ সত্ত্বেও তাঁহাকে অপরিসীম স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যগুণে বিভূষিত করিয়াছে। তাঁহার বাহ্যাড়ম্বর-শূন্যতা সহ করণীয় কর্ম্ম সাধনে বিশিষ্ট অনুরাগ ও সত্যপ্রিয়তা তাঁহার সূক্ষ্মদেহ সুগঠিত করিয়াছে—শ্রীগুরুর প্রসাদে জানা গেল। নিন্দা ও কুৎসা তাঁহাকে তীব্র ভাবে অনুসরণ করিলেও, তিনি এই দুই জটিলা-কুটিলা হইতে বহুদূরে অবস্থিত—এচিত্র প্রভাসিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। তখন তাঁহার

মুখশ্রী উপভোগ্য বটে! তাঁহার সূক্ষ্মদেহ-সহ মানসিক শ্রবণ ও দর্শন, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় শ্রীগুরুর চরণোদ্দেশে ধাবিত হইল। তাঁহার সেই উদ্‌ভ্রান্ততা,এ রাজ্যস্থ আত্মীয়-আত্মীয়াদের শোকোচ্ছ্বাস হইতে তাঁহাকে সবেগে এত দূরে লইয়া গেল যে, তাহাদের মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অবসর পাইল না। বরং আত্মীয়গণই স্ব স্ব কর্ম্মদোষে ভাগী হইল,—তাঁহার যৎ-সামান্য মলিনতার পুঁজিগুলা। দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হইল—তাঁহার ফুর-ফুরে, কমনীয়, বিশেষ আরামপ্রদ ও বিহগবৎ গতিশীল এক দেহ। অমনি তাঁহার সমক্ষে দেখা দিলেন অপরূপ সাজে কত জনা। মরি-মরি কি মধুর আলাপন যেন কত কালের জানা-চিনা। মরি-মরি তাঁহাদের চাল চলনে কি আন্তরিকতা। মনে হয়, যেন তাঁহাদের কারবার-হরদম তাজা রাখা ও থাকা। যাঁহার যাহা ভাল, তাহা দিয়া সাজান হইলে পর, আমাদের সেই মহাজন সকরুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীগুরুর চরণে উপনীত হইবার কত বিলম্ব ভাই?" সম্মুখীন সূক্ষ্মদেহধারী অমিয় ভাষে বলিলেন, —"তাঁর আদেশে আমরা তোমার জন্যে এ-রাজ্যে এসেছি; যাবে—এখনি যাবে। তবে সেস্থানে পৌঁছাবার আগে তোমার সাধ হয়ত এ-প্রদেশ-ও-প্রদেশ দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাব।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"অগ্রে জগন্নাথ দর্শন, তাহার পর তীর্থ পর্য্যটন।" তখনি উন্মুক্ত হইল এক প্রচ্ছন্ন দ্বার। ও-হো-হো, মরি-মরি কি দীপ্তিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন পথ!

সুখশান্তি উপভোগের যাহা কিছু আবশ্যক সবই যেন মজুত। এই সুড়ঙ্গ পথের বিশেষত্ব, ইহা বাহির হইতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য, কিন্তু উহার যে কোন স্থান হইতে বহির্ভাগস্থ যাহা কিছু সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। অনতিবিলম্বে সেই মহাজন দেখিলেন যে, ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন দেহে কি যেন কাক, চিল বা শকুনিবৎ নিম্ন প্রদেশের চারিধারে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তখন তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগুলা কি ভাই? ওরা কেনই বা বিশেষ ব্যস্ততার সহিত ঘুরে বেড়াচ্চে? ওরা কোথা থাকে ও কি খায়?" উত্তরে সহগামীদের মধ্যে একজন বলিলেন—"স্থূলরাজ্যের সহিত ওদের সম্বন্ধ ঘুচলেও, ওরা সে সম্বন্ধ বজায় রাখতে চায়। নীচেকার রাজ্যে একটু-আধটু সুকর্ম্ম সেধে ও সুচিন্তা ক'রে ওদের ঊর্দ্ধরাজ্যে উঠবার যৎসামান্য সম্বল ছিল, সেই শক্তিতে ওরা নিম্নরাজ্যে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে—নিঃসম্বল না হওয়া পর্য্যন্ত। তারপর সংযমরাজের বিধানে হাজির হ'তে হবে নরকরাজ্যে। সেই রাজ্যে সংশোধন হওয়ার পর আবার ওদেরকে নর-নারী আকার ধরতে হবে। তখন প্রাণ-মনসহ বুদ্ধির কোমল বা কঠিন ভাবের দৌলতে মেয়ে বা ছেলে আকারে দেখা দিতে হবে। এদের প্রত্যেকের জঘন্য পূর্ব্ব-সংস্কারই এদেরকে বর্ত্তমানে মানুষ বা উপদেবতা-উপদেবী কোনও আকারই ধরতে দেয় না। এখন এরা ভূত বা পেত্নীবাচ্য। আসক্তি, নর-নারীর প্রতি বা নারী-নরের প্রতি প্রতিহিংসা বা অনিষ্টাচরণে

ভীষণ প্রবৃত্তি, প্রতিষ্ঠার্জ্জনে তীব্র লালসা, দারুণ দেহ-বুদ্ধি-জনিত 'শুচিবাই' গ্রস্ততা বা মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপনে ব্যাকুলতা, এদের প্রত্যেকের এখনকার ব্যস্ততার কারণ। স্থূল-রাজ্যস্থ যে বাটীতে যে যে জীবদ্বারা মারপিট্ বা রাগারাগি বা রেষারেষি কর্ম্ম সাধিত হয়, এরাই সেই জীবকে আশ্রয় ক'রে একগুণকে দশ-বিশগুণ ক'রে তুলে। নর-নারীর নীতি-বিরুদ্ধ দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনে এরাই ইন্ধন যোগায়। এমন কি হত্যা-কর্ম্ম সাধনে বা আত্মহত্যা করাইতে এদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ সচেষ্ট। 'ফিট্' বা 'হিষ্টিরিয়া', মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার বা পক্ষাঘাত রোগের মূলে প্রায়শঃ এরাই অলক্ষিত ভাবে অবস্থিত। জীবের মানসিক বা দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রদান, এদের বড়ই প্রীতিপ্রদ ব্যবস্থা, এদের আবাসস্থল বা বিহার-ভূমি,—পতিত বাটী বা মন্দির, অপেক্ষাকৃত বড় আগাছা ও যাবতীয় অপরিচ্ছন্ন স্থান। সুচিন্তাকরণ ও সুকর্ম্ম-সাধনকারী হইতে বা যে স্থলে এই প্রকার কর্ম্ম সাধিত হয় সেই স্থল হইতে, এরা অনেক দূরে দূরে অবস্থিতি করে। এদের অধিকৃত-অধিকৃতা নর-নারী কোন সংযমী জীবদ্বারা স্থূল ও এমন কি সূক্ষ্মভাবে স্পৃষ্ট হইলে এরা মহা আপত্তি সহকারে ও ব্যথিতচিত্তে সেই সেই নর-নারীকে পরিত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়। প্রত্যেক ভোজ্য-সেব্য সংযততা-সহ দেহস্থিত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রতিহাতে নিবেদিত হ'লে, সেই সেই সামগ্রী এদের দ্বারা বিষসম উপেক্ষিত হয়। কুসংস্কার-বশতঃ এই নিবেদন

কর্ম্ম সাধিত হয় না ব'লে এরাই অতীব প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই খাদ্য আঘ্রাণ করে; ফলে জীব রোগগ্রস্ত হয়। কেহ কেহ আত্মতৃপ্তি মানসে বিশেষতঃ খাদ্যাভাবে, বিষ্ঠা, উদ্গার, থুতু, গয়ের প্রভৃতি আঘ্রাণ করে। এরা কোন সংসারে পুত্র বা কন্যা ভাবে দেখা দিবার পূর্ব্বে বা পরে, কোন কোন স্থলে পিতার বা মাতার বা ভ্রাতার বা ভগিনীর অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয় বা তাঁদের কাহারও বিশেষ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ বা অর্থ নাশের সূত্রপাত হয়। সেই সময় প্রশান্ততাসহ সম্ভবপর শুদ্ধভাব অবলম্বনীয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্ম্মদ্বারা এদের গতিবিধি রোধ হওয়া সম্ভব। তবে কেবলমাত্র লোভশূন্য ও পরহিতে রত সত্যসেবী দ্বারাই সেই সেই কর্ম্ম সুসম্পাদিত হওয়া উচিত। এই সমুদয় কথায় আমাদের মহাজন অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি ভাই এ অভাগাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই?" উত্তরে সেই ব্যক্তি বলিলেন—এই জন্যই ত হিন্দুদের জপ-ধ্যান-সহ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম-সাধনের ব্যবস্থা। দেহস্থিত আত্মাকে পরিতুষ্ট ক'রে পিতৃকুল-মাতৃকুল সহ জানিত-অজানিত পাপী-পুণ্যবানের উদ্দেশ্যে বারিদানের বিধি এইজন্য প্রচলিত। আর আমাদেরও সুচিন্তাদ্বারা ঐ অভাগা-দের হিতসাধন করা নিতান্ত বিহিত কর্ম্ম!" এই প্রসঙ্গ শেষ হইতে না হইতে তাঁহারা আসিয়া গেলেন, নিম্নরাজ্য হইতে তৃতীয় প্রদেশের দ্বারে; ইহাই স্বর্গরাজ্যের নিম্নতমপ্রদেশ। এই সময়ে আমাদের মহাজন একজন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—"এই প্রদেশটা পরিচ্ছন্নতায় মনে হচ্ছে স্থূল-রাজ্যের সাহেব-পল্লী বা সৈন্যাবাস (ক্যান্টন্‌মেণ্ট্)। পাখীর মত যারা ব্যস্ততার সহিত উড়ে বেড়াচ্ছে ওরাই কি এ প্রদেশে বস-বাস করে? ওদের কি কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নাই?" উত্তরে একজন বলিলেন—"নিম্নরাজ্যের তুলনায় এ প্রদেশ পরিচ্ছন্ন বটে, তবে পরিচ্ছন্নতাসহ যাবতীয় সৌষ্ঠব হিসাবে এ প্রদেশ নগণ্য। বাহ্যিক বিলাসশূন্য পরিচ্ছন্নতা প্রায়শঃ আভ্যন্তরিক পরিচ্ছন্নতার নির্দ্দেশক। অন্যূন আট আনা মাত্রায় প্রবৃত্তিপূর্ণ—"আমি-আমার' বুদ্ধি দমিত হইলে জীব, দেহপাতের পর এরাজ্যে আস্‌তে পায়। এরা মানুষ ও দেবতার মধ্যে আধা-আধিভাবে অবস্থিত ব'লে এদেরকে 'উপদেবতা' বলে। এই 'দো-আঁসলা' প্রাণীরা বেশী মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা, পরশ্রীকাতরতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোলুপতা পুষে রাখে ব'লে, এই রাজ্যে এসেও রেষা-রেষি ও এ-তা গণ্ডগোল আপনাদের মধ্যে বাধায়। সংযম বীজটা স্থূলরাজ্যে যাদের শুকিয়ে বা হেজে যায়—(তা-কিন্তু অন্ততঃ বার আনা মাত্রায়) তা'দেরকে সংশোধক (বা নরক) রাজ্য হ'য়ে স্থূল-রাজ্যের এক একজন সাজ্‌তে হয়। যে যে জীব নিজের নিজের প্রবৃত্তিপূর্ণ 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে অসংযমের মাল-মসলা দিয়ে গড়ে, তারাই স্থূল-রাজ্যে নানা ধরণের সামাজিক বা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎপাত্ ঘটায়। এরাই প্রায়শঃ দেশোদ্ধারের দল বা ব্যবসায়ী আলোকদাতৃ-শ্রেণী। এদের বাক্‌চাতুর্য্যে

বা বাহ্যিক সাজ সজ্জায় এরা আড়-কাঠি দলের সামিল। নরক রাজ্যের ভীষণতর আগুনে চাপান বৃহৎ কটাহ (কড়া) এদের গাদগুলাকে কাটিয়ে লয়—তা' কিন্তু কালক্রমে। এ প্রদেশস্থ যে কয়জন উচ্চধাপে আসীন, এঁরাই যেতে পারেন চতুর্থ রাজ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্যে।" এই কথা বলিতে না বলিতে তাহারা আসিয়া গেলেন, দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে। এখন তাঁহাদের মধ্যে আর একজন পূর্ব্ব পরিচিত মহাজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখ্‌চেন ত এ প্রদেশটা আরও কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক শোভাও কত মনোহারিণী। স্থূলত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে ক্রমশঃ আরও প্রাকৃতিক শোভাসহ পরিচ্ছন্নতা এই রাজ্যে উপভোগ্য হয়। তবুও এ প্রদেশের প্রাণীরা প্রবৃত্তি-পূরিত প্রাণমনসহ বুদ্ধি পুঁজি ক'রে রেখেছে। এই পুঁজির প্রভাবেই এই প্রদেশস্থ নিম্নভূমির প্রাণীরা স্ব স্ব 'আমি-আমার' বুদ্ধি-প্রকাশের জন্য ছিট্-ফিটিয়ে বেড়াচ্চে। কিন্তু উচ্চ ধাপস্থ প্রাণীরা সেই বুদ্ধিকে 'আমি-তোমার' ক'র্‌তে কত-না সচেষ্ট। প্রথম পক্ষের সঙ্কুল অশান্ততা, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের পুঁজি অপেক্ষাকৃত প্রশান্ততা। এই দ্বিতীয় পক্ষই কালক্রমে বেশী-মাত্রায় তৃতীয় স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইয়া যাবেন। এই অশান্ত-প্রাণীরাই এ রাজ্যের গুণে যৎসামান্য শক্তি অর্জ্জন ক'রে, স্থূল রাজ্যস্থ নর-নারীকে অধিকার করে; পরে প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশায় অসত্যকে আশ্রয় ক'রে, হয় একজন গৌরাঙ্গ, বা

গোলোক-বিহারী নারায়ণ, আর না হয় মা কালী হ'য়ে পড়ে। সেই অশান্ত প্রাণীদের সহিত অধিকৃত জীবের প্রতিষ্ঠা-লোলুপত্বই অল্পমাত্রায় সত্য ও বেশী মাত্রায় মিথ্যা মিশ্রিত আচরণ জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করে। জীব সাধারণ অতিং মাত্রায় আত্মপ্রবঞ্চক ও পরপ্রবঞ্চক ব'লেই সহজেই তাদের ফাঁদে পা দেয়! ফলে, এই ঝুঁটো গৌরাঙ্গ বা নারায়ণ বা জগন্মাতা অনতি-বিলম্বে সংশোধক রাজ্য হ'তে এ স্থূল-রাজ্যের এক একজন সাজতে বাধ্য হয়। যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত ভাবকে সম্বল ক'রে আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট হ'ন, তাঁদের বিহিত কর্ম্ম,—গৃহস্থের শালগ্রাম-শিলায় বা নিম্নশ্রেণীর মন্দিরের অদৃশ্য রক্ষক-রক্ষয়িত্রী-ভাবে পূজা গ্রহণের বিনিময়ে, সেই সেই গৃহস্থের বা পল্লিবাসীর জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধান করা। অধুনা স্থূল-জগতে প্রায়শঃ জঘন্য ভাবে পূজা-অর্চ্চনাদি কর্ম্ম সাধিত হওয়ায় অশান্ত উপদেবতারাই ঐ পূজা গ্রহণ করে। এই কর্ম্মফলে গৃহস্থও সহ পূজারীগণ সেই সেই উপদেবতা, কালক্রমে নরক রাজ্যের এক একজন সাজতে বাধ্য হয়।

জান্‌বেন যে, স্থূলরাজ্য হ'তে দেবলোকের উচ্চরাজ্য পর্য্যন্ত উত্থান ও পতন নির্ভর করে প্রশান্ততা ও অশান্ত-ভাবের উপর। 'আমি-তোমার' বুদ্ধির ঐকান্তিকতাই প্রশান্ততা আর 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রাচুর্য্যই—অশান্ত ভাব। এই মহা-অনাচারসম্পন্না 'আমি-আমার'বুদ্ধির প্রভাবে

জীবের কা কথা—দেবতাদের মধ্যেও 'রেষারষি', নামকেনা ভাব ও মিথ্যাচার একটু-আধটু দেখা দেয়। এই 'আমি-আমার' আগাছার এমনি প্রভাব যে, একগুণ হইতে বিশগুণ হতে বেশী দেরী লাগে না।" এই কথা শুনিয়া আমাদের মহাজন নিজ দোষ স্মরণ করিয়া চোখের জলে বক্ষ ভাসাইলেন। এমন সময় তাঁহারা সকলে আসিয়া গেলেন তৃতীয় স্বর্গ রাজ্যের দ্বারে,—'এই প্রদেশ হইতে দেব-দেবী-ভূমি আরম্ভ'—এই কথা এক সহযাত্রী জ্ঞাপন করাতে, আমাদের মহাজন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পরে উৎসুক-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হ'বার আর কত দেরী ভাই ?" একজন তদুত্তরে বলিলেন—"আর বেশী দেরী নাই। এই দেবভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ;—নিম্নপ্রদেশ, নিম্নস্তরের দেব-দেবীদের জন্য। ইহাই ইন্দ্রের রাজ্য। উচ্চপ্রদেশ—উচ্চস্তরের দেব-দেবীগণের জন্য। ইহাই ব্রহ্মার রাজ্য। এই উচ্চস্তরের দ্বিতীয় ধাপে শ্রীগুরু আসীন। এই প্রদেশ 'চতুর্থ স্বর্গরাজ্য' আখ্যাত। শ্রীগুরুর আদেশ-মত আমাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগুরুর নিকেতনে কদাচিৎ যান। অন্যূন তের হইতে চৌদ্দ আনা মাত্রায় যাঁর 'আমি-আমার' বুদ্ধি-সহ বাসনা ক্ষীণ হয়, তিনি সেই মাত্রা হিসাবে এই রাজ্যের তিনটীর মধ্যে একটী ধাপে অস্থায়িভাবে আসন পাতেন। এই নিম্নস্তরের দেব-দেবীগণ অর্জ্জিত গুণের মাত্রা হিসাবে নগণ্য বা অল্পলোক পূজিত-

স্থূলরাজ্যের দেবালয়ে পূর্ব্ব-সংস্কারানুযায়ী অদৃশ্য রক্ষক বা রক্ষয়িত্রীর চালক-চালিকা হ'ন। পরে গুণের বা অগুণের মাত্রা হিসাবে চতুর্থ-রাজ্যে উন্নীত বা দ্বিতীয়-রাজ্যে অধঃ-পতিত হন। চতুর্থ রাজ্যে উন্নীত হ'লে সেই দেবতা বা দেবী কোন এক নামজাদা দেবালয়ের অধিনায়ক-অধিনায়িকা ভাবে স্ব স্ব করণীয় কর্ম্ম সাধ্‌তে বাধ্য হন। এ রাজ্যের এমনি বিধান, গুণ অর্জ্জিত হ'লে প্রত্যেকের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম দেহ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, পরিপুষ্ট ও হাল্‌কা হয়। তেমনি অগুণের মাত্রা বৃদ্ধি হ'লে পূর্ব্ব দেহ হীন, হীনতর ও হীনতম আকার-ধারণ করে। পরে অগুণের মাত্রা হিসাবে দেবত্ব বা দেবীত্ব হ'তে উপদেবতা-শ্রেণীভুক্তা হন। এমন কি তিনিই এই স্থূল-রাজ্যে মেয়ে-ছেলে আকারে নর-নারী দেহ ধ'রতে বাধ্য হ'ন। জীবের কল্যাণের জন্য উচ্চতম রাজ্যের দেবতারাও কখন কখন প্রচ্ছন্নভাবে আসেন। এই উচ্চতর রাজ্যে যাঁরা অনেক দিন যাবৎ অবস্থিতি ক'রে নিম্নরাজ্যে স্বীয় কর্ম্মদোষে বা স্বেচ্ছায় অধিগমন করেন, তাঁরাই সূক্ষ্ম-রাজ্যের বার্ত্তাজ্ঞাপনে কথঞ্চিন্মাত্রায় সক্ষম হ'ন। এইজন্য আধুনিক আলোকদাতৃকুল পুস্তক-পঠন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ হ'লেও প্রকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে, অবশ্য সামান্য ভাবেও—সম্পূর্ণ অশক্ত। এঁদের মধ্যে নাম-কেনা বা লোক-দেখান ভাব সজাগ হওয়ায় এঁদের পরিণাম অতীব শোচনীয় হয়। এই দুই রাজ্যের কার্য্যকারিণী শক্তি—ইচ্ছাশক্তি। 'আমি-আমার' বুদ্ধিসহ

বাসনা বার আনা মাত্রায় ক্ষীণ হ'লে ইচ্ছাশক্তি প্রবুদ্ধ হ'তে থাকে। এই দুই অগুণ ষোল আনা মাত্রায় নিঃশেষিত হ'লে তবে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণবিকাশ হয়।" এই কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে তাঁহারা চতুর্থ স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহাদের কয়েকজন আমাদের মহাজনের নিকট—"তবে আসি ভাই" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন; সহগামী হইলেন মাত্র দুইজন। তখন সেই মহাজন তাঁহাদের সকলকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শনে যাবে না?" উত্তরে একজন সহগামী বলিলেন—"ও-রাজ্যে যাবার সম্বল, ওঁদের এখনও অভাব।"

অতঃপর সেই মহাজন শ্রীগুরুর চরণোদ্দেশে আঁখি বারিসহ সেই দ্বারদেশে লুটায়ে পড়িয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"দীনতারণ! করুণাময়—তোমার ইচ্ছায় ও এই মহাজনদের অনুকম্পায় এ অধম তোমার দ্বারে উপনীত। তা' না হ'লে এ অধমের নাই—কোন সম্বল নাই,এই সমুন্নত রাজ্যে আসে। প্রভো! তোমার ত অবিদিত নাই যে, এ কাঙ্গাল তোমার বা এঁদের সেবাভার গ্রহণ করে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও সম্বলহীন। নিজের অপদার্থতার কথা জাগরূক হওয়াতে, এ দীন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে যে, তোমার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হয়, সে শক্তি তার নাই। তাই বলি—নাথ! এই দ্বার-দেশের কোন এক স্থানে অবস্থিতি করে তোমার শ্রীচরণ-ধ্যানে নিরত থাকবার সুযোগ লাভ করলে, এ দীন নিজেকে

মহা ভাগ্যবান্, নিঃসন্দেহ মনে ক'রবে।" এই সময় তাঁহার শিরোদেশ,কি যেন কিসের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায়,তাঁহার দেহসহ প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে এক অপরূপ শক্তি সঞ্চার হইল। তৎসহ তাঁহার শ্রবণে পশিল শ্রীগুরুর বাণী—"বৎস, উঠ, তুমি নিজগুণেই এ প্রদেশে আস্‌তে সক্ষম হয়েছ। তোমার-তোমারই প্রতীক্ষায় আমি মুহূর্ত্ত গণিতেছিলাম। তখন শ্রীগুরু তাঁহাকে সস্নেহে কোল প্রদান করিয়া বলিলেন,—"চল, তোমার স্বোপার্জ্জিত স্থানে। সে স্থানে আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ যাবতীয় করণীয় কর্ম্ম, তোমায় সম্পন্ন কর্‌তে হ'বে। আমি জীবের কল্যাণোদ্দেশে নির্ব্বিচারে বহুসংখ্যক শিষ্য-শিষ্যা করিয়াছিলাম। আমার প্রচ্ছন্ন 'আমি-আমার' বুদ্ধিই এ কর্ম্ম সাধন করায়েছিল। সেই কর্ম্মফলে আমার পুত্র ও কয়েকজন প্রিয় শিষ্য-শিষ্যা, আমায়ে এই ষষ্ঠরাজ্যের উচ্চতম ধাপ হ'তে চতুর্থ রাজ্যে পতিত করায়। আমার সৌভাগ্য-বলে তোমার মত তিন-চারিজন শিষ্য-শিষ্যার গুণে পুনরায় এ প্রদেশে এসেছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্থানের নিম্নধাপে। এখন এখানে অবস্থিত হয়ে মনে রেখো বৎস, তোমার-আমার কর্ম্ম স্ব-স্ব 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে 'আমি-তোমারে' পরিণত করা;—তা' কিন্তু পূর্ণ-মাত্রায়।" উত্তরে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক" আমাদের মহাজন সকরুণ ভাবে বলিলেন।

———

অষ্টম অধ্যায়

অকাল মৃত্যু

এক্ষণে অকাল মৃত্যু সংঘটনের বিধানগুলি আলোচ্য। 'এই আছি, এই নাই'—মানব জীবনের ব্যবস্থা। সুতরাং এই জীবন অস্থায়ী ইজারাদারী মাত্র! প্রকাশ্য ইজারাদার—'প্রাণ' ও ইজারালব্ধ উপাদান স্থূলদেহ। এই অস্থায়ী ইজারাদারী ব্যবস্থা, অদৃশ্য রাজ্যেও প্রচলিত। কিন্তু যে শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আত্মভাবাপন্ন হয় ও পরে আত্মার সহিত সম্মিলিত হয়, তখন অস্থায়ী কারবার বিলুপ্ত হয়। এই অস্থায়ী ব্যবস্থা সাধনের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য। প্রথম, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও পরে সূক্ষ্মরাজ্যের উচ্চতম ধাপে গতি। ইহাই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের বিধান। দ্বিতীয়,—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অধোগতি। এই অস্বাভাবিক বিধানে, জীব দেহান্তে নরক বা বিহার রাজ্যে কিছু কালের জন্য অবস্থিতি করে। আবার স্থূলরাজ্যে মানবও এমন কি পশু আকারও ধারণ করিতে বাধ্য হয়। জীবের প্রবৃত্তি পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধিই এই ভীষণ কর্ম্ম সাধন করায়। পশুত্বলাভ-কালীন সেই জীবের পূর্ব্বস্মৃতি কথঞ্চিন্মাত্রায় থাকায়, সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নশীল হয়! যেরূপ মাত্রায় এ কর্ম্ম সুসম্পাদিত হয়

সেইরূপ মাত্রায়—সেই ব্যক্তি আবার জীবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বিধানের কার্য্যকারিণী শক্তির নাম—প্রাণ। দেহস্থিত আত্মা হইতে প্রাণই প্রথমে আত্মশক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাণের কর্ম্ম—প্রসার। প্রসারের অনুকূলতা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণ নির্দ্দিষ্ট স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাদানকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। উহার কার্য্যকারিণী শক্তি যে ভাবে ও যে মাত্রায় সঙ্কুচিত হয়, সেই ভাবেও সেই মাত্রায় উহাকে পূর্ব্বাধার বর্জ্জন করিয়া সেই ধরণের নব কিন্তু অপেক্ষাকৃত হীন বা হীনতর আধারে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক জীবের সম্বল দুইটী দেহ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। এই স্থূলদেহের মধ্যেই সূক্ষ্মদেহ অধিষ্ঠিত। এই সূক্ষ্ম দেহকে পরিপোষণ করাই জীবের আত্মবিকাশের মুখ্য লক্ষ্য। এই প্রকার আত্মবিকাশই প্রকৃত শিক্ষার, প্রকৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনের ও প্রকৃত উন্নতাবস্থার লক্ষণ। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন ও উন্নতাবস্থা, অতীব ভ্রান্ত আত্ম-প্রসাদের অমোঘ লক্ষণ! প্রবৃত্তি-পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে জীবের সূক্ষ্মদেহ নিতান্ত ক্ষুদ্রাকারে প্রায়শঃ অত্যন্ত ছিদ্রবিশিষ্ট ও কদর্য্যভাবে অবস্থিত। এইজন্য জীবের চিন্তাশীলতাসং স্থিরবুদ্ধিরও প্রকৃত কার্য্যকারিতা-শক্তির বিশেষ অভাব। ফলে চিন্তা-কুলতা-সহ অস্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছন্দতাই জীবের প্রাপ্য হইয়া থাকে।

জীবের বিকাশ সাধনের মহান্ অন্তরায়—প্রবৃত্তি অর্থাৎ বহির্মুখী অতৃপ্তা বৃত্তি। দেহের ভর্ত্তা (ভরণ কর্ত্তা) প্রাণ; প্রাণের আধুনিক ভর্ত্তা—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সংযুক্ত মন; মনের ভর্ত্রী-বুদ্ধি; নিবৃত্তি-পরায়ণাবুদ্ধির ভর্ত্তা—বিবেক; বিবেকের ভর্ত্তা—আত্মা ও আত্মার ভর্ত্তা—পরমাত্মা। কেবল মাত্র দাসীভাবে বিকাশের সহায়তা করাই প্রবৃত্তির মৌলিক কর্ম্ম। বুদ্ধির মৌলিক কর্ম্ম—(১) কেবলমাত্র দ্রষ্টা ও শ্রোতার ভাবে অবস্থিত থাকিয়া নিবৃত্তির সহগামিনী হওয়া; (২) 'হাঁ-না' দ্বারা বিবেকের সহায়তায় আবশ্যক মত প্রাণকে ও মনকে সুচালিত করা। বুদ্ধি কর্ম্ম (৩) প্রাণ, মন ও মনের বৃত্তি নিচয়কে সঙ্গের সাথী করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় উপভোগের দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করা। বুদ্ধি কিন্তু আপাততঃ আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্তি-দাসীকে পরিতুষ্টা করিতে,—তাহাও আবার বাঁদীরভাবে,—বিশেষ সচেষ্টা। বুদ্ধির এইপ্রকার হীন আচরণের জন্য প্রাণ ও মন, এক্ষণে নিতান্ত হীনপ্রভ। ইহা ব্যতীত, মনোবৃত্তি সমূহ প্রমত্ততা সহকারে কর্ম্মসাধনে নিরতা। ফলে, প্রাণ প্রসারের প্রতিকূলতার জন্য স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, অত্যন্ত হেয় ও অপদার্থ সূক্ষ্মদেহে আসন বিস্তার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সেই দেহের কার্য্যকারিতা-শক্তি বিলুপ্ত হওয়াতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সহ মন, বুদ্ধি ও আত্মা সেই আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই—অবস্থাপন্ন জীবই স্থূলদেহান্তে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়

রাজ্যেই 'মৃত'বাচ্য হয়। অকাল মৃত্যুর ইহাই **প্রথম** কারণ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহস্থ প্রত্যেক উপাদানকে, যাহার যাহা মৌলিক কর্ম্মসাধনে সুযোগ প্রদান করিয়া বিকাশের চরম সীমায় উপনীত করাই বিরাট্-কারিকরের বিধান। এই বিধানানুযায়ী প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্র দাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা ও বুদ্ধিকে প্রবৃত্তির বাঁদী হইতে মুক্ত করা, প্রত্যেক জীবের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। বিধানের দাবী ঃ—(১) যাহার যাহা জাগতিক করণীয় কর্ম্ম, তাহা এমন ভাবে সাধিত হউক, যাহাতে জীবের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতির নিকৃষ্ট উচ্ছিষ্ট-ভোগী না হয়; (২) নিবৃত্তিপন্থা অনুসরণকারীর মত প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ-হীন না করিয়া উহাকে প্রকৃতবিকাশ সাধনের জন্য কেবলমাত্র দাসীভাবে কর্ম্ম সাধনে অবসর দেওয়া (ইহাই অসহযোগিতা ও অহিংসমন্ত্রসাধনের বিধান); (৩) যাবতীয় পার-লৌকিক কর্ম্ম এমন সরল ও সহজপন্থা ধরিয়া সাধিত হউক, যাহাতে (ক) 'আমি-আমার' বুদ্ধির দেহবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি বা লোকদেখান বা নামকেনা ভাবগুলি সমূলে উৎপাটিত হয়; ও (খ) বুদ্ধি 'হাঁ-না' দ্বারা জাগতিক কর্ম্ম সাধনে প্রাণের ও মনের বিশেষ অনুকূল হয়। বর্ত্তমানে প্রকৃত চিন্তাশীলতার বিশেষ হীনতায়, এবং বিকৃত শিক্ষা, সঙ্গ ও সংস্কারের প্রভাবে জীবসকল স্ব স্ব ধারায় জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে মহা-আগ্রহান্বিত। এইজন্য জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্মে

সাম্যাবস্থার অভাবে, জীবগণ প্রকৃত বিকাশ-তীর্থের যাত্রী না হইয়া সঙ্কোচকেই পরিপুষ্ট করিতে যত্নশীল। উপরি-উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিধান একসাথে কর্ম্ম সাধিতে উদ্‌যোগী না হওয়ায় সংসারী, বা সংসারত্যাগী জীব, বিধানের নির্দ্ধারিত নিয়ম-লঙ্ঘনে পরম অনুরাগী। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার ইহাই **দ্বিতীয়** কারণ।

জীব, প্রকৃত বিকাশ-সাধনের জন্য দেহ-বল, ধন-বল, বুদ্ধি-বল ও জন-বল লাভ করিয়া থাকে। বিকাশ সাধনের উপায়—(১) স্ব-স্ব করণীয় কর্ম্মে প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে একসূত্রে বাঁধিয়া সেই সেই কর্ম্ম আত্মার প্রীতির জন্য সাধন। (২) বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় প্রবৃত্তিপরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে 'আমি-তোমার' ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্টতা। এই উপায়ে আত্মবিকাশ সাধনই জীবের শ্রেষ্ঠ করণীয় কর্ম্ম। এই প্রকার কর্ম্মসাধনের সুফল জাগতিক কর্ম্মে সাফল্য ও পারলৌকিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ। প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাস সম্বল হইলে, জীব-সাধারণ কোন মহাজনের সরলতার, সত্যবাদিতার ও প্রকৃত কার্য্য-তৎপরতার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও, স্ব-স্ব বিকৃত ভাবের জন্য বীভৎস আচরণ করিয়া থাকে। ধন-বল, বুদ্ধি-বল, দেহ-বল বা জন-বল প্রত্যেকটী বিরাটের দান। দানলাভে লোলুপ জীবের অবগত থাকা অবশ্য বিধেয় যে, দান গ্রহণের দায়িত্ব জীবের পক্ষে অতি ভয়াবহ। প্রত্যেক দান গ্রহণের সহিত সেই দান বিতরণে

দায়িত্বটুকুও সংশ্লিষ্ট। উপরি-উক্ত দান-গ্রহণেরমধ্যে বৈভব দান-গ্রহণের ফল-বিষময়। প্রবৃত্তির-উচ্ছিষ্ট-ভোজী জীবকে এই দান-গ্রহণের ফলে বিকাশের পন্থা হইতে প্রায়শঃ সঙ্কোচেই স্থিতি করায়। তাই, সেই জীব সেই দানকে স্বীয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনে অসঙ্কোচে ব্যয় করে; আর না হয় কেবলমাত্র পুত্রকলত্রাদির ভবিষ্যৎ সংস্থানের বা বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করে। জীবের এই প্রকার কর্ম্মের জন্য 'বিরাট্ কাবুলীওয়ালাকে' দান উসুল করিবার আয়োজন করিতে হয়। দান উসুলের ব্যবস্থা,—দুর্ব্বৃত্ত বা অল্পায়ুঃ-বিশিষ্ট পুত্র-কন্যা বা জামাতা বা পৌত্র-পৌত্রী বা দৌহিত্র-দৌহিত্রীর অভ্যুদয়! ইহাই অকালমৃত্যুর **তৃতীয়** কারণ।

জীব দেহ-বলকে ভর করিয়া 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে আস্ফালন করে যে, সে একজন বেশ বোঝদার। ইহার উপর যৎসামান্য অর্থবল থাকিলে বা সেই বল সংগ্রহ করিবার আশা পোষণ করিলে, সেই জীব 'আমি-আমার' বুদ্ধি প্রভাবে রেষা-রেষি বা রাগা-রাগি বা মারপিট প্রভৃতি করিয়া একটীর পর একটী গণ্ডগোল বাধাইয়া ফেলে। তখন সেই জীবের এই প্রকার কার্য্যের জন্য অশান্তি ও অলক্ষ্মী শান্তি ও লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে আসনচ্যুতা করে। সুতরাং ক্রোধ, প্রতিষ্ঠা, মিথ্যাচার ও প্রতিশোধ চিন্তা, ভীষণতম আকারে সেই গৃহকে আচ্ছন্ন করে। প্রত্যেক জীব-দেহে বিদ্যমান—শান্তম্, শিবম্,

সুন্দরম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নম্ ও সচ্চিদানন্দময়ম্ কিংবা মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী, মহাশান্তি ও মহানন্দ আত্ম-ভাবে। ফলতঃ ইহা সহজ বোধগম্য যে, প্রত্যেক অবৈধ আচরণের জন্য শান্তম্, শিবম্, বা মহাশক্তি মহালক্ষ্মী হইতে অনেক দূরে, সেই ব্যক্তিকে অবস্থিত হইতে হয়। সেই জীবের এই কর্ম্মফলে তাহার সূক্ষ্মদেহ অতীব ছিদ্রবিশিষ্ট ও জঘন্য কার্য্যকারিতা শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই আর আর অভাব অশান্তি সহ সেই গৃহে অকাল মৃত্যুর **চতুর্থ** কারণ। উপরি-উক্ত কারণের জন্য একমাস হইতে তুই চারি বৎসরের মধ্যে এই কুফল নিঃসন্দেহ প্রসবিত হয়।

জীবের সম্বল বাসনা, ভাবনা ও ভয়। জীবের পরমধন —ইচ্ছা শক্তি, যাহা পরিস্ফুট হইলে মানুষের সকল অভাব-অশান্তি ঘুচিয়া যায়। আধুনিক শিক্ষায় ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে 'আমি-আমার' বুদ্ধি পরিপুষ্ট হওয়ায় জীবের ইচ্ছাশক্তি বাসনা ও ভাবনা আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই বাসনা-ডাকিণী, ভাবনা-পেত্নী ও ভয়-ভূত মিলিত হইয়া জীবের 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে বিষম পরিপুষ্টা করিতে যত্নশীল। ফলে, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি কার্য্যকারিতা শক্তি হারাইয়া নপুংসক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং নপুংসক শ্রেণীভুক্ত জীবের আসক্তির প্রভাব বেশী। যে জীবের যে মাত্রায় আসক্তি সে ব্যক্তি সে মাত্রায় 'শান্তম্ শিবম্' বা 'মহাশক্তি-মহালক্ষ্মী' হইতে তত পরিমাণে দূরে অবস্থিত। এ অবস্থায় তাহার

'ভগবান্ ভগবান্' বা 'হরি-হরি' বা 'মা-মা' করা সত্ত্বেও এই প্রকার বাহ্যিক উক্তির বা আচরণের ফলে অভাব-অশান্তি সহ **সেই গৃহে** অকাল মৃত্যু আসন বিছায়। ইহাই অকাল মৃত্যুর **পঞ্চম** কারণ। কোন শস্য ক্ষেত্রের আগাছা-গুলিকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া সেই ক্ষেত্রে বারি সেচনের ফলে আগাছাগুলিই বিশেষ সতেজ হয়। নীতি শুদ্ধ না হইয়া বাহ্যিক সাজ-সজ্জা বা পাঁজি-পুথির ব্যাখ্যায় উপলব্ধি সম্পন্ন ধর্ম্ম বা কর্ম্ম জীবন লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ ধরার কারবারই—'আমি-আমার' বুদ্ধির পরিচালনা। বিরাটের একচ্ছত্র 'আমি-আমার' ও জীবের নগণ্য 'আমি-আমার' বুদ্ধি আপন আপন ধরণে কার্য্য সাধিতেছে। জীবের এই বুদ্ধি নিতান্ত—অকিঞ্চিৎকর হইলেও ধারণাতীত বিশাল 'আমি-আমারের' নিকট বশ্যতা স্বীকার করা দূরের কথা একালে কথার বন্দুক-কামান দ্বারা **তাঁহাকে** নির্ম্মূল করিতে বিশেষ প্রয়াসী। মহাধুরন্ধর কতকগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ এই দলের। তাহাদের দেখা-দেখি 'খাই দাই, মজা উড়াই দল' ও 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দারেরা'ও এই দলের। তাই নগণ্য 'আমি-আমার' বুদ্ধি অসীম 'আমি-আমার' বুদ্ধির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি নহে। তাই তাহারা 'আমার এটা, আমার ওটা' এই ধারণায় বুক ও মাথা ভর্ত্তি করিয়া স্ব স্ব ধারায় চলিতে ফিরিতে ব্যতিব্যস্ত। তাই ধরাময় আলোকদাতৃকুলে

পূর্ণ। আলোকদান কর্ম্ম সাধন ভাল হউক, আর না হউক, প্রত্যেকজীব কোন উপদেশ ততটুকু গ্রহণ করে যতটুকু উহার স্ব স্ব 'আমি-আমার' বুদ্ধি কর্তৃক অনুমোদিত। জীবের স্থির বুদ্ধি সহ চিন্তাশীলতার বিশেষ অভাবই, বরং উচ্ছ্বাসের অফুরন্ত সম্বলই, মানুষকে স্ব স্ব বিধানে কর্ম্ম সাধিতে প্রণোদিত করেও বস্তুতঃ করিতেছে। জীবের এই প্রকার অসংযমের জন্য সংযম রাজকে তাঁহার সংযমের বর্শা সেই সেই জীবের বক্ষে হানিতে বাধ্য করে। তাই বীরবাহু, তরণীসেন, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেকে অকালে কালের কবলে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই অকাল মৃত্যুর **ষষ্ঠ** কারণ।

উপরি-উক্তবশ্যতাস্বীকার সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

এই দেহস্থিত **প্রাণ**—বায়ু, পিত্ত ও কফ তিন উপাদান দ্বারা চালিত। **মন**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনগুণ দ্বারা পরিপূরিত ও বুদ্ধি সুষুম্না, পিঙ্গলা, ও ঈড়া এই তিন শক্তির দ্বারা সেবিতা। পিত্ত (অগ্নি) ও কফ (জল) ইহাদের চালক বায়ু। প্রাণ বা কার্য্যকারিণী শক্তি বায়ুতে বিদ্যমান। ধরাসহ জীব বায়ুর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত কারণ ইহা অন্তরে ও বাহিরে অধিষ্ঠিত। বিশ্বপ্রাণ বা বিরাট্-প্রকৃতি জগতের প্রাণ শক্তি, শান্তি ও আনন্দের নিলয়। সুতরাং বায়ুকে বিশ্বজননীর প্রকট প্রধান শক্তি বা অনুভবনীয় পরম-

প্রাণ বলা সুসঙ্গত। ফলতঃ জীবের বরণীয় প্রধান উপাদান বায়ু। বায়ু অগ্নির তেজোবৃদ্ধি ও বিকিরণকারী। অগ্নি বারিশোষণকারী ও বারি অগ্নি নির্ব্বাণকারী। অগ্নি ও কফকে সাম্যাবস্থায় রাখা বায়ুর কর্ম্ম। বায়ুরূপী সুচালক ঠিক থাকিলে পিত্তরূপী রজোগুণ ও কফরূপী তমোগুণ অযথা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তবেই প্রাণ সুচালিত, মন পুষ্ট ও বুদ্ধি যথাযোগ্য ভাবে সেবিতা হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফকে সঠিক অবস্থায় রক্ষণের জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে সুচিন্তাকে আশ্রয় করিয়া একাকী বিচরণ, হবিষ্যান্ন ভোজন ও সম্ভব হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে অল্প ভোজন বিহিত কর্ম্ম। উপরি উক্ত-বিধানে না চলাই অকাল মৃত্যুর **সপ্তম** কারণ।

নবম অধ্যায়

শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম

এক্ষণে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সাধনের কথা আলোচ্য। স্থূল দেহও অহং বুদ্ধিযুক্ত জীবের অমার্জ্জিত বুদ্ধি এই কর্ম্মকে "মরা ছাগলকে ঘাস খাওয়ান'র বিধান' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দারুণ প্রবৃত্তি পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধিই স্থূল দেহ ও অহং বুদ্ধি। স্থূল যাহা কিছু একমাত্র। উপভোগ্য হইলে জীব দেহস্থিত সূক্ষ্ম দেহ পরিপোষণ অভাবে ছিন্ন-ভিন্ন ও নিতান্ত জঘন্য আকার ধারণ করে। সেই কর্ম্মফলে সেই জীবের সূক্ষ্ম দেহ সহ মানস কর্ণ ও চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার সুবিধা ও সুযোগ পায় না। সুতরাং সেই ব্যক্তি দিব্য-দেহের সহিত দিব্য দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। তাই সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিতান্ত অবোধ দাম্ভিকের বা অভাগা বাতুলের মত, সেই সেই ব্যক্তি যা তা' মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্থূল দেহ ও অহং বুদ্ধির প্রাচুর্য্যই মানসিক ক্লীবত্ব—অর্থাৎ প্রকৃত শূদ্রত্ব। স্থূল যাহা কিছু হইতে সূক্ষ্মতম সারপদার্থ স্ব স্ব প্রাণ মন সহ বুদ্ধিকে পরিপোষণ করাই—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব। জীবের মৌলিক শূদ্রত্বই শিক্ষা ও সঙ্গগুণে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাযুক্ত চিন্তাশীলতার দ্বারা বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পর পর উচ্চতম ধাপে

উন্নীত হয়। নকল উচ্চশিক্ষিত বা উন্নত বংশ জাত জীবের একালে অভাব নাই। সে গরিমা লইয়া যাহারা থাকিতে চায় তাহারা তাহাই লইয়া থাকুক। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমকে উপভোগ করিতে বাস্তবিক প্রয়াসী তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক চিন্তাশীলতাকে আশ্রয় করিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির একক সঙ্গকরণ। তবে-তবেই প্রাণের গতি প্রসারিত হওয়ায় মনের পুরাতন সংস্কার সে মাত্রায় ধৌত হয় সে মাত্রায় বুদ্ধি নব ও পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিপুষ্টা হয়। এই পরিচ্ছন্নতার মাত্রা হিসাবে জীব শূদ্রত্ব হইতে পরিশেষে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সে অবস্থায় সেই জীবের শ্রবণ দ্বারই প্রথমে উদ্‌ঘাটিত হয়। পরে সুচিন্তা সহ নির্জ্জন বাসের ফলে তাঁহার মন স্বচ্ছ কাচসম, বুদ্ধি—স্বচ্ছ পারদ (পারা) সম, প্রাণ—সেই পারদের পশ্চাদ্ ভাগস্থ আবরণ (coating) সম ও ধারণা—'ফ্রেম' (frame) সম হওয়াতে প্রাণ ও মন সহ বুদ্ধি একখানি পরিচ্ছন্ন দর্পণে পরিণত হয়। ইহাই মানসিক দর্শন প্রস্ফুটনের সুব্যবস্থা। তবেই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব। ভারতের সে কালের শিক্ষার বা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধনের ইহাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল! যে কোন শক্তি-পূজায় ঘট স্থাপিত হইলে সেই ঘটের মুখে একখানি দর্পণ রক্ষিত হয়। ঘট—জীব দেহস্থ সূক্ষ্ম দেহ ও দর্পণ প্রাণ মনসংযুক্ত ও উচ্চতম ধারণাযুক্ত বুদ্ধি। সেই দিব্য দর্শনরূপ দর্পণকে সংযমের দ্বারা আবৃত রাখা

বিধেয় বলিয়া একখানি বস্ত্র সেই ঘট মুখে সংরক্ষিত হয়।

হিন্দুদের প্রত্যেক অনুষ্ঠান উপলব্ধি বা অনুভূতি প্রসূত। বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় সুসংযমের সুফল—প্রথমে উপলব্ধি, পরে অনুভূতি। বিকট ভেদ-বুদ্ধিসহ বাসনা, ভাবনা ও ভয়-যুক্ত জীবের পক্ষে সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা নিতান্ত দুরাশামাত্র। এই প্রকার জীবের পূজক বা শ্রুতিধর বা আলোক দাতৃবাচ্য হইবার প্রয়াসটুকু ভীষণ প্রবঞ্চনা কার্য্য। এইজন্য এ কালের যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন প্রাণহীন যন্ত্রের সামিল হইয়াছে। দেহস্থিত আত্মাকে পরিপোষণ ও সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে (Coiled-up Main spring of every action)কে জাগ্রত করাই প্রকৃত পূজা বা আরাধনা বাচ্য। তবেই সূক্ষ্মদেহ সুগঠিত হওয়ায় সেকালের যাবতীয় অনুষ্ঠান উপেক্ষিত না হইয়া বিশেষ আদৃত হইবে। তাহা না হইয়া 'হিড়িং, বিড়িং, চিড়িংবৎ' যাবতীয় মন্ত্রোচ্চারণ 'উচ্চিংড়ে' বা 'ঝি-ঝি পোকা' ডাকার সামিল হয়! ভারতের পূজারী ও আলোক দাতৃকুল বাস্তবিক উচ্চবংশ জাত কুলের বিধানে এই প্রকার স্বরাজলাভে যত্নশীল হইলে তবে-তবেই তাঁহাদের সমুন্নত দৃষ্টান্তের অনুকরণে প্রকৃত স্বরাজ (আত্মজয়) লাভ করা সম্ভব হইবে। তবে-তবেই মঠ, সঙ্ঘধারিগণের ও বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীম পূজার পাণ্ডাগণের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম ভস্মে ঘৃতাহুতি না হইয়া সমুচিত সুফল প্রসব করিবে। পতনোন্মুখ জাতির

মহা সম্বল 'আমি-আমার' বুদ্ধি তাহা আবার ভীষণ প্রবৃত্তি-পূর্ণ! তাই একথা সেই-সেই জীবের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে স্থান পাওয়া নিতান্ত অলীক প্রয়াস।

কৃতজ্ঞতা মানুষের মনুষ্যত্ব। জীব সাধারণ কিন্তু এই মনুষ্যত্বটুকুকে আবর্জ্জনার সামিল করিয়া ভবের খেলা সাধিতে অশেষ প্রয়াসী। তাহাদের 'আমি-আমার' বুদ্ধির সিদ্ধান্ত স্বীয় হীনতা স্বীকার করা, আর কৃতজ্ঞ হওয়া একই কথা। তাই 'আমি-আমার' বুদ্ধি বিষম নারাজ উপকারকের স্তুতিবাদ করিতে কিন্তু দারুণ লোলুপ স্বয়ং পূজার্হ হইতে বা নিজের স্তুতিবাদ শুনিতে। উপকারক কবে কোথায় ও কি ভাবে নিন্দনীয় কর্ম্ম সাধন করিয়াছে, আর সে ব্যক্তি কি কি কৌশলে প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়াছে সেই সেই কথা অনাবশ্যক হইলেও উচ্চভাষে তাহার দ্বারা ঘোষিত হয়। "নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি না"—ইহাই প্রবৃত্তিপরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধির ধারা। ক্রুরতা, অসত্য ও ভীষণ স্বার্থপরতায় পুষ্ট অকৃতজ্ঞতা 'আমি-আমার' বুদ্ধির বৃত্তি। এই ধরণের জীবই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সাধনের মহাপ্রতিবাদকারী।

প্রবৃত্তি-পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধির পরিবর্ত্তে নিবৃত্তি-পরায়ণা 'আমি-তোমার' সুবুদ্ধি সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করে যে, উপকার প্রাপ্তি স্বীকার করাত অল্প কথা, কুকর্ম্ম সাধন করিয়া আবশ্যক হইলে উহা স্বীকার করা স্বীয় প্রাণ, মন ও বুদ্ধির

প্রসার সাধনের সুব্যবস্থা। ইহাই সাধুতা বা সত্যাচরণের লক্ষণ। কিন্তু সেই-সেই কর্ম্ম আবশ্যক হইলেও যথোচিত প্রকাশ করিতে কৃপণতা করা নিজে নিজের প্রাণ, মন সহ বুদ্ধির সঙ্কোচ সাধনে সচেষ্টতা। ইহাই অসাধুতা বা মিথ্যচার। অপেক্ষাকৃত উচ্চাবস্থা প্রাপ্তি যাঁহার লক্ষ্য তিনিই আত্ম-প্রসারের পক্ষপাতী! সুতরাং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কুকর্ম্ম সাধন করিলেও প্রবৃত্তি বা সেই সেই কর্ম্ম তাঁহার প্রাণ, মন ও বুদ্ধির অনুমোদিত নহে। তাই তিনি কোনও প্রকার অসত্যাচরণের পোষকতা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। অন্তরে অন্তরে যিনি সুসজ্জিত হইতে বিশেষ প্রয়াসী তাঁহার হিসাবে যাবতীয় বাহ্যিক সৌষ্ঠব অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি পরায়ণ যাহা কিছু লইয়া গোপন পন্থানুসরণ করে, কেবলমাত্র প্রবৃত্তিই তার সুভোজ্য-সেব্য। সুসংযত ও প্রকৃত অনাসক্ত সত্য-সেবকই সত্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সক্ষম। এই গুণের বিশেষ অভাবেই একাল-সেকালে এত পার্থক্য। যাঁহার আভ্যন্তরিক সৌষ্ঠবের অপ্রতুলতা নাই, তিনি বাহ্যিক সাজ-সজ্জার আদৌ পোষকতা করেন না। তাই একালে এত গৈরিক বসন ধারী আলোক দাতার প্রাচুর্ভাব! "কলিতে কিছু না আছে সত্য শুধু র'হে গেছে, সেবাতে তারই যে আছে, তা'রে কভু না ভুলিরে" এই শিক্ষা নিবৃত্তিপন্থী পাইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ জীবের প্রত্যক্ষ ও আরাধ্য দেব-দেবী—পিতা-

মাতা। প্রাণ মন সহ বুদ্ধি সত্ত্বগুণে পূরিত হইলেই পিতা-মাতাকে সেই জীব অবিচলিত ভাবে দেব-দেবীরূপে দেখেন। কিন্তু শিক্ষা, সঙ্গ ও সংস্কারের দোষে পিতা-মাতাকে হীন চক্ষে দেখা স্ব স্ব প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সুনিশ্চিত পৈশাচিক লক্ষণ। হীন বৃত্তি হইতে উদ্ভূত ও হীনতায় লালিত-পালিত সন্তান-সন্ততি ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হিংসা, ঘৃণা, উপেক্ষা বা অকৃতজ্ঞতা জীবের সহজ-সাধ্য সাধন কিন্তু গুণের আদর করিয়া ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সাধারণ জীবের নিকট বিষম আয়াস সাধ্য কর্ম্ম!

এ-রাজ্য হইতে যে মহাজন সূক্ষ্মচিন্তা করণে ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম সাধনে অভ্যস্ত তাঁহার সেই অভ্যাসই তাঁহাকে স্থূল দেহ পাতের পর নব নব উচ্চ রাজ্যে লইয়া যায় ও ক্রমশঃ সেই সেই রাজ্যের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতম উপভোগ প্রদানের ব্যবস্থা করে। সেই ফলে, তিনি এই স্থূল রাজ্যের অতীব হীন ও ঘৃণ্য উপভোগের সংস্কার হইতে অব্যাহতি পান। ইহাই মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষি হইবার বিধান। সাধারণ জীবের কিন্তু দেহপাতের সংস্কার বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সেই-সেই সংস্কার চাপ পড়ে বা ক্ষীণ ভাবে ধৌত হয়—(১) নরক রাজ্যের অমোঘ সংস্কার বিধানে ও (২) সেই মৃত ব্যক্তির এ-রাজ্যস্থ আত্মীয়-আত্মীয়াগণের বা শিষ্য-শিষ্যাগণের সূক্ষ্মচিন্তা ও কর্ম্মের প্রভাবে। এই দ্বিতীয় কর্ম্মই বিশিষ্ট সুফল দায়ক। কিন্তু সেই অভাগার ইহ জগতের

আত্মীয়-আত্মীয়াগণের বা শিষ্য-শিষ্যাগণের স্থূল চিন্তা ও কর্ম্মের প্রাচুর্য্য সেই বিগত আত্মীয়ের পূর্ব্ব স্থূল সংস্কারকে ভীষণ ও জঘন্য ভাবে বৃদ্ধি করায়। সেই কর্ম্মফল, তাহার সূক্ষ্ম চিন্তা ও কর্ম্ম সাধনে যথেষ্ট প্রতিকূলতাচরণ করে। ফলে সেই ব্যক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। তখন সেই ব্যক্তি হয় নরক রাজ্যে, আর নয় এ রাজ্যে অতি দীন-হীন ভাবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

আদান-প্রদান বিরাটের বিধান। এইজন্য জীবমাত্রই পরমুখাপেক্ষী। চিন্তা ও কর্ম্ম সাধারণতঃ সংস্কার প্রসূত। এই চিন্তার ও কর্ম্মের প্রবাহ সতত অলক্ষিত ভাবে বহমান। একজন অন্যজনের আকর্ষণের প্রধান কারণ—সংস্কারের বা ধারণার সাদৃশ্যে। অদৃশ্য শক্তির অপরিহার্য্য বিধান—উপভোগ। এই উপভোগের ফলে জীব ও জগৎ গতিশীল। সাদৃশ্য প্রযুক্ত একজন অন্য আর একজনের চিন্তার ও কর্ম্মাবলীর প্রভাব স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে উপভোগ করে। এই নিয়মে, অদৃশ্য রাজ্যস্থ সূক্ষ্ম শরীরিগণ ও এই স্থূল রাজ্যস্থ জীবগণ এক পক্ষ অপর পক্ষের চিন্তার ও কর্ম্মের আদান প্রদানে অবিরাম নিরত। কিন্তু হায়! সূক্ষ্মের পরিবর্ত্তে স্থূল যাহা কিছুর আধিক্য হওয়ায় এ রাজ্যস্থ জীবের দ্বারা ও-রাজ্যস্থ সূক্ষ্ম দেহধারীরা পরিপুষ্ট হইবার—সুযোগ পান না। সুতরাং সূক্ষ্ম-উপভোগের অভাবে তাঁহারা হীন হইতে হীনতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। ফলে সেইজন কার্য্যকারিণী শক্তি হারাইয়া

অদৃশ্য রাজ্যস্থ সংশোধক প্রদেশের অতীব ভীষণ শাসনের অধীন হয়। আত্মীয়-আত্মীয়া ও শিষ্য-শিষ্যাগণের এই নিদারুণ উপেক্ষার ফলে সেইজন প্রতিহিংসা সহ আর আর নিকৃষ্ট উপাদানে গঠিত হয়। পরে অত্যল্পকাল মধ্যে তাহার প্রতি-হিংসা সাধনের ব্যগ্রতা, তাহাকে সন্তান বা অন্য কোন বিশিষ্ট আত্মীয় আকারে সেই সংসারে টানিয়া আনে। এই আকারে আসিতে সক্ষম না হইলে তাহার উত্তপ্ত—নিশ্বাস পূর্ব্ব বাস-স্থানে অকাল মৃত্যু, গৃহ বিচ্ছেদ, অর্থনাশ, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আর আর অস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করে। এমন কি সেইজন দারুণ প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া স্বীয় আত্মীয়-আত্মীয়া ও শিষ্য-শিষ্যাকে নরক-রাজ্যে স্থিতি করাইতে বিশেষ সচেষ্ট হয়। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে আদান প্রদান সম্বন্ধ প্রবুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষেরই শান্তি ও আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটন রাখা। পরে উভয়ের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

সঙ্কোচ বিহীন সূক্ষ্মতম টানের নাম ভালবাসা বা প্রেম। সঙ্কোচশূন্য আদান-প্রদান এই বেজায় মিহি কারবারের ব্যবস্থা। চাই উভয় পক্ষের বাসা ভাল হওয়া। আত্ম-প্রসারের সুসংযত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া প্রাণ ও মন সহ বুদ্ধির গোপন ব্যাকুলতা উভয় পক্ষের বাসা (বাসস্থান)কে ভাল করে। পরে এই কারবার ভাল চলে। এ-কারবারের ব্যবস্থা কেবলমাত্র সদ্‌গুণকে আদর করিয়া নিজস্ব করা।

নির্জ্জন বাস সহ চিন্তাশীলতা এই ধনে ধনী হইবার সুব্যবস্থা। ইহাই বুদ্ধিসহ প্রাণ-মনের প্রসারের অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল পন্থা।

স্থূল বা বাহ্যিক সৌষ্ঠব দেখিয়া বুদ্ধিসহ প্রাণ-মনকে প্রবৃত্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়াই—**আসক্তি**। সুতরাং সূক্ষ্ম যাহা কিছুকে অন্তর্জলি দিয়া স্থূল যাহা কিছুর উদ্‌ভ্রান্ত কারবার চালানই আসক্তি বাচ্য। স্থূল-ধ্বংসশীল; সূক্ষ্ম-অমর! ফলতঃ, আসক্তি বর্জ্জনীয়, কিন্তু ভালবাসা সর্ব্বতো-ভাবে অর্জ্জনীয়।

ভয়রূপ সঙ্কোচ মিশ্রিত ভালবাসা—ভক্তি। সুতরাং কাছে থাকিয়া ও ভয়রূপ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ভালবাসার কারবার চালানর নাম-**ভক্তি**!

এ-রাজ্যে নর-নারীর উপাধি—শ্রীযুক্ত-শ্রীমতী। স্থূলদেহ-পাতের পর নর-নারী বিশিষ্ট অন্তরালে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি এ-রাজ্যে অবস্থান কালীন ভক্তির পাত্র বা পাত্রী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে লৌকিক আচরণে তিনি ৺লাভ করিয়াছেন! সুতরাং শ্রীযুক্ত বা শ্রীমতী হইতে উচ্চধাপে এখন প্রতিষ্ঠিতা। ফলতঃ ভক্তি ভাজন-ভাজনীয়া আত্মীয়-আত্মীয়া দূরে বা অন্তরালে অবস্থিত-অবস্থিতা হইলেই তিনিই শ্রদ্ধার্হ। এইজন্য শ্রদ্ধায় সাধিত কর্ম্ম 'শ্রাদ্ধ' আখ্যাত।

প্রবৃত্তি পরায়ণা 'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রভাবে মানুষের কারবার সঙ্কোচপূর্ণ ভালবাসা। তাই জীব আসক্তির টানে

বা কর্ত্তব্য বুদ্ধির শাসনে বা লৌকিক আচরণের ভ্রূকুটীতে লোক দেখান বা নাম কেনা ভাবে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সাধন করে। ফলে, আর আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধনের মত এই কর্ম্মও প্রাণহীন যজ্ঞের সামিল হয়।

স্থূল দেহপাতের পর, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সহ প্রাণ, মন বুদ্ধি ও আত্মা অটুট থাকে। তাই সেই সমস্ত উপাদান একজুটী হইয়া সূক্ষ্মদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে প্রত্যেক সূক্ষ্ম-দেহ প্রাণ ও মন সহ বুদ্ধির অপকর্ষতা বা উৎকর্ষতা হিসাবে—অপেক্ষাকৃত কুৎসিত বা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম উৎকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ পাতের পরই 'সোল' (soul) বা আত্মা বাচ্য হওয়া সঙ্গত নয় একথা ক্রম-বিকাশ বিধান বা প্রকৃত উপলব্ধি দাপটে প্রচারিত করে। প্রত্যেক জীবে ষোল আনা মাত্রায় আত্মা থাকিলেও—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি উপাদানে সেই আত্মার শক্তি বণ্টন করণ (distribu-tion) বিধান প্রত্যেক জীবে ভিন্নতর। প্রত্যেক জীবের পার্থক্যের ইহাই একমাত্র কারণ। এই আত্মার রশ্মি বা শক্তি, বুদ্ধি বা মন বা প্রাণ বা নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি যে কোন উপাদানে বেশী মাত্রায় প্রতিফলিত বা সঞ্চারিত হয় উহা স্বীয় ধারায় সেই ভাবে কার্য্যকারী হয়। জীব সাধারণে আত্মা স্বীয় ভাগে কেবলমাত্র এক বা দুই বা তিন আনা মাত্রায় মৌলিক উপাদান রাখেন। অবশিষ্ট পনর, চৌদ্দ বা তের আনা অংশ কাহারও বুদ্ধিতে, কাহারও মনে কাহারও প্রাণে,

ও কাহারও প্রবৃত্তিতে বেশী মাত্রায় সঞ্চারিত হয়। মহাজন-গণের ভাগ্যে কিন্তু আত্মা স্বীয় মৌলিক অংশ বেশী মাত্রায় নিজের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট অংশটুকু আর আর উপাদানকে দিয়া দেন। এই অংশের মধ্যে যে ব্যক্তির **বুদ্ধি** আত্মশক্তি বেশী মাত্রায় অধিকার করে তিনিই সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রাহী হয়েন। অর্থাৎ আত্মাই তাহাকে শ্রীশ্রীবীণাপাণি ভাবে আশ্রয় করেন।

আবার যাঁহার **প্রাণে** এই শক্তির অংশটুকু বেশী মাত্রায় সঞ্চারিত হয় তিনি সুকর্ম্মী হইয়া পড়েন। অর্থাৎ আত্মাই তাঁহাকে—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী ভাবে আশ্রয় করেন। সুতরাং তাঁহাদের কলুষিত মনে ও বুদ্ধিতে বা প্রবৃত্তিতে আত্মশক্তি কম প্রবাহিত না হওয়ায় তাঁহারা নাম কেনা ব্যবস্থায় বা লোক দেখান সাজ-সজ্জা করণে নিতান্ত বীতস্পৃহ হয়েন। তাঁহাদের কিন্তু অতীব গোপন সাধন—কেবলমাত্র জগতের কল্যাণ।

এই প্রকার দুই শ্রেণীস্থ মহাজন কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সাধন অশেষ সুফলপ্রদ।

শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদনের সুফল—তৃপ্তিলাভ। লাভযুক্ত হয়েন ঃ—১। যিনি বা যাঁহারা এ কর্ম্ম সাধন **করেন**; ২। যিনি বা যাঁহারা একর্ম্ম সাধন **করান** অর্থাৎ গুরু-পুরোহিত; ৩। যাঁহারা এ কর্ম্ম সাধনে যোগদান করেন; ও ৪। যাহারা স্থূল ভাবে এ কর্ম্ম সাধনের জন্যআহৃত যাহা কিছু উপভোগ করে। এই চারিটী তৃপ্তির প্রবাহ একত্রীভূত হইয়া আদান প্রদান বিধানে ধাবিত হয় যাঁহার

উদ্দেশ্যে এ কর্ম্ম সাধিত হয়। সূক্ষ্মরাজ্যে ইহাই বিশেষ পুষ্টি-সাধক সুখাদ্য। এই খাদ্যের প্রভাবে সেই বিগত আত্মীয়ের সুচিন্তা ও সুকর্ম্ম-সাধনোপযোগী কার্য্যকারিণী শক্তি বিশিষ্ট-ভাবে বর্দ্ধিত হয়। ফলে তিনি স্বীয় বুদ্ধিসহ প্রাণের ও মনের বিকাশ সাধনে সফলতা লাভ করাতে, তাঁহার প্রশান্তভাব ও চিন্তাশীলতা বর্দ্ধিত হয়। পরিশেষে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রবুদ্ধ হয়। তখন তিনি অলক্ষিত রক্ষক বা রক্ষয়িত্রী (guardian-angel) ভাবে এরাজ্যস্থ সহায়তা-কারী-কারিণীদের অদৃশ্য আপদ্-বিপদের প্রবাহগুলিকে রোধ করিতে যত্নশীল হয়েন। ইঁহারা যে মাত্রায় আত্মোন্নতি সাধনে সফলকাম হয়েন সেই মাত্রায় শালগ্রাম-শিলায় বা ঘটে বা কোন মন্দিরের অধিনায়ক-অধিনায়িকা-ভাবে গৃহস্থের বা পল্লীবাসীর কল্যাণ-কল্পে সাধ্যমত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। সংযম-রাজের বিধানে একর্ম্ম সাধনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষানুসারে তাঁহারা উন্নীত-উন্নীতা বা নিম্নগামী-নিম্নগামিনী হয়েন। ফল কথা এ-রাজ্যের সহিত অদৃশ্য রাজ্যের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর্ম্ম অলক্ষিত সেতু-গঠন প্রণালী। সুতরাং শ্রাদ্ধ বা তর্পণকর্ম্ম সাধন 'মরা ছাগলকে ঘাস খাওয়াবার' ব্যবস্থা নয়-নয় কিছুতেই নয়। প্রবৃত্তি-পরায়ণ স্থূল-দেহ ও অহংবুদ্ধি-যুক্ত জীবের পক্ষে এই সুমহৎ বিধান ধারণাতীত। তাই ইহা কুসংস্কার-পূরিত কর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষিত। এই উপেক্ষার ফলে হয়ত কোন দিন কাল ফিতা ধারণ ও কাল বর্ডার যুক্ত চিঠির কাগজ ভারতে আদৃত

হইবে। ফলতঃ ইহা সহজে অনুমেয় কোন্ পক্ষ বাস্তবিক কুসংস্কার যুক্ত! হায়'হায়! এ দেশের কি দুর্দ্দশা!

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভীষণ প্রবৃত্তি-পরায়ণ জীবের দ্বারা এই সুমহৎ কর্ম্ম যে ভাবে একালে প্রায়শঃ সাধিত হয়— উহা করা, না করার সামিল। শ্রাদ্ধকর্ম্ম মহাসমারোহে সাধিত হইলেও বিগত আত্মীয়-আত্মীয়া সেই কর্ম্মের সুফল ছিটা ফোঁটা বা তিল মাত্রায় লাভ করেন। ফলে অকাল-মৃত্যু, অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ও যাবতীয অস্বচ্ছলতা গৃহস্থের প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

পিতা-মাতা ও তৎসম্বন্ধীয় গুরুজনগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা নিতান্ত বিধেয় কর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত হিন্দু সন্তানের বিশিষ্ট ধারণা। যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক, যে যে গুণে বিভূষিত, সেই জীব সেই সেই গুণযুক্ত-গুণযুক্তা নর-নারীকে প্রীতির চক্ষে দেখেন। গৃহস্বামীর এই কর্ম্মগুণে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরাও সেই সেই গুণে ভূষিত-ভূষিতা হইবার কথা। প্রাণ ঢালিয়া একটী সদ্‌গুণের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে জীবের-হৃদয় ও মস্তিষ্ক ক্রমশঃ আর আর গুণে পরিপুরিত হয়।

সংযম—অবিমিশ্রিত (unadulterated) সংযম, প্রকৃত শ্রদ্ধাও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অনুমোদিত বিধান। সংযম জীবনের মহাসম্পদ্। এই সম্পদ্‌হীন বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৈভব শ্রীহীন উপার্জ্জন মাত্র! সংযম-শূন্য অনুষ্ঠানের ফল—অর্থ শোষক কর্ম্ম-সাধন ও তৎসঙ্গে রেষা-রেষি গণ্ডগোল ও নানা অশান্তি

অর্জ্জনের ব্যবস্থা। নামকেনা বা লোক-দেখান প্রকৃত যাবতীয় ভাব নিতান্ত হীন ও অসংযত ব্যবস্থা। সুতরাং এই সকল পন্থা মিথ্যাচারী ও লোভী অসংযমীরই অনুসরণীয়। সংযম ভীতিপ্রদ ব্যবস্থা নয়—নয় কিছুতেই নয়। সংযম উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকে, তোমার আপনাব বাপ বা মা বা সখা বড়—খুব বড়, সুতরাং কেন তুমি ছোট লোকের ধারায় প্রবৃত্তির উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইবে? সংযম বলিয়া থাকে, তুমি দেহ-পোষাক পরিধান করিয়া স্বীয় সূক্ষ্মত্ব, যাহা তোমার মৌলিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্মৃত কেন? সংযম বলিয়া থাকে, কেন তুমি ইচ্ছাশক্তি হারাইয়া বাসনার জ্বালায় বেড়াইবে? সংযম বলিয়া থাকে, তুমি যে বাস্তবিক সুবংশজাত, প্রকৃত রাজ-রাজেশ্বরের সন্তান, এই ধারণাই তোমাকে ভাবনার পরিবর্ত্তে চিন্তাশীলতায় ও ভয়ের পরিবর্ত্তে নির্ভয়ে স্থিত করাইবে। সংযম বলিয়া থাকে, এ'র তা'র বাজে 'মার্কা' হাততালি লোভে তোমার মা বা বাবা বা শ্রীগুরু যিনি সত্য—মহাসত্য, তাঁহা হইতে অসত্যবাদিতা, অসরলতা ও নামকেনা ব্যবস্থার জন্য, কেন দূরে তুমি স্থিত হইবে? সংযম বলিয়া থাকে, কেন তুমি তোমার করণীয় কর্ম্ম বিধি বাঁধিয়া ও দেনা-চুক্তি হিসাবে সাধিবে না? সংযম বলিয়া থাকে, না-না পরের কথায় থাকিও না, বরং তোমার আপনার চিন্তায় থাক। কি করিয়া দেহস্থিত মা, বা বাবা, বা সখা, বা শ্রীগুরুকে খাওয়াইতে, সাজাইতে

পারিবে। সংযম বলিয়া থাকে, সময় পাইলেই উন্মুক্ত স্থানে বেড়াইতে-বেড়াইতে বা কোন নিভৃতস্থানে বসিয়া এই চিন্তা করিও। সংযম বলিয়া থাকে, তবেই ত বুঝিব তুমি—ওগো তুমি বাস্তবিক উন্নত বা বড় বংশ-জাত। সংযম বলিয়া থাকে, সস্তা সংযম—অর্থাৎ বাহ্যিক শিষ্টাচার ও অসন-ভূষণে, যেমন গৈরিক বসন পরিধান—একার্য্য সাধিও না। সংযম বলিয়া থাকে নিজের স্থূল বুদ্ধির পরিপোষক হইয়া কল্যাণকামী হইও না,—ওগো হইও না। সংযম বলিয়া থাকে, স্থূল যাবতীয় করণীয় কর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া সূক্ষ্মে গতিশীলতাই তোমার বৈধ-কর্ম্ম। তবে-তবেই জাগতিক কর্ম্মে সাফল্য ও পারলৌকিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত প্রাপ্তব্য। তাহা হইলে, সংযম ছেঁচ্‌কি-পোড়া কার্য্যসাধনে বীতস্পৃহ। উপরি উক্ত বিধানে কর্ম্ম সাধন না করাই জীবের ছেঁচ্‌কি-পোড়া দশা।

ভারত এককালে উপরি-উক্ত বিধানে স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া শ্রদ্ধারূপ সুমহৎ কর্ম্ম সাধনের ব্যবস্থা :—
১। আহারে, পরিচ্ছদে, শয়নে ও যাহা কিছু স্থূল উপভোগ করণে বিশিষ্ট বিলাস শূন্যতা ; ২। ভেদ-বুদ্ধি জনিত রেষা-রেষি, রাগা-রাগি ও যাবতীয় অশান্তি উৎপাদক কর্ম্ম হইতে বিরততা ; ৩। পিতার বা মাতার বা অন্য গুরুজনের ৺লাভ হওয়াতে, তিনি হীনাবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ধারণায় ক্ষোভশূন্যতা ; ৪। সংযমী গুরু-পুরোহিত মহাজনগণের সুশিক্ষায় স্বর্গীয়-স্বর্গীয়া, আত্মীয় বা আত্মীয়ার

গুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ততা ; ও ৫। 'আমি-আমার' বুদ্ধি খর্ব্ব-করণের জন্য বিধান, পরিচিত শত্রু-মিত্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-অসাধু, গৃহী-সন্ন্যাসী ও স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী সকলের দ্বারে দীন ভাবে উপনীত হওয়া। পরে অতীব করুণ-ভাবে তাঁহাদের সাধ্যমত সহায়তা বা কল্যাণ বা সু-ইচ্ছা ভিক্ষা করা।

এই শেষোক্ত কর্ম্ম সাধনই বিশেষ সুফল প্রদায়ক। তবে একার্য্য সাধনকালীন নানা ধরণের জীবের সঙ্গ-করণ ভয়াবহ বলিয়া তৎকালে এক সংযমী পুরুষ কর্ত্তৃক চালিত হওয়া বিধেয়। এই জন্য একজন ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ যিনি সংযমী) সুচালকরূপে সাথের সাথী হইবার বিধান প্রচলিত। পরে শ্রাদ্ধান্তে তাহাও দানলব্ধ যাহা কিছু গুরু ও পুরোহিত হইতে সমাগত অনাথাদেরকে অসঙ্কোচে বিতরণ—ইহাই বিহিত কর্ম্ম। নিজ পরিবারস্থ কাহারও জন্য সেই সেই সামগ্রী ব্যবহৃত হওয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

দীনতা, প্রশান্ততা ও সরলতা—এ কর্ম্মের মহাসৌষ্ঠব। পরে শ্রাদ্ধকালীন যাঁহার উদ্দেশ্যে এই কর্ম্ম সাধিত হয়, অকপট চিত্তে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সকরুণ-ভাবে স্বীয় অপদার্থতা স্বীকার করা বিধেয়। এই উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে এই কর্ম্মে সমুচিত সুফল প্রসব করে। হায়-হায়! সুচালকের অভাবে এই মহাকল্যাণপ্রদ কর্ম্ম কি-না বীভৎস-ভাবে সাধিত হয়! হায়-হায়! এই কি উন্নতাবস্থার পরিচয়!

দশম অধ্যায়

বিগত-বিগতা আত্মীয়-আত্মীয়াদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় ঃ

এই কর্ম্মে সিদ্ধি-লাভের মহান্ অন্তরায় জীবের দেহ-বুদ্ধি-সহ যাবতীয় স্থূলবুদ্ধির প্রাচুর্য্য। এই অবস্থাপন্ন জীব সূক্ষ্ম শ্রবণ ও দর্শন হইতে বঞ্চিত। জীবের এই বিকৃতাবস্থার জন্য, সেই সেই জীব বিগত-বিগতা আত্মীয়-আত্মীয়াকে 'মৃত' পদ বাচ্য করে। মৃত (মরা) অর্থাৎ ছিল, কিন্তু এখন নাই। 'নাই' এই ধারণা পোষণ করিয়া একমাত্র 'নাই'ই লভ্য হয়। জীব-দেহ পোষাক মাত্র, প্রকৃত সম্বল প্রাণ, মন ও ও বুদ্ধিসহ আত্মা। ইহারা প্রত্যেকটীই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদান। স্থূল—ধ্বংসশীল, সূক্ষ্ম যাহা কিছু সবই অবিনশ্বর। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 'টান' বাচ্য। টানও অবিনশ্বর। সুতরাং সূক্ষ্মদেহ-সহ টান, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা—অবিনাশী। ফলতঃ জীবের স্থূলদেহের অস্তিত্ব লুপ্ত হইলেও জীব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদান সমূহ মাত্র। তাহা হইলে স্থূল দেহান্তে জীবকে 'মৃত' বাচ্য করা নিতান্ত অবৈধ ও অযুক্তিকর বিধান। সেই অবস্থায় 'তিরোধান' কথা ব্যবহৃত হওয়াই বৈধ কর্ম্ম।

সুতরাং অত্যাবশ্যক স্থূল সংস্কারকে ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম করিয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ধারণায় অবস্থিত হওয়া ; **ইহাই প্রকৃত সত্যের প্রকৃত শিক্ষিতের ও প্রকৃত যৌবনারূঢ় বা জীবিত** ধর্ম্মজীবন লাভের সমুন্নত বিধান। এই প্রকার জীবই প্রকৃত যৌবনারূঢ়, বা জীবিত। ফলতঃ স্থূল সংস্কারাপন্ন জীবমাত্রই প্রকৃত 'মৃত'। মৃত ব্যক্তির আপনাকে জীবিত বাচ্য করণের কুফল—প্রকৃত জীবিতকে 'মৃত' বাচ্য করা।

সূক্ষ্মধারণা-বিশিষ্ট জীব অন্য জীবের দেহান্তে বলিয়া থাকেন—"**অমুক-তমুক এ-রাজ্য হ'তে ও-রাজ্যে চ'লে গেছেন**" এই সমুন্নত ধারণার ফলে তাঁহাদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সূক্ষ্ম-রাজ্যস্থ প্রাণিগণের সহিত অতি সহজে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত ও স্থূলসংস্কার-বিশিষ্ট জীব কিন্তু ভূত-প্রেত বা নরক রাজ্যস্থ প্রাণীদের সহিত প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।

পোষণ বা তোষণ, সম্বন্ধ-স্থাপনের ব্যবস্থা। এ-রাজ্যস্থ জীবের স্থূল চিন্তার প্রাচুর্য্য ও কার্য্যের অপব্যবহার প্রেত বা নরক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের অমোঘ আয়োজন। এ-রাজ্যস্থ জীবের সূক্ষ্মকর্ম্ম ও চিন্তা সূক্ষ্মরাজ্যস্থ উপদেবতা ও দেবতাগণের সম্যক্ পোষণের বা তোষণের ব্যবস্থা। স্বীয় দেহ ও স্থূলবুদ্ধির প্রভাবে বিগত-বিগতা আত্মীয়-আত্মীয়ার

জন্য অনুশোচনা বা অনবরত অশ্রুত্যাগ এবং স্থূলচিন্তা ও স্থূল কার্য্যের আতিশয্য, সূক্ষ্মরাজ্যস্থ প্রাণিগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করণের প্রকৃষ্ট বিধান।

বিগত-বিগতা আত্মীয়-আত্মীয়ার দর্শন লাভ করা যাঁহার ঐকান্তিক সাধ, তাঁহার অবশ্য করণীয় কর্ম্ম:—

১। যিনি ইহ জগতে নাই তাঁহাকে মৃত বলিয়া ধারণা বা আখ্যাত না করা।

২। এই ধারণা বদ্ধমূল করা যে, তিনি অলক্ষিত রাজ্যে সূক্ষ্মদেহ ধারি-ধারিণী হইয়া নিঃসন্দেহ বিরাজিত-বিরাজিতা।

৩। আপনার সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করা।

৪। বিগত আত্মীয়েরা সেই রাজ্যে সম্ভবপর সুখ-শান্তিতে আছেন মনে করিয়া আনন্দিত থাকা।

৫। তাঁহাকে প্রত্যহ বিহিত বিধানে সূক্ষ্ম চিন্তা ও কর্ম্ম-দ্বারা পরিপোষণের ব্যবস্থা করা।

৬। উপরি-উক্ত বিধানে যাহা কিছু কর্ম্ম সাধন করিয়া অবকাশমত উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গ করা।

৭। অসরলতা, অকৃতজ্ঞতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের ব্যবস্থা বর্জ্জন করা।

উপরি-উক্ত বিধানে কর্ম্মসাধনের ফলে,যে পরিমাণে বিগত-বিগতা, আত্মীয়-আত্মীয়া পরিতৃপ্ত-পরিতৃপ্তা হয়েন, সেই পরিমাণে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দর্শন দেওয়া অল্প কথা, চির কালের মত আপন হইয়া যান।

একাদশ অধ্যায়।

অলক্ষিত রক্ষক।

"Guardian Angels"

'জীব'-আখ্যাত প্রাণিকুলই, এই সৃষ্টির বিচিত্রতায় অতুলনীয়। বর্ণে, শিক্ষায়, ভাষায়, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, পরিচ্ছদে, আহার, বিহারে, বিধি-পালনে, সামাজিক আচরণে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধনে ও এমন কি কৌতুককরণে কত-না বিচিত্রতা পূর্ণ! এত বৈষম্যের মধ্যেও জীব অভিনব ভাবে পরিবর্দ্ধিত। সুতরাং অদৃশ্য চালকের পরিচালনা বাক্যাতীত, ধারণাতীত ও মহিমান্বিত। সেই অব্যক্ত, অলক্ষিত ও সূক্ষ্মতম স্রষ্টা জীবের একাধারে মা, বাবা, স্বামী, সখা ও গুরু। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবের দৃষ্টির ও শ্রবণের নিবিড় অন্তরালে অবস্থিত। এই দুর্ভেদ্য অন্তরালের মূল কারণ জীবের আধুনিক সাজ-সজ্জা। এই সাজসজ্জাই অজ্ঞানতার পরিপোষক। এই অজ্ঞানতাই তাঁহাকে ঈশ্বর, ভগবান্, নারায়ণ ঠাকুর, দেবতা প্রভৃতি নানা দূরতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বাবা-মা সম্বন্ধে আবদ্ধ সন্তান ও প্রাণপতি সম্বন্ধে আবদ্ধা প্রণয়িনী, সোহাগ-সহ সর্ব্বস্বের অধিকারী-অধিকারিণী হয়; কি

'কর্ত্তা-বাবু' ও 'গিন্নী মা' সম্বন্ধে আবদ্ধ লোকজন মাস-মাহিনা ও পেটভাতের অধিকারী হয়।

জীব সূক্ষ্মতম স্রষ্টার আত্মজ। তাঁহার এখনকার সাজ-সজ্জার মুখ্য সম্বল—প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। দেহ-পরিচ্ছদ আধুনিক গৌণ সম্বল। সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টার ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ-কণাই 'জীবাত্মা' নামে উপরি-উক্ত উপাদানের বা যন্ত্রের একমাত্র চালক। খাঁটি চৈতন্য-জলে অরুচি হওয়ায়, স্থূল চিনি বা লবণ মিশ্রিত চৈতন্য-বারি আস্বাদ করাই জীবভাবে খেলার উদ্দেশ্য। এই খেলায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রমত্ততা-পূর্ণ দানশীলতা,—নিম্নলিখিত তালিকায় মোটামুটি-ভাবে প্রদত্ত হইল।

চৈতন্য-শক্তি বণ্টন বিধান নিম্নস্থ তালিকায় সন্নিবেশিত

(১) ব্রাহ্মণ
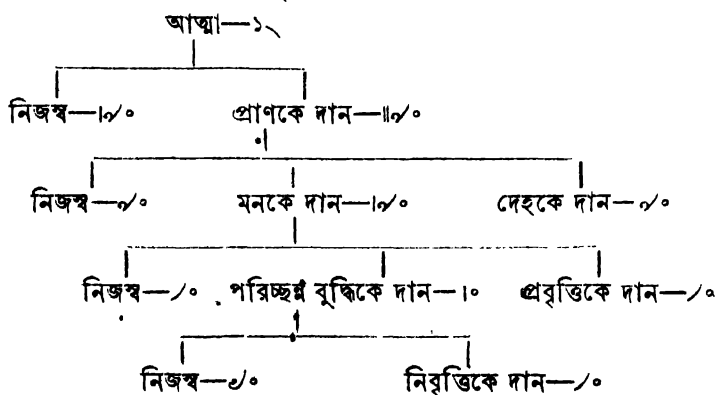
(২) ক্ষত্রিয়
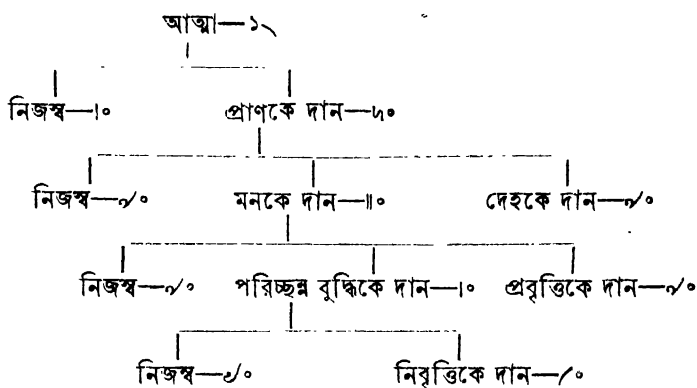
(৩) উচ্চশিক্ষিত জীব
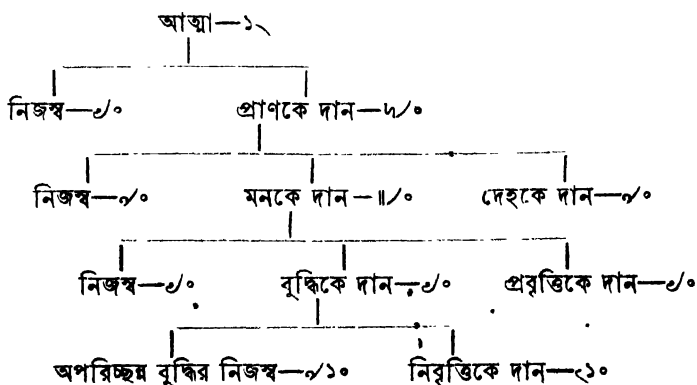
(৪) সাধারণ জীব
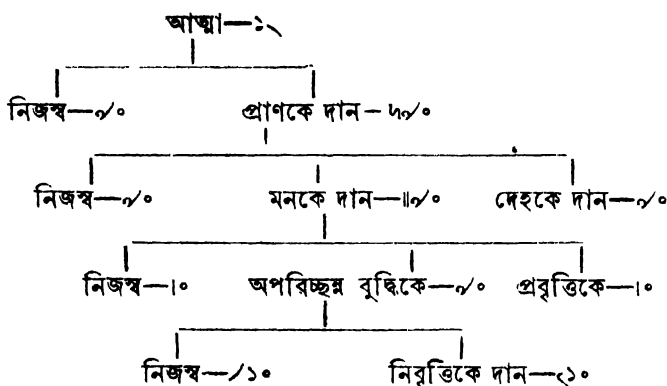
পরিচ্ছন্ন উপাদান

আত্মা + বুদ্ধি + নিবৃত্তি
।৵০ + ৶০ + /০ — ৷৷৵০
প্রাণ ও দেহ— ।০
মন ও প্রবৃত্তি— ৵০

মোট—১৲

আত্মা + বুদ্ধি + নিবৃত্তি
।০ + ৶০ + /০ — ৷৷০
প্রাণ ও দেহ— ।০
মন ও প্রবৃত্তি— ।০

মোট—১৲

অপরিচ্ছন্ন উপাদান

আত্মা + নিবৃত্তি
৶০ + ৻১০ — ৶১০
প্রাণ ও দেহ—।০
মন ও প্রবৃত্তি—।৵০
বুদ্ধি— ৵১০

মোট—১৲

আত্মা + নিবৃত্তি
৵০ + ৻১০ — ৵১০
প্রাণ ও দেহ—।০
মন ও প্রবৃত্তি—৷৷০
বুদ্ধি— /১০

মোট—১৲

ষোল আনা মাত্রায় আত্মায় স্থিত হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তি। স্থূল দেহে ও প্রাণে অবস্থিত হইয়া বার আনা মাত্রায় আত্মায় স্থিতিলাভ করাই সম্ভবপর স্বাধীনতা। এই বার আনার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীস্থ জীব পর্য্যায়ক্রমে ৷৷৵০ দশ আনা, ৷৷০ আট আনা, ✓০ আনা ও ৵১০ পয়সা মাত্রায় স্বাধীনতার অনুকূল অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং প্রতিকূলতার মাত্রা পর্য্যায়ক্রমে ৵০ দুই আনা, ।০ আনা, ৷৷/০ নয় আনা ও ৷৷/১০ সাড়ে নয় আনা মাত্রায়। জনসাধারণকে এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত করানই মহতের মহত্ত্ব। তবেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভাবে যে কার্য্যকারিণী শক্তি অলীক সাধে ও ব্যর্থ চেষ্টায় অপব্যয়িত হয়, সেই অপচয় রুদ্ধ হওয়ায় প্রকৃত কর্ম্মশক্তি জাগ্রত হয়। ফলে আসল ও নকল স্বাধীনতা বা স্বরাজলাভ সহজ-সাধ্য হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

একালের বিশেষত্ব, জন সাধারণের বিচার বুদ্ধিই জীবের 'আমি-আমার' বুদ্ধির একমাত্র ভিত্তি। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীস্থ জীবের এই বুদ্ধিই বিচারবুদ্ধির মাত্রা ৷৷/০ নয়আনা ও ৷৷/১০ সাড়ে নয় আনা। এই বুদ্ধির উর্দ্ধ ও উচ্চতম গতি—'আমি-তোমার' বুদ্ধি ও পরিণতি 'আমি-তিনি' বুদ্ধি। 'আমি-আমার বুদ্ধির মাত্রা হিসাবে 'আমি-তোমার বুদ্ধিতে উপনীত হওয়া বিশেষ চেষ্টা-সাপেক্ষ। প্রাণের সহায়তায় মনের ও বুদ্ধির প্রবৃত্তি-পন্থা বর্জ্জন ও নিবৃত্তি-পন্থার অনুসরণই 'আমি-তোমার অর্থাৎ আত্মার আপন হইবার সুব্যবস্থা। প্রবৃত্তি-বিশ্বকর্ম্মার

মলমূত্র-রূপ আবর্জ্জনা বর্জ্জনের উপাদান বা আয়োজন। নিবৃত্তি আত্মায় স্থিতিলাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের বা প্রকৃত স্বরাজ-লাভের সুমহৎ আয়োজন। প্রাণ বিশ্বকারিকরের কার্য্য-কারিণী শক্তি। মন—কার্য্যকারিণী শক্তির সঞ্চয়াগার, বুদ্ধি মনের স্বচ্ছ ও সুসংযতাবস্থা। আধুনিক অবস্থায় প্রবৃত্তির অনুগামিনী বুদ্ধির অসংযম-বশতঃ বুদ্ধি, মন ও প্রাণ বিশেষ কলুষিতাবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং আসল স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নকল স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভের চেষ্টা বাক্য, কার্য্য, চিন্তা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র। প্রকৃত কর্ম্ম সাধনে জনসাধারণকে অনুরাগী করাই মহতের মহত্ত্ব।

'আমি-আমার' বুদ্ধির প্রকৃষ্ট বিধান, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ শক্তির প্রমত্ত উপাসক হওয়া। 'আমি-তোমার' বুদ্ধির ধারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শক্তিদ্বয়ের সমতা রক্ষা করিয়া যাহা কিছু করণীয় কর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হওয়া। সমতাই—সমত্ব অর্থাৎ আত্মায় স্থিতিলাভের একমাত্র উপায়। লাভালাভে, বা সম্পদ্-বিপদে, হর্ষ বিষাদযুক্ত দুই ঘূর্ণায়মান চক্রে পিষ্ট না হওয়াই সমতা এই প্রকার সমতা-রক্ষণের সুফল—ইচ্ছা-শক্তিসহ প্রকৃত কার্য্যকারিণী শক্তির প্রবুদ্ধতা। উদ্ভাবনা (invention) ও আবিষ্কার (discovery) প্রত্যক্ষ শক্তি ভাবে মানুষের সুখ শান্তি উপভোগের পথ—সুপ্রশস্ত করিয়াছে। তজ্জন্য উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকগণ জীবের নিঃসন্দেহ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাহাদের যাবতীয় উদ্ভাবনা বা আবিষ্কার পরিচ্ছন্ন

প্রাণ ও বুদ্ধি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-শক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত। ফল কথা, যাঁহাদের অপরিচ্ছন্ন প্রাণ-মন সহ বুদ্ধি সম্বল নহে, তাঁহারা উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকের অপ্রত্যক্ষ মৌলিক শক্তির বিশেষ সমাদর করেন।

বিধানে বিদ্যমান—**অনুকূল** ও **প্রতিকূল** দুই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিসদৃশ-কার্য্যকারিণী শক্তি। তবে ইহা বিশেষ রহস্যময় যে, অনুকূল প্রবাহ কেবল মাত্র নিজধরণে প্রবাহিত না হইয়া কখন কখন প্রতিকূলতায় পরিণত হয়। তদ্রূপ প্রতিকূল প্রবাহ কেবলমাত্র প্রতিকূলতাচরণ না করিয়া কখন কখন বিশেষ অনুকূল প্রবাহের প্রবর্ত্তক হয়। স্থূল-দেহ সহ স্থূল কর্ম্মভার বহনের জন্য কত-না সুব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক জীবের আছে এক একটী সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম-প্রবাহ। সুতরাং সেই সূক্ষ্মদেহ-সহ সূক্ষ্ম কর্ম্মভার বহনের জন্য অলক্ষিত রক্ষক-রক্ষয়িত্রী রাখা বিশ্ব-কর্ম্মার বিহিত বিধান। সহায়তা লাভের জন্য প্রতিদানের ব্যবস্থা,—বিনিময়। এই বিনিময়—স্থূলের জন্য কেবল মাত্র স্থূল যাহা কিছু। সূক্ষ্ম বা অলক্ষিত ভাবে প্রসাদলাভে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য, স্থূল চিন্তায় ও কর্ম্মে নিরত জীবের পক্ষে, স্থূল উপভোগ্য যাহা কিছু সহ শ্রদ্ধা প্রতিদানই ব্যবস্থা। তবে যিনি স্থূলরাজ্যে অবস্থান-কালীন সূক্ষ্ম কর্ম্ম-সহ সেই সেই কর্ম্মের ধারণা পোষণে সক্ষম, তাঁহার সেই কর্ম্মে এক শত ভাগ ইষ্ট সহ মহাজনবর্গ ও অন্যূন আট ভাগ (এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জপ

মালা ১০৮ দানা (Leads) সমন্বিত। অন্যান্য সূক্ষ্ম জগদ্-বাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্থূলরাজ্যের উপভোগ্য—স্থূলই প্রধানতঃ; কিন্তু সূক্ষ্ম রাজ্যের তুষ্টি ও পুষ্টিকর উপভোগ্য,শান্তম, শিবম্, সুন্দরম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, ষড়ৈশ্বর্য্যম ও সচ্চিদানন্দময়মের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, বা সূক্ষ্মতম ধারণা। এই কর্ম্ম সাধনের সুফল—অলক্ষিত রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতর বা ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপন। ফলে, অনুকূল প্রবাহ সুসংরক্ষিত হয় ও প্রতিকূল প্রবাহের কার্য্যকারিণী-শক্তি প্রতিহত হয়। কিন্তু জীবের অসংযমের মাত্রা হিসাবে অনুকূলতা সত্ত্বেও প্রতিকূল প্রবাহই কম বা বেশী মাত্রায় প্রবাহিত হয়। একবার এই প্রবাহ বহমান হইলে উহাকে প্রশমিত করা, সাধারণ জীবের পক্ষে অসাধ্য সাধন হয়। আপদ্-বিপৎ-কালীন স্থির-ধীরভাব যথাসম্ভব সম্বল করাই প্রতিকূলতার মধ্যে অনুকূল প্রবাহ প্রবাহিত করণের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। প্রবৃত্তি অনুগামিনী স্থূল-বুদ্ধির প্রভাবে জনসাধারণ বিশেষতঃ শিক্ষা-গর্ব্বে স্ফীত জীবকুল এই কথায় কর্ণপাত করিতে বিশেষ বীতরাগ। এই বীতরাগের কারণ (১) স্থূল-শিক্ষার ও আচরণের প্রাচুর্য্য; ও (২) সূক্ষ্মত্ব অর্জ্জনশীল করণ-কারণের দারুণ বিকৃতাবস্থা। প্রথম কারণ জীবের অস্বভাবিক বৃত্তির পরিপোষক হইলেও দ্বিতীয় কারণই চিন্তার, কার্য্যের, অর্থের ও সময়ের অসদ্ব্যবহারের বিশিষ্ট আয়োজন। কেবলমাত্র আধুনিক ভারত নয়, সমগ্র জগৎ এই বিকৃতাচরণের প্রমত্ত পৃষ্ঠপোষক!

এখন অলক্ষিত রক্ষক-রক্ষয়িত্রীদের কথা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। স্থূল-রাজ্যের একজন হইয়া থাকিয়া অর্থাৎ স্থূল 'আমি-আমার' বুদ্ধিপ্রকোষ্ঠে বা অন্ধকূপে অবরুদ্ধ থাকিয়া স্থূল ভাষার ও ভাবের দ্বারা এই সব রাজ্যের কথা ব্যক্তকরা ও বুঝিতে সচেষ্ট হওয়া কতকটা বাতুলতার সামিল। তাই অত্যাবশ্যক—১। অবকাশ মত কিন্তু বিধি বাঁধিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গকরণ ও তৎকালীন প্রকৃতি-পাঠসহ আত্মপাঠে সু-অভ্যস্ত হওয়া; ২। প্রত্যেক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপভোগ্য দ্বারা সঙ্গোপনে এবং ঐকান্তিকতার সহিত প্রতিহস্তে দেহস্থিত আত্মাকে তুষ্ট ও পুষ্ট-করণে সচেষ্ট হওয়া; ৩। সকল সময়ে 'আমিত্ব'টুকু যথাসম্ভব খর্ব্বকরণে যত্নশীল হওয়া; তবেই মন স্বচ্ছ কাচসম, বুদ্ধি স্বচ্ছ পারদসম, প্রাণ-পারদের পশ্চাদ্ ভাগস্থ আবরণ সম ও সূক্ষ্ম ধারণা ফ্রেমসম হওয়াতে সেই দর্পণে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম রাজ্যের চিত্র অল্পমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। সেই অবস্থায় বিবেকদ্বার কথঞ্চিৎ উন্মেষিত হওয়ায় সেই পরিপুষ্ট আত্মা (বিবেকের সহায়তায়) সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ উদ্ঘাটন করেন। তবে তাঁহাকে আপন মা বা আপন বাবা পদে বরিত করিলে সন্তানের সুশিক্ষার জন্য তিনি এ-কর্ম্ম সাধন করেন।

ব্রহ্ম এই বিশাল বিশ্বের মালিক। তাঁহার ধাম-কৈবল্যে। এই অবস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয় ও গুণাতীত। তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন পরমাত্মা (পুরুষোত্তম) ও বিরাট্ প্রকৃতি ভাবে—

সম্ভোগ আনন্দের জন্য। এই আনন্দ দানের নাম—গোলোক। তাঁহাদের সুসন্তানগণের নাম অবতার। ইঁহাদের কর্ম্ম, বিরাটের রাজ্য পরিচালনা করা। ইঁহারা ও-রাজ্য হইতে এ-রাজ্যে আসিয়া দেখাশুনা করিয়া ও-রাজ্যেই ফিরিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে যিনি এ-রাজ্যে অবস্থান-কালীন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধিশূন্য হয়েন, তিনি ও-রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া অবতারবর্গের নায়ক হয়েন। আর আর অবতারগণ তাঁহার সভার সদস্য হয়েন। ষষ্ঠরাজ্যস্থ প্রথম ধাপের আটজন প্রথম শ্রেণীর দেবতা বা মহাজন, ইঁহারা অবতার-নায়ক (direct) কর্ম্মচারী পদে বরিত। এ-রাজ্যস্থ যে জীব সেই অবতার-নায়ককে **আপন** বাবা বা মা বা স্বামী পদে বরিত করেন ও তাঁহার যাবতীয় 'আমি-আমার' গুলিকে তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে যত্নশীল হয়েন, সেই জীবের সত্য নিষ্ঠায়, কৃতজ্ঞতায়, নিরলসতায় ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনে বীতস্পৃহতায় তুষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাগ্যবানের অলক্ষিত রক্ষক হয়েন। ইহাই—সপ্তম রাজ্যের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ষষ্ঠরাজ্য—তিনটী সোপান-বিশিষ্ট। ইহার প্রথম সোপান—এই রাজ্যস্থ মহাজন বা প্রথম শ্রেণীর দেবতাগণের আবাস ও কর্ম্মভূমি। ১। শ্রেষ্ঠ মহর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষি কুল। ২। 'আমি-তোমার' ধারণায় পূরিত স্থূল-রাজ্যের উচ্চতম ও পবিত্র কর্ম্মী; এবং ৩। চৌদ্দ আনা মাত্রায় ভেদবুদ্ধিশূন্য ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনে বীতস্পৃহ সাধক-সাধিকা। অবতার-নেতা, সদস্য

সহ এই নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করেন। যে মহাজন ধরায় অবস্থান-কালীন আত্মায় স্থিত হইয়া আসল স্বরাজলাভ করতঃ সুসংযত ভাবে নকল স্বরাজ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন, তিনিই কর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রাজ্যগুলির রাজচক্রবর্ত্তী পদে বরিত হয়েন। তখন তিনি **ব্রহ্মা** আখ্যাত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষোত্তমের অশেষ কৃপায় অর্জ্জুন এই পদে বরিত হইয়াছিলেন। এই পদের উপযোগী-করণের জন্য 'বিভূতি যোগ' অর্জ্জুন সমক্ষে কীর্ত্তিত ও বিশ্বরূপ চিত্র-সমূহ প্রদর্শিত হয়। এই স্থূল-রাজ্যস্থ যে কোন কর্ম্মী বা সাধক-সাধিকা, দেহস্থিত আত্মাকে জনক বা জননী বা স্বামী বা শ্রীগুরু পদে সঙ্গোপনে ঐকান্তিকতার সহিত বরণ করেন ও ক্রমশঃ অন্ততঃ দশ আনা মাত্রায় কৃতজ্ঞতা, নিরলসতা, সত্যবাদিতা, ভেদবুদ্ধি-শূন্যতা ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনে বীতস্পৃহতা লাভে সক্ষম-সক্ষমা হয়েন, তিনিই ভীষণ ও ভীষণতর পরীক্ষায় এই রাজ্যের কোন মহাজন দ্বারা অলক্ষিত ভাবে রক্ষিত হয়েন। এই শ্রেণীস্থ প্রত্যেকের 'নিম্ন শ্রেণীস্থ অন্যূন আট জন কর্ম্মচারী। আবশ্যক মত অবতারগণই এই সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই প্রথম শ্রেণীস্থ দেব-দেবীগণ কোন কোন সুবিখ্যাত দেবালয়ের বা ভজনালয়ের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেও জীবের বাসনা-কামনা সহ দুষ্কৃতিতে চতুর্থ রাজ্যস্থ কোন্ উপদেবতাকে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব উন্নতি কল্পে সচেষ্ট কর্ম্মী বা সাধকের সহায়তা-করণে তিনি নিযুক্ত থাকেন। জপ-ধ্যানাদির যাহা কিছু সুফল,

সুকর্ম্মের যাহা কিছু বাহাদুরী বা স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় উপভোগের আরাম দেহস্থিত আত্মাকে সঙ্গোপনে ব্যাকুল প্রাণে প্রতি হস্তে অর্পণই, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ও রক্ষণের সমূহ ব্যবস্থা। ইঁহাদেরও উত্থানের বা পতনের মাপকাটি—কর্ম্ম। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই যাহা কিছু কর্ম্ম সাধিত হয়। সর্ব্ববিষয়ে নির্লোভ, সত্যবাদী ও বাহ্যাচার-শূন্য পরসেবী কখন কখন ইহাদের দর্শন লাভ করেন। তবে মানস চক্ষুই দর্শন লাভের উপায়। যে যে কর্ম্মী বা সাধক-সাধিকা আপনাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ বীতরাগ, কেবল মাত্র তাঁহারাই উপরি-উক্ত মহাজনের কৃপায় সেই মানস শ্রবণ ও দর্শন লাভ করেন।

জীবকে নিবৃত্তি-পন্থানুসরণ করানই, এই রাজ্যস্থ মহাজন ও দেবতাদের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে 'আমি-তোমার' বুদ্ধিতে স্থিত করানই নিবৃত্তিগামিনী হওয়া। এই প্রকার কর্ম্ম সাধনের সুফলে, জীবের কার্য্যকারিণী শক্তি অপচয়িত না হইয়া সঞ্চিত হওয়ায়, সেই শক্তিপ্রভাবে মনোরূপ সঞ্চয়াগারকে সুসংযত-করণে জীব সক্ষম হয়। ফলে, জীব ধর্ম্ম—(অর্থাৎ সুসংযত চৈতন্য শক্তি) দ্বারা অর্থ (অর্থাৎ জাগতিক বৈভব) সহজসাধ্য উপায়ে অর্জ্জনক্ষম হয়। পরে সেই অর্থদ্বারা কামনাপূর্ণ কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠার্জ্জনে বীতস্পৃহ হইয়া, সাধন করাতে সেই জীবের প্রাণ-মনসহ বুদ্ধি মুক্তি (অর্থাৎ আত্মায় স্থিতি) লাভ করাতে, সেই সম্মিলিত উপাদান পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ দেবতাদিগের আবাস ও কর্ম্মভূমি পাঁচটী সোপান বিশিষ্ট পঞ্চম রাজ্য। স্থূলরাজ্য হইতে ইহাই তৃতীয় স্বর্গ। এই রাজ্যের অধীশ্বর 'ইন্দ্র' আখ্যাত। নিবৃত্তির তুলনায় প্রবৃত্তির খেলা সূক্ষ্মভাবে উপভোগের এই রাজ্যে অপ্রতুলতা নাই। স্থূলরাজ্যস্থ কোন সাধক বা সাধিকা নিবৃত্তি-পন্থানুসরণ করিলে এই দেবতাগণই কাম ও কাঞ্চন দ্বারা প্রলোভিত করিতে সচেষ্ট হয়। সেই সেই সাধক-সাধিকার প্রতিষ্ঠার্জ্জনের লালসার বীজ মনে ও বুদ্ধিতে নিহিত থাকিলে ইহাদের দ্বারা সেই বীজ হইতে প্রতিষ্ঠার বিশাল তরু পরিবর্দ্ধিত হয়। সকল কালের নিবৃত্তিপূর্ণ অনেক সাধক ইহাদের অলক্ষিত ছলনায় মহাত্মা, ঠাকুর, স্বামী বা গুরু পদাভিষিক্ত হইয়া আপনাদিগকে নরক রাজ্যের সৌষ্ঠব করিয়াছে ও এই কর্ম্মসাধনে বিশেষ যত্নশীল। এই মোহের কর্ম্ম তাঁহাদের শিষ্য-শিষ্যার দ্বারা সেই দেবতারাই অলক্ষিত-ভাবে সাধন করায়। কিন্তু ষষ্ঠ সপ্তম বা রাজ্যস্থ কোন মহাজনকে আপন মা বা বাবা বা স্বামী বা গুরু পদে বরণ করিলে তিনিই সেই সাধক সাধিকাকে অলক্ষিত ভাবে—বিমুগ্ধকর কর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। এই কর্ম্মসাধনের জন্য সেই দেবতাকে দেবালয়ের বা ভজনালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে গৃহস্থের দেবতা পদে অর্থাৎ নিম্নগামী হইতে বাধ্য হইতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শক্তির অপচয় করণে কুণ্ঠিত বরং জীবসেবায় নিরত-নিরতা তাঁহারাই কর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে এই রাজ্যের উচ্চ সোপান হইতে ষষ্ঠরাজ্যে

অধিগমন করেন। ইহাদের জীবকে পতিত করিবার একমাত্র কারণ পরশ্রীকাতরতা। তাহাদের পরশ্রীকাতরতার কারণ, তাহাদের বিশিষ্ট আশঙ্কা যে স্থূলরাজ্যস্থ জীব দেহান্তে পঞ্চম বা ষষ্ঠ রাজ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া তাহাদের চালক হ'য়েন। এই রাজ্যস্থ যে জীব স্বীয় 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে শাসিত করিয়া 'আমি-তোমার' করিতে বিশেষ সচেষ্ট, তিনিই এই রাজ্যস্থ দেবতাগণের ভীষণ পরীক্ষা হইতে রক্ষা পান; তাহা কিন্তু একমাত্র উপরি-উক্ত মা বা বাবা বা স্বামী বা শ্রীগুরুর কৃপায়। কিন্তু যাহারা গুরুগিরি কর্ম্ম-সাধনে বা প্রতিষ্ঠার্জ্জনে লোলুপ, তাহাদের এই দেবতাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্য, ছয় ও সাত সোপান বিশিষ্ট। এই দুই রাজ্য উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ উপদেবতাগণের আবাস ও কর্ম্ম-ভূমি। ইহাদের মধ্যে চতুর্থ রাজ্যস্থ উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম সোপানস্থ উপদেবতাগণ পঞ্চম রাজ্যস্থ দেবতাগণের অধীন ছোট বড় ইজারাদার-ইজারাদারণী। ইহারাই নায়ক-নায়িকা আখ্যাত। প্রতিষ্ঠা-লাসসাযুক্ত দানশীলতা বা সৎকর্ম্ম-সাধন বা ত্যাগশীলতা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতা বা সুকর্ম্ম-সাধনে অনুরাগ জীবকে দেহান্তে কর্ম্মের মাত্রানুসারে ছোট-বড় নায়ক-নায়িকা পদে বরিত করায়! এই অসম্পূর্ণ সূক্ষ্ম দেহধারী-ধারিণীগণই অসংযমী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ সাধককে ঈপ্সিত ইষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শন দেয়! কখন কখন নগণ্য সিদ্ধি প্রদান করতঃ ইহারাই আমি-আমার' বুদ্ধি

সম্পন্ন-সম্পন্না সাধক-সাধিকাকে গুরুগিরি করাইয়া বা প্রতিষ্ঠার্জ্জনে বিব্রত-বিব্রতা করিয়া অধোগামী-অধোগামিনী করায়। তাহাদের ও পঞ্চম রাজ্যস্থ তাহাদের চালকগণের, একমাত্র লক্ষ্য জীব উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের চালক-চালিকা না হয়। তবে যাঁহারা স্বীয় উন্নতিকল্পে সচেষ্ট, তাঁহারাই কোন কোন আমলকী, অশ্বত্থ, বট, নিম, বিল্ব বা চম্পক বৃক্ষে আস্তানা পাতিয়া কিংবা কোন জনশূন্য দেবালয়ে বা নদীতটে, সূক্ষ্মদেহে সাধন ভজন কর্ম্ম সাধন করেন। ইহাদের মধ্যে প্রতি-হিংসা-পরায়ণ বা কোপন-স্বভাব-বিশিষ্ট উপদেব-উপদেবীগণ জীবের ত্রুটীর জন্য 'ফিট্' বা মৃগী রোগ বা ঘুস্-ঘুসে জ্বর বা শিরঃপীড়া বা পেটের বেদনা বা হৃদ্‌রোগ প্রদান করে। ইহাদের বিধি প্রতিকার স্ব স্ব 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে সঙ্কোচ হইতে 'আমি-তোমার' বুদ্ধি-প্রসারে স্থিতি করান। এইকর্ম্ম সাধারণের সাফল্যে তাহারা যেমন ঊর্দ্ধতম রাজ্যে উন্নীত হয়, তেমনি অপকর্ম্মে স্থূলরাজ্য তো অল্পকথা, নরক-রাজ্যেও পতিত হয়।

পূজাদিসাধন-কালীন পূজারী-ঠাকুর গৃহস্থের ও শালগ্রাম-শিলার মধ্যস্থ। তেমনি শালগ্রাম-শিলারূপ ৺নারায়ণের প্রতি-নিধি এক উপদেবতা, কোন দেবতার ও সেই ব্রাহ্মণের মধ্যস্থ। তৎপরে কোন দেবতা সেই উপদেবতার ও কোন অবতারের মধ্যস্থ হয়েন। পরিশেষে সেই অবতার দেবতার ও পুরুষোত্তমের মধ্যস্থ হইয়া গৃহস্থ কর্ত্তৃক কর্ম্মে সুফল প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু হায়! গৃহস্থ-সহ পুরোহিত কর্ত্তৃক সাধিত কর্ম্ম নিতান্ত অসংযমের সহিত সাধিত হয় বলিয়া, সেই সেই কর্ম্মের ফল কেবলমাত্র এক অসম্পূর্ণ ও অসংযত উপদেবতারই উপভোগ্য হয়। ফলে জীব এ-তা স্কুকর্ম্ম সাধন করিয়াও কেবলমাত্র কর্ম্মের ফলের দারুণ কশাঘাতে নিপীড়িত হয়।

তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায়, স্ব স্ব 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে 'আমি-তোমার' ধারণায় স্থিতি করা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট।

মূলকারণে আছে সংযম ও অসংযম,—এই দুই বিধান; ইহার নাম ব্রহ্ম। সম্ভোগ আনন্দে মাতিবার জন্য ইনি নিজেই দ্বিধা হইলেন। কেবলমাত্র চৈতন্যময়—শাঁসটুকু হইল পরমাত্মা বা সংযমের আধার আর বীজ ও খোসা সহ শাঁসটুকু হইল বিরাট্ প্রকৃতি। ইহাঁতে সংযম ও অসংযম মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইনি এই বিশ্বের গড়ন-ভাঙ্গন ও ভাঙ্গন-গড়ন কার্য্য সাধিতেছেন,—তাহা আবার অবিরাম।

সংযমের অর্থ প্রশান্ততা; অসংযমের অর্থ অপ্রশান্ততা। প্রশান্ততার কার্য্য বিকাশ-সাধন; প্রশান্ততার সহিত অপ্রশান্ততার কার্য্য প্রকাশ সাধন। বিকাশের অর্থ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গতি অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি; প্রকাশের অর্থ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে গতি—অর্থাৎ নিম্নগতি। বিকাশ গোপন সাধন; প্রকাশ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ সাধন। পরমাত্মা প্রশান্ততার বা বিকাশের নিলয়। বিরাট্ প্রকৃতি প্রশান্ততা-সহ অপ্রশান্ততার বা প্রকাশের আদি কারণ। বিরাট্ প্রকৃতিই বিরাট্ 'আমি-আমার'। জীব মূল কারণের অন্তর্ভূত। সুতরাং জীবে আছে আত্মা বা বিকাশের উপাদান ও 'আমি-আমার' বুদ্ধি বা প্রকাশের উপাদান। আত্মা ও 'আমি-আমার' বুদ্ধি এই দুই উপাদান কাঁকনীদানার মত জীবের

সম্বল। এই স্থূলরাজ্যের শিক্ষা, সঙ্গ ও সংস্কাররূপ জল, বায়ু ও উত্তাপের গুণে জীবের আত্মরূপ বিকাশ-দানাটির সন্ধান রাখিবার অবকাশের বা ইচ্ছার বিশেষ অভাব। কিন্তু 'আমি-আমার' রূপ প্রকাশের ছোটদানা হইতে গজিয়া উঠিল ধরাভরা আগাছা। এই আগাছার পাতা, ফুল ও ফল হইল বাসনা, ভাবনা ও ভয়। এক্ষণে এই আগাছার উৎকট ব্রত হইয়াছে যে, বিকাশ-দানাটাকে এরূপ আওতায় রাখা, যাহাতে সেটা গাছ না হইয়া দাঁড়ায়। প্রবৃত্তি-দাসীর পাল্লায় পড়িয়া'আমি-আমার' বুদ্ধি এই কার্য্য সাধিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। বুদ্ধির 'বাস' নাই ও 'ভাব' নাই—এই কথা তাই প্রচার হইল। ভ্রান্তি আসিয়া এই কথা ঢোল পিটিয়া বেড়াইলে বুদ্ধি বুঝিয়া গেল যে, সে বাসস্থান-সহ সাজ-সজ্জা হারাইয়া আপনজনার সঙ্গে সম্বন্ধও ঘুচাইয়াছে। আত্মার কাছে কাছে থাকাই ও আত্মার গুণে বিভূষিত হওয়াই বুদ্ধির 'বাসে' ও 'ভাবে' থাকা। তাহা না করিয়া বুদ্ধি হতভম্ভ হইয়া প্রবৃত্তি দাসীর বান্দী হইয়া পড়িল। অমনি বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিল ইচ্ছাশক্তি ও সুবিচারশক্তি। মহাসুযোগ বুঝিয়া দেখা দিল বাসনা—ডাকিনী ও ভাবনা—পেত্নী। বাসনার ও ভাবনার চির সাথী ভয়-ভূত, তাই জাঁক-জমকে আসিয়া বসিল। অমনি চলিতে সুরু হইল অসংযমের বীভৎস লীলা। অমনি ধরাটা অহঙ্কার ও প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্যের রঙ্গভূমি হইল। তাই ধরাময় 'যত হাসি তত কান্নার' আয়োজনে ভরপূর।

জীবমাত্রই ছোট বড় নকল রাজা। এই নকল রাজার রাজত্বের সৌষ্ঠব স্ব স্ব দেহ। সজীব নির্জীব আপনার বলিয়া গণ্য যাহা কিছু লব্ধ বা অর্জ্জিত তাহার উৎকর্ষ সাধন করাই প্রকৃত রাজার বা কর্ত্তার বিহিত কর্ম্ম; ইহাই জীবের মনুষ্যত্ব; ইহাই প্রকৃত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা; ইহাই শ্রীযুক্ত বা শ্রীমতী হইবার ব্যবস্থা। তাহা না করিয়া, কেবলমাত্র লাভ বা অর্জ্জনের জন্য লালায়িত হওয়া, প্রবৃত্তি-পূর্ণ 'আমি-আমার' বুদ্ধিকে দুধকলা দিয়া পোষণ করা। উহাদের রক্ষণে বা উৎকর্ষ সাধনে উদাসীনতা বা অক্ষমতা মনুষ্যত্ব-হীনতার নির্দ্দেশক; ইহাই জীবের মানসিক ক্লীবত্ব; ইহাই জীবের অসংযম। স্বার্থপরতাযুক্ত ভোগলিপ্সা এই অসংযমের কারণ। দেহবুদ্ধির প্রবলত্বই ভোগ-লিপ্সার হেতু; ইহাই প্রকৃত শূদ্রাবস্থা। ভোগলিপ্সায় বৈরাগ্য ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইবার ব্যবস্থা। এই অবস্থা সাধনাধীন। জীব স্বেচ্ছায় এ কর্ম্ম সাধনে বীতস্পৃহ। তাই ধর্ম্মরাজ্যের বিধানে জীবের প্রাপ্য অকাল মৃত্যু ও যাবতীয় অভাব অশান্তি।

প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার দৌলতে জীবদেহের কদর। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদান। সূক্ষ্মের গতি সূক্ষ্মের দিকে স্থতরাং প্রাণ, মন. বুদ্ধি ও আত্মা চিরকাল এই স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার নয়। শিক্ষা ও সঙ্গ-দোষে জীব এই ধারণাকে জলাঞ্জলি দিয়া ভবের কার্য্য সাধিতেছে। যাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল যে, তাঁহারা সূক্ষ্ম তাঁহারাই স্থূলরাজ্যের করণীয় কর্ম্ম দেনা-চুক্তি হিসাবে সাধন করিয়া

সূক্ষ্মরাজ্যে ধাবিত হইতে বিশেষ প্রস্তুত থাকেন। আর যাহারা প্রবৃত্তি-বিষ্ঠায় এই ধারণা প্রোথিত করিয়াছে, তাহাদের এই অসংযমই অকালমৃত্যু, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও যাবতীয় অভাব অশান্তির মূল কারণ হয়।

স্থূল যাহা কিছু আকণ্ঠ উপভোগে রত থাকিয়া কেবলমাত্র পুস্তকপঠিত বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে স্থূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিকৃত মত প্রচারিত করা, প্রবৃত্তিপরায়ণ 'আমি-আমার' বুদ্ধির লক্ষণ।

সমাপ্ত